মাসিক

আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবলমাত্র তোমাদের ‘তাক্বওয়া’ বা আল্লাহভীতি’ *(হজ্জ ২২/৩৭)*।

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘হে জনগণ! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী’ *(আবুদাঊদ হা/২৭৮৮)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১৭

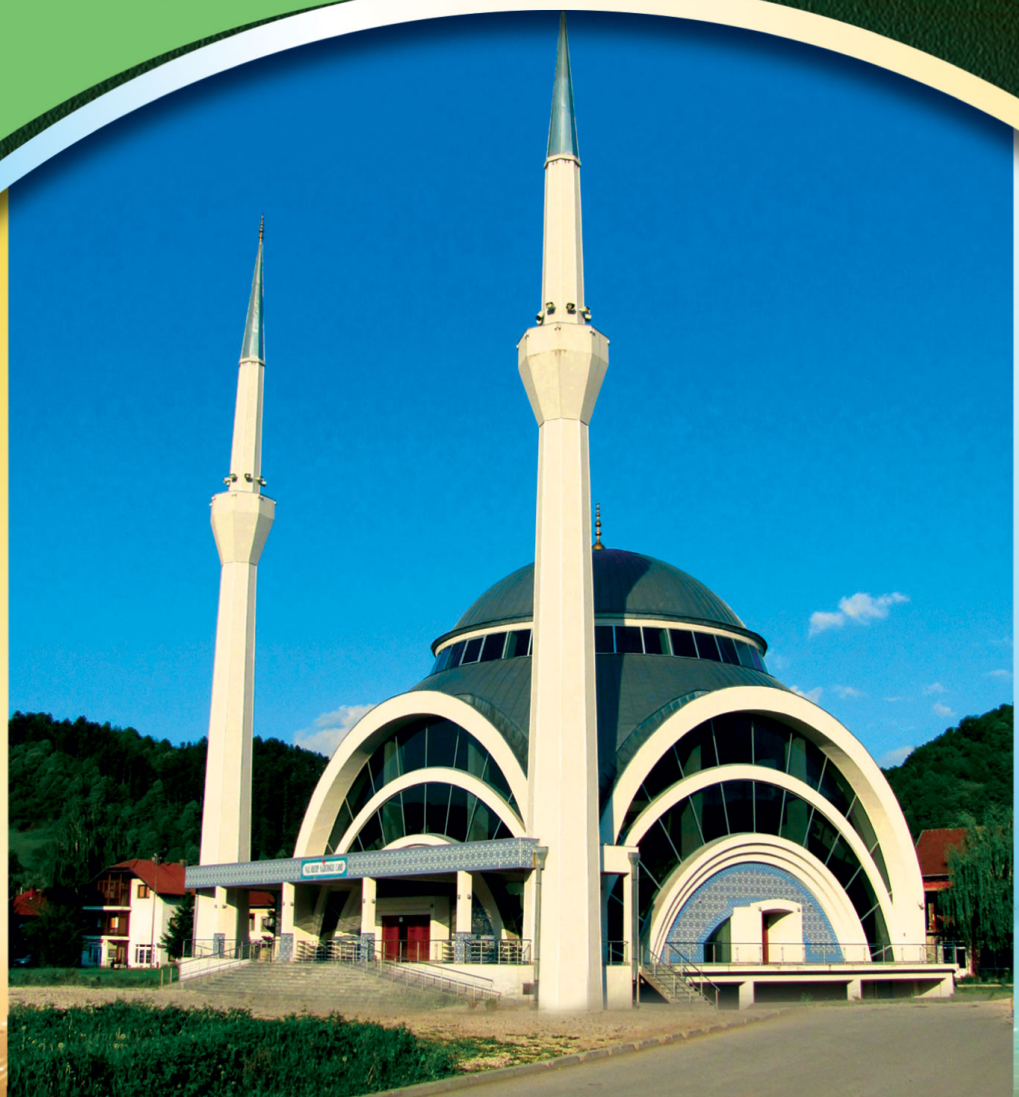

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	১২তম সংখ্যা
যিলহজ্জ-মুহাররম	১৪৩৮-৩৯ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪২৪ বাং
সেপ্টেম্বর	২০১৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে কুরআন :**

♦ মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয় ০৪
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় *(শেষ কিস্তি)* ১৬
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ শোকর *(শেষ কিস্তি) -অনুবাদ : আব্দুল মালেক* ২৩

♦ আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৮

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩০

♦ দাজ্জাল ও ইয়াজূজ মাজূজের অনাচার এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সতর্কবাণী
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ **কবিতা :** ৩২

♦ আত-তাহরীক সাহিত্য পুরস্কার'১৬
♦ আমানত
♦ ভাসাইও না সাগরে
♦ মরণকে স্মরণ

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৩

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৪

◈ **মুসলিম জাহান** ৪০

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪০

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪১

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

◈ **বর্ষসূচী** ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

সংবিধান পর্যালোচনা

গত ৩১শে জুলাই'১৭ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের প্রতিক্রিয়ায় পক্ষে-বিপক্ষে দেশব্যাপী হৈ চৈ শুরু হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা দেশের সংবিধানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। ১৯৯৯ সালের ২৬শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠাব্যাপী সংবিধান, যা ২০০৫ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত সংশোধিত, তার পূর্ণ পর্যালোচনা এই ছোট্ট পরিসরে সম্ভব নয়। কেবল অসংগতিগুলোই তুলে ধরব, যা একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমাদের নযরে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর প্রথম সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর এযাবৎ তাতে ১৬টি সংশোধনী এসেছে। কিছু বাতিল হয়েছে, আবার কিছু যুক্ত হয়েছে। যেমন '৭২-য়ে গৃহীত বহুদলীয় সংসদীয় রাজনীতি ১৯৭৫-এর ২৫শে জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানের সময় চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল হয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও একদলীয় 'বাকশাল' রাজনীতির প্রবর্তন হয়। এরপর জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে '৭২-এর ৪টি মূলনীতি বাতিল করে 'আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস' ও 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' যুক্ত হয় এবং বহুদলীয় রাজনীতি চালু হয়। সেই সাথে বিচারক অপসারণ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' গঠন করা হয়। জেনারেল এরশাদের সময় ১৯৮৮ সালের ৯ই জুন অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে (পৃঃ ৩ : ধারা ২ক) ইসলামকে প্রজাতন্ত্রের 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করা হয়। ১৯৯১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়ার আমলে দ্বাদশ সংশোধনীতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। ১৯৯৬ সালের ২৮শে মার্চ খালেদা জিয়ার আমলে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৯০ দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যেটি ২০১১ সালের ৩রা জুলাই আওয়ামী লীগের পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাতিল করা হয়। কিন্তু ফখরুদ্দীন সরকারের ৯০ দিনের অধিক (জানু'২০০৭ হ'তে জানু'২০০৯ পর্যন্ত) দু'বছর থাকার বিষয়টিকে প্রমার্জনা দেওয়া হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সহ '৭২-এর ৪টি মূলনীতি পুনর্বহাল করা হয়। তবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' এবং ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। একই সরকারের আনীত ২০১৪ সালের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে '৭২-এর ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপন করা হয় এবং বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছ থেকে জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। যা ৩১শে জুলাই'১৭ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করে।

বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু বর্তমান সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' শিরোনামে বলা হয়েছে, (পৃঃ ১) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে'। এটি ১৯৭৯-তে গৃহীত পঞ্চম সংশোধনীর ফসল। অতঃপর বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে'। প্রস্তাবনার বক্তব্যসমূহ পরস্পর বিরোধী। যেমন আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস-এর সাথে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দু'টি নাস্তিক্যবাদী দর্শনকে মূলনীতি গণ্য করা হয়েছে। অধিকন্তু গণতন্ত্রে ব্যক্তি পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নির্ধারিত এবং দু'টি পদ্ধতিতেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় শোষণ অবধারিত। যার বাস্তবতা অত্যন্ত পরিষ্কার।

পৃঃ ২ : বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হইবে'। 'গণপ্রজাতন্ত্রী' অর্থ কি? এখানে রাজা কে? বা প্রজা কে? যদি বলা হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র, তাহ'লে তো 'দলতন্ত্রী বাংলাদেশ' বলা উচিৎ। কেননা এমপি-রা তো সবাই দলীয় প্রতিনিধি। এরপরেও দীর্ঘ দিনের সামরিক শাসন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকে কোন তন্ত্র বলা হবে? পৃঃ ৩ ধারা ৪ (১) : জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা'...। অথচ এই গান বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী। কেননা এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন ১৯০৫ সালে বৃটিশ কৃত বঙ্গভঙ্গ রদ করে উভয় বাংলাকে এক করার জন্য।

পৃঃ ৪ : ৭ (১) ও (২) ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে'। 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে'। অথচ ১৪২ (১-ক ও আ) ধারায় বলা হয়েছে, সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান... সংশোধিত হইতে পারিবে'। যদি (আ) সেটি মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হয়'। এতে পরিষ্কার যে, এই সংবিধান সদা পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয়তঃ এই সংবিধানের কোন ধারা ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হ'লে ইসলামী বিধান বাতিল হবে। এটি এদেশের জনগণের আক্বীদা ও অভিপ্রায়ের ঘোর বিরোধী। তৃতীয়তঃ এটি পৃঃ ৫ ধারা ৮ (১ক)-এর বিরোধী। যেখানে বলা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি'। তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না' *(৮ (২)*। প্রশ্ন হ'ল, যে নীতি বলবৎযোগ্য নয়, তা সংবিধানে যুক্ত করার প্রয়োজন কি?

পৃঃ ৬ ধারা ১২ : 'ধর্মনিরপেক্ষতা' (বিলুপ্ত)। অথচ এটি ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় বহাল করা হয়েছে। আর মুখে বলুন বা না বলুন এটিই সব সরকারের বাস্তব নীতি। কারণ এদেশে ইসলামের হালাল-হারাম ও দণ্ডবিধি এবং অন্যান্য বিধি সমূহ শুরু থেকেই চালু নেই। পৃঃ ৯ ধারা ১৭ (ক) : একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা'। এটি শ্রুতিমধুর কিন্তু অবাস্তব। কেননা মুসলিম ও অমুসলিমদের একই শিক্ষা ব্যবস্থা কখনোই সম্ভব নয়, বস্তুগত কিছু বিষয় ছাড়া। সেকারণ বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী মিলে ১১-এর অধিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু আছে।

পৃঃ ১১ ধারা ২২ : রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে'। অতঃপর পৃঃ ১০১ ধারা ১১৬-তে বলা হয়েছে, বিচার বিভাগীয় ব্যক্তিদের ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা বিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে'। এরপরেই ১১৬ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ব্যাপারে স্বাধীন থাকিবেন'। এর বিপরীতে পৃঃ ১৬৬-এর ১৫০ (৬) ধারায় বলা হয়েছে, অধস্তন আদালত সম্পর্কিত এই সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের বিধানাবলী (পৃঃ ১০১) যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়িত করা হইবে এবং তাহা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদি এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত হইত, আইনের দ্বারা প্রণীত যেকোন বিধান সাপেক্ষে তাহা সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে'। একেই বলে 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গিরো'। কেননা নিম্ন আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সরকারের হাতেই রয়ে গেছে। ফলে এযাবৎ অধঃস্তন আদালতগুলি কখনোই স্বাধীন হয়নি এবং সেগুলি মূলতঃ সরকারী নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকার ও সরকারী দল সর্বদা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে ভয় পায় এবং তারাই সর্বদা এটি বাস্তবায়নে বাধা দিয়ে থাকে। যা

অদ্যাবধি রয়েছে। অথচ উচ্চ আদালতের বিচারকদের চাইতে তাঁরা সংখ্যায় ১৫ গুণ বেশী, তাঁদের থেকে মামলা নিষ্পত্তি করেন অন্তত সাত গুণ বেশী। বস্তুতঃ নিম্ন আদালতই মূল বিচারিক আদালত হিসেবে স্বীকৃত। ৩১শে জুলাই'১৭ তারিখে সরকারের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে সরকারী দল এই রায়ের বিরুদ্ধে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ।

পৃঃ ২৯, ৪৪, ৩০ : রাষ্ট্রপতি ৩৫ বছরের কমে এবং ৭২ বছরের অধিক বয়স্ক হইবেন না এবং দুই মেয়াদের বেশী থাকিবেন না'। পৃঃ ২৯ ধারা ৪৮ (৩) : প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রপতি অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন'। সংসদ অধিবেশনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কাজ করিবেন' *(পৃঃ ৫৮ ধারা ৭২ (১)*। এর ফলে রাষ্ট্রপতি পদটি একটি ক্ষমতাহীন ও দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা নিশ্চিত হয়। পৃঃ ৩০ ধারা ৪৯ : আদালত প্রদত্ত যেকোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে'। এটি ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। কেননা এটি কেবল বিবাদীর দায়িত্ব। সেই সাথে ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। পৃঃ ৮৬ ধারা ৯৬ (২) : বিচারপতির বয়স সীমা ৬৫ বছর।

পৃঃ ৩৭ : ধারা ৫৬ (১) (২) : প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকিবেন'। এরপরেও তিনি সংসদের এক দশমাংশ টেকনোক্রাট মন্ত্রী নিতে পারবেন। এছাড়াও থাকবেন উপদেষ্টাগণ। এগুলি স্রেফ দল পোষণ ও মাথাভারি প্রশাসন মাত্র। যা জনগণের অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। অথচ পৃঃ ৪১ ধারা ৫৮ (গ)-তে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে মোট ১১ জন উপদেষ্টা নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে' বলা হয়েছে। যারা ৯০ দিনের অতিরিক্ত জানুয়ারী ২০০৭ থেকে জানুয়ারী ২০০৯ পর্যন্ত দু'বছর দেশ চালিয়েছেন সাড়ে তিনশ' এমপির চাইতে অনেক সুন্দরভাবে।

পৃঃ ৫০ ধারা ৬৫ (১) : প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে'। ৬৫ (৩) সদস্যগণ 'সংসদ সদস্য' বলিয়া অভিহিত হইবেন'। অথচ সংবিধান লংঘন করে সংসদ সদস্যদেরকে 'সাংসদ' বলা হচ্ছে। পৃঃ ৫১ ধারা ৬৬ : ২৫ বছর বয়সের যেকোন নাগরিক সংসদ সদস্য হইতে পারিবেন'। এখানে বয়সকেই যোগ্যতার মাপকাঠি ধরা হয়েছে। তার আইন প্রণয়নের যোগ্যতা ও অন্যান্য সদগুণাবলী দেখা হয়নি। যেটা অন্যায়। এছাড়া প্রেসিডেন্ট ও বিচারকদের জন্য বয়স ও দায়িত্বের মেয়াদ নির্ধারিত থাকলেও এমপি, মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে নেই। এটা দ্বিমুখী বিধান।

পৃঃ ৫৫ ধারা ৭০ (১) : সংসদে দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তার আসন শূন্য হইবে'। এর ফলে দলীয় স্বৈরাচার অবশ্যম্ভাবী। যেটা সবেমাত্র (৩১.৭.২০১৭) সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করল। পৃঃ ৫৭ ধারা ৭১ (১) : কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য হইবেন না'। এর বিপরীতে ৭১ (২) উপধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না'। ফলে দেখা গেছে যে, একই ব্যক্তি ৫টি এলাকা থেকে সংসদ সদস্য হয়েছেন। দু'টি ধারা পরস্পরের বিপরীত। পৃঃ ৫৯ ধারা ৭২ (৩) : সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর'। এর ফলে এমপিরা মেয়াদের মধ্যে দুর্নীতিতে প্রলুব্ধ হন। পৃঃ ৬৭ ধারা ৭৮ (১) : সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। ৭৮ (৩) সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না'। এর ফলে সংসদ সদস্যরা লাগামহীন হবেন। এমনকি তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বললেও তাদের কিছু বলা যাবে না।

পৃঃ ৮৭ ধারা ৯৬ (৩) : একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকিবে। যাহা... বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে'। এটি ১৯৭৯-তে গৃহীত পঞ্চম সংশোধনীর ফসল। ২০০০ সালের ৭ই মে শেষ বৈঠকের পর হ'তে এটি ঘুমন্ত। ২০১৪ সালে আনা ষোড়শ সংশোধনীতে এ ধারাটি বাতিল করা হয় এবং বিচারক অপসারণের ক্ষমতা ১৯৭৫-এর ৪র্থ সংশোধনী অনুযায়ী জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। যেটি ৩১.৭.২০১৭ তারিখে সর্বোচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করেন। পৃঃ ১৩২ ধারা ১৪৯ : সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে। তবে সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে'। তাহ'লে কি এদেশে প্রচলিত ইসলামী আইন সমূহ সংশোধিত বা রহিত হ'তে পারবে? ধারাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। পৃঃ ১৩২ ধারা ১৫০ ও ১৫১ : পরস্পর বিরোধী। এভাবে বলা চলে যে, যখন যিনি ক্ষমতায় এসেছেন, তখন তিনি তার মত করে সংশোধনী যোগ করেছেন। প্রকাশিত সংবিধানটি সেই সব সংশোধনীগুলির পরস্পর বিরোধী সংকলন মাত্র। যাকে সম্মান করা যায়। কিন্তু বাস্তবায়িত করা যায় না।

পৃঃ ১৪৬ তৃতীয় তফসিল ১৪৮ অনুচ্ছেদ : শপথ ও ঘোষণা (রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীগণ)। আমি .... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী .... পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব। আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব'। প্রশ্ন হ'ল, কার নামে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করা হচ্ছে, তা কিছু বলা নেই। অথচ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী করল ও শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১৫৩৫)*। তাছাড়া অনুরাগ ও বিরাগের বশবর্তী না হয়ে নিরপেক্ষ প্রশাসন বিগত দলীয় সরকারগুলির সময় কেউ দেখতে পেয়েছে কি?

এর বিপরীতে ইসলামী খেলাফতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। তাঁর প্রতিটি বিধানই চূড়ান্তভাবে সত্য ও কল্যাণময় এবং তা অপরিবর্তনীয়। জনগণের দায়িত্ব কেবল সেটিকে মেনে নেওয়া ও বাস্তবায়িত করা। এতে যারা বিশ্বাসী তারা মুসলমান। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার মূল চেতনা ছিল ইসলাম এবং এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান। অথচ এ যাবত যারাই বাংলাদেশে সরকারী ক্ষমতায় গিয়েছেন, তারাই জনগণের আকাংখা ও অভিপ্রায়ের সাথে অবিচার করেছেন। ফলে বিগত ৭০ বছরের প্রত্যেক নেতাকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের সম্মুখীন হ'তে হবে। আইনের উৎস হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। যা আল্লাহ প্রেরিত এবং সকল মিথ্যা ও অকল্যাণ হ'তে মুক্ত। সকল মতভেদ এ দু'য়ের মাধ্যমে দূর করতে হবে। বাকী সবই অগ্রাহ্য ও চাকচিক্য সর্বস্ব। জাতীয় তাক্বলীদ তথা মাযহাবী অন্ধত্ব এবং বিজাতীয় তাক্বলীদ তথা প্রগতির নামে বিজাতীয় সকল মতবাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ছেড়ে সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে হবে। দেশের নেতা নির্বাচিত হবেন দল ও প্রার্থীবিহীন নীতিতে জ্ঞানী-গুণীদের পারস্পরিক সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরামর্শের মাধ্যমে, কোনরূপ হুজুগের মাধ্যমে নয়। অতঃপর যতদিন তিনি আল্লাহ্র বিধান মতে দেশ চালাবেন, ততদিন তিনি ঐ পদে থাকবেন। এর ফলে মেয়াদ ভিত্তিক ক্ষমতার লড়াই থাকবে না। দেশে শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। অর্থনীতির মূল হবে আল্লাহকৃত হালাল-হারাম মেনে চলা। যা খুবই স্পষ্ট। আর যেটা অস্পষ্ট, সেটা থেকে দূরে থাকতে হবে। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ দু'টিই মানবতার দুশমন। এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অবস্থান থাকবে আপোষহীন। অথচ পুঁজিবাদীরাই যুগ যুগ ধরে শাসন ও শোষণ করছে। ভোট প্রথার ফাঁদে ফেলে তারাই সর্বদা নেতৃত্বে বসছে। এ মন্দ রীতির আশু অবসান কাম্য। অতএব দেশের সংবিধান হৌক 'ইসলাম'। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

Contents

মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয়

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫. বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করা :

আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ– ‘যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়’ *(রা‘দ ১৩/২৮)*। আল্লাহকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ’ল ছালাত। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘আর তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য’ *(ত্বোয়া-হা ২০/১৪)*। ছালাতের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করাই হ’ল প্রধান বস্তু। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘তুমি ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্র স্মরণই হ’ল সবচেয়ে বড় বস্তু’ *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্যুৎ হ’লেই মানুষ অশ্লীল ও গর্হিত কর্মে জড়িয়ে পড়ে। অতএব সফলকাম মুমিন তারাই, যারা ছালাতে একাগ্র থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ’। ‘যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তদ্গত থাকে’ *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। বস্তুতঃ মনোযোগহীন ছালাত প্রাণহীন দেহের ন্যায়।

হযরত আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি করে না, উভয়ের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়’।[১] যে ব্যক্তি আনন্দে ও বেদনায়, বিপদে ও সম্পদে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দো‘আ পাঠ করে, সেটি তার হৃদয়ে ঈমান বৃদ্ধি করে এবং জীবন সঞ্চারী ঔষধ হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যখন সে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সেকারণ মুমিনের উপরে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছে এবং সপ্তাহে একদিন জুম‘আর ছালাতে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিয়মিত উপদেশ শ্রবণের জন্য এবং আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য। এজন্য জুম‘আর ছালাতকে কুরআনে ‘যিকরুল্লাহ’ বা ‘আল্লাহ্র স্মরণ’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! যখন জুম‘আর দিন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয় (আযান দেওয়া হয়), তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জান’ *(জুম‘আ ৬২/৯)*। এখানে ‘আল্লাহ্র স্মরণ’ অর্থ ‘জুম‘আর খুৎবা ও ছালাত’।

১. *বুখারী হা/৬৪০৭; মুসলিম হা/৭৭৯; মিশকাত হা/২২৬৩।*

এর বিপরীতে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে মুনাফিকদের উদাসীনতার বিষয়ে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করে। আর তিনিও তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে’ *(নিসা ৪/১৪২)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা নাস ৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘মানুষ জন্মগ্রহণ করে এমন অবস্থায় যে, শয়তান তার হৃদয়ের উপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে হুঁশিয়ার হয় ও আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান সরে যায়। আর যখন সে উদাসীন হয়, তখন শয়তান আবার তার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে’।[২]

আব্দুল্লাহ বিন বুস্র (রাঃ) বলেন, ‘জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলামের বিধি-বিধান অনেক। আপনি আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলে দিন। যা আমি সবসময় ধরে রাখতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ– ‘তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্র যিকরে সিক্ত থাকে’।[৩] সেকারণ দিনে-রাতে, দুঃখে-আনন্দে সর্বাবস্থায় পাঠের জন্য বিভিন্ন দো‘আ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো সর্বদা মনে রাখা উচিৎ।[৪] সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য হ’ল চারটি : সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার’।[৫]

আবু মালেক আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ নেক আমলের পাল্লা ভরে দেয়। সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছুকে নেকী দ্বারা পূর্ণ করে দেয়’।[৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছুকে নেকী দ্বারা পূর্ণ করে দেয়’ *(দারেমী হা/৬৫৩, সনদ ছহীহ)*।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ‘শ্রেষ্ঠ যিকর হ’ল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং শ্রেষ্ঠ দো‘আ হ’ল আলহামদুলিল্লাহ’।[৭] বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে

২. *যিয়াউদ্দীন আল-মাক্বদেসী, আল-আহাদীছুল মুখতারাহ (বৈরূত : ৩য় সংস্করণ ১৪২০ হি./২০০০ খৃ.) ১০/৩৬৭, হা/৩৯৩; মিশকাত হা/২২৮১; মওকূফ ছহীহ, আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/২২২১-এর ব্যাখ্যা ২/৪২৬।*

৩. *তিরমিযী হা/৩৩৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৩; মিশকাত হা/২২৭৯।*

৪. *এ বিষয়ে হা.ফা.বা. প্রকাশিত ‘ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ’ এবং ‘দৈনন্দিন পঠিতব্য দো‘আ সমূহ’ দেওয়ালপত্রগুলি পাঠ করুন। এতদ্ব্যতীত ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)’-এর ‘যরূরী দো‘আ সমূহ’ অধ্যায় এবং ‘ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ পাঠ করুন।*

৫. *মুসলিম হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২২৯৪।*

৬. *মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়।*

৭. *তিরমিযী হা/৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬।*

যেমন মৃত যমীন পুনর্জীবিত হয়, দো'আর মাধ্যমে তেমনি শুষ্ক অন্তর সজীব হয়ে ওঠে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

الذِّكْرُ لِلْقَلْبِ مِثْلَ الْمَاءِ لِلسَّمَكِ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ؟

'মাছের জন্য পানি যেমন, হৃদয়ের জন্য যিকর তেমন। মাছ যখন পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার অবস্থা কেমন হয়?'[৮] একই অবস্থা হয়ে থাকে মুমিনের। দুনিয়াবী দুঃখ-কষ্টের খরতাপে যখনই তার হৃদয় শক্ত হয়ে যায় অথবা আনন্দে-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়, তখনই সে দো'আর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করে। আর তাতেই তার হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে এবং প্রশান্ত হৃদয়ে সে সবকিছুকে আল্লাহ্র ইচ্ছা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। আবার যখন সে কোন নেকীর কাজে ধাবিত হয় এবং আল্লাহ্র উপরে একান্তভাবে ভরসা করে, তখন সে অদম্য ও সৎসাহসী হয়। কোন ভয় ও বাধা তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটে অবস্থান করি, যেরূপ সে আমাকে ধারণা করে (অর্থাৎ আমার নিকট থেকে সে যেরূপ ব্যবহার আশা করে, আমি তার সাথে সেরূপই ব্যবহার করি)। যদি সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমি তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে, তাহ'লে আমি তাকে সেই মজলিসে স্মরণ করি, যা তাদের চাইতে উত্তম। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। যদি সে পাত্র ভর্তি পাপ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, অথচ শিরক না করে, তাহ'লে আমি তার নিকট অনুরূপ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব'।[৯]

এভাবে তওবাকারী ও সর্বদা আল্লাহকে স্মরণকারীদের পুরস্কার ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, 'আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী; এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

অতএব জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সর্বদা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ দ্বারা আল্লাহ্র স্মরণ তথা যিকর করা কর্তব্য। এজন্য লোকদের আবিষ্কৃত হালক্বায়ে যিকরের মজলিসে বসার কোন প্রয়োজন নেই।

৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে নিজের উপরে স্থান দেওয়া :

আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا– 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যখন তিনি ওমর-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। এসময় ওমর তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই আপনি আমার নিকট সকল বস্তুর চাইতে সর্বাধিক প্রিয়, আমার নিজের জীবন ব্যতীত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট প্রিয়তর হব তোমার জীবনের চাইতে। তখন ওমর তাঁকে বললেন, এখন আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চাইতে প্রিয়তর। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এখন হে ওমর!'[১০]

এখানে নিজের জীবনের কথা বলা হয়েছে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে। কিন্তু পরকালীন সফলতার দৃষ্টিতে দ্বীন ও আদর্শের স্থান দুনিয়ার সবকিছুর উপরে। সেটা বুঝতে পেরেই ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভালবাসাকে নিজের জীবনের চাইতে উচ্চে স্থান দেন। আর তখনই রাসূল (ছাঃ) তার ঈমানের পূর্ণতার স্বীকৃতি দেন। নিঃসন্দেহে এই ভালবাসার বাস্তব প্রমাণ হ'ল তাঁর নিখাদ আনুগত্য ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

এতে পরিষ্কার যে, কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের বাইরে মানুষের মনগড়া সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। সেটা করলে অবশ্যই সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। সে অবস্থায় মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্যের আসনে বসাবে। যাকে ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ

---

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব (কায়রো : দারুলহাদীছ, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ৪২।

৯. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪।

১০. বুখারী হা/৬৬৩২; আহমাদ হা/১৮০৭৬।

وَكِيلاً؟ ‘তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?’ *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*।

হযরত আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যার মধ্যে তিনটি বস্তু রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। যার নিকটে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবকিছুর চাইতে প্রিয়তর। যে ব্যক্তি কাউকে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপসন্দ করে- যা থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়েছেন, যেমনভাবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপসন্দ করে’।[১১]

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য (কাউকে) ভালবাসে ও আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা করে এবং আল্লাহ্র জন্য কাউকে দান করে ও আল্লাহ্র জন্যই দান করা হ’তে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি তার ঈমানকে পূর্ণ করল’।[১২] এভাবে সর্বদা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সাধনের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কেননা রাসূলগণকে পাঠানোই হয়েছে তাঁদের আনুগত্য করার জন্য।

যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ‘আমরা রাসূল পাঠিয়েছি কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য করা হবে’ *(নিসা ৪/৬৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ– ‘যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্য হ’ল, সে আল্লাহ্র অবাধ্য হ’ল। মুহাম্মাদ হ’লেন মানুষের মধ্যে (ঈমান ও কুফরের) পার্থক্যকারী’।[১৩]

৭. যিকরের মজলিস সমূহে বসা ও তার প্রতি আকৃষ্ট থাকা :

আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– ‘আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে, যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর চেহারার কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু’চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ অত্রিক্রম করে গেছে’ *(কাহফ ১৮/২৮)*।

অত্র আয়াতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি দু’টিরই কারণ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র যিকরের মজলিস সমূহে অবস্থান করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ থেকে উদাসীন ব্যক্তিদের মজলিসে অবস্থান করলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঠিক যেমন মসজিদে ও গানের মজলিসে অবস্থান করা।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ– ‘যখন একদল বান্দা আল্লাহ্র গৃহ সমূহের কোন একটি গৃহে সমবেত হয় এবং আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে ও নিজেদের মধ্যে তা পর্যালোচনা করে, তখন (আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে) তাদের উপরে বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয়। আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাদের কথা আলোচনা করেন তাদের মধ্যে, যারা তাঁর নিকটে থাকে (অর্থাৎ নৈকট্যশীল ফেরেশতামণ্ডলীর কাছে)। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার উচ্চবংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না’।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম অহি লেখক হানযালা বিন রবী‘ আল-উসাইয়েদী (রাঃ) বলেন, ‘আবুবকর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর বললেন, হে হানযালা! তুমি কেমন আছ? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, *সুবহানাল্লাহ!* সেটা কি? আমি বললাম, আমরা যখন আল্লাহ্র রাসূলের নিকট থাকি এবং তিনি আমাদের সামনে জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা করেন, তখন আমরা যেন সেগুলি চোখের সামনে দেখি। কিন্তু যখন আমরা তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে যাই এবং স্ত্রী-সন্তানাদি ও পেশাগত কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ি, তখন আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমারও এমন অবস্থা হয়। তখন আবুবকর ও আমি রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ’লাম। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটা কিভাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি এবং আপনি আমাদের নিকট জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা করেন, তখন আমরা যেন সেগুলি চোখের সামনে দেখি। কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে যাই এবং স্ত্রী-সন্তানাদি ও পেশাগত কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ি, তখন আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, যদি তোমরা সর্বদা

১১. বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৪৩; মিশকাত হা/৮।
১২. আবুদাঊদ হা/৪৬৮১; মিশকাত হা/৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩০২৯।
১৩. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪, হযরত জাবের (রাঃ) হ’তে।
১৪. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

Contents

ঐরূপ থাকতে, যেরূপ আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা যিকরের মধ্যে থাকতে, তাহ'লে নিশ্চয় ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় করমর্দন করত। কিন্তু হে হানযালা! একটি অবস্থা অন্য অবস্থার কাফফারা মাত্র। কথাটি তিনি তিনবার বলেন'।[১৫] অর্থাৎ কখনো স্মরণ করায় ও কখনো ভুলে যাওয়ায় তুমি মুনাফিক হবে না। বরং এই আল্লাহভীরুতাই তোমার মুমিন হওয়ার বড় নিদর্শন। এতে বুঝা গেল যে, সর্বদা ঈমান বৃদ্ধির মজলিসে থাকার চেষ্টা করতে হবে। নইলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, অতি পরহেযগারিতার খটকা লাগিয়ে শয়তান বহু দ্বীনদার মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। ফলে তারা সংসার-ধর্ম ছেড়ে দ্বীনের নামে অগ্রহণযোগ্য কর্ম সমূহে লিপ্ত হয়। এমনকি তারা সমস্ত আমল ছেড়ে দিয়ে কেবল যিকরে লিপ্ত থাকে *(মিরক্বাত)*।

অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, সৎকর্ম সমূহের মধ্যেই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। আর সেটাই হ'ল ঈমান বৃদ্ধির নিদর্শন। কর্মহীন ধর্মের কোন মূল্য নেই। আবার ধর্মহীন কর্মেরও কোন মূল্য নেই। কর্মের মধ্যে যত বেশী আল্লাহকে স্মরণ করা হবে, তত বেশী ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও কর্ম সুন্দর হবে। আর সে আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবে।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) একদিন তার সাথী আসওয়াদ বিন হেলালকে বললেন, اِجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً 'তুমি আমাদের সাথে বস। কিছুক্ষণ আমরা ঈমানের আলোচনা করি'। অতঃপর তাঁরা উভয়ে বসলেন এবং আল্লাহকে স্মরণ করলেন ও প্রশংসা করলেন' *(ফাৎহুল বারী 'ঈমান' অধ্যায় ১/৪৮)*।

আত্বা বিন ইয়াসার (মদীনা : ২৯-১০৩ হি.) বলেন, ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) একদিন তাঁর এক সাথীকে বললেন, تَعَالَ حَتَّى نُؤْمِنَ سَاعَةً 'এসো আমরা কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি'। সাথীটি বলল, أَوَلَسْنَا بِمُؤْمِنِيْنِ؟ 'আমরা দু'জন কি মুমিন নই?' তিনি বললেন, بَلَى، وَلَكِنَّا نَذْكُرُ اللهَ فَنَزْدَادُ إِيْمَانًا 'হ্যাঁ, তবে আমরা কিছুক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করব, তাতে আমরা ঈমান বৃদ্ধি করে নিব' *(বায়হাক্বী, শো'আব হা/৫০)*।

১৫. *মুসলিম হা/২৭৫০; মিশকাত হা/২২৬৮; তিরমিযী হা/২৫১৪-এর বর্ণনায় এসেছে, مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَبْكِي 'আবুবকর তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি ক্রন্দনরত ছিলেন'। সেটি দেখে আবুবকর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ 'হানাযালা তোমার কি হয়েছে?' ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ 'হানযালা তুমি কেমন আছ?' অর্থ كَيْفَ اسْتِقَامَتُكَ عَلَى مَا تَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে তুমি যা শুনে থাক, তার উপরে তোমার দৃঢ়তা কেমন আছে?' এখানে 'হানযালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে' বাক্য দ্বারা তার 'কিছু কিছু ভুলে যাওয়ার অবস্থা'কে বুঝানো হয়েছে। তার ঈমানের অবস্থা নয়' (أَرَادَ نِفَاقَ الْحَالِ لَا نِفَاقَ الْإِيْمَانِ) মিরক্বাত)।*

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ছাহাবীগণ কখনো কখনো একত্রে জমা হ'তেন। তাঁরা তাঁদের একজনকে আদেশ করতেন কুরআন পাঠের জন্য এবং বাকীরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলতেন, হে আবু মূসা! তুমি আমাদের প্রতিপালককে স্মরণ করিয়ে দাও। তখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকেরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ছাহাবীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যিনি বলতেন, আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের পর আহলে ছুফফাহ্র ছাহাবীদের সঙ্গে গিয়ে বসতেন। তাদের মধ্যে একজন কুরআন পাঠ করতেন এবং তিনি বসে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এইভাবে কুরআন শ্রবণ করা ও আল্লাহকে শরী'আত সম্মতভাবে স্মরণ করার মাধ্যমে হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং আতংকে শরীরে যে কাঁটা দিয়ে ওঠে, এটাই হ'ল ঈমানের শ্রেষ্ঠ অবস্থা (حال), যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণনা করেছে' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৫২১-২২)*। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ছূফীদের আবিষ্কৃত তথাকথিত 'হাল' (حال) সমূহের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। বরং মুমিন বান্দা যখনই কুরআন-হাদীছের বাণী শুনবে, তখনই তার হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহভীতির সঞ্চার হবে এবং তা ঈমান বৃদ্ধি করবে।

৮. আখেরাত পিয়াসী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা :

সর্বদা সৎকর্মশীল উত্তম ব্যক্তিদের সাথে উঠা-বসা করা ঈমান বৃদ্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। যারা সর্বদা আখেরাতে মুক্তির সন্ধানে থাকেন ও সে মতে সমাজ সংস্কারে রত থাকেন, তারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি তাদেরকে গায়েবী মদদ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবাহ ৯/১১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর

Contents

শয়তান তার সাথে থাকে যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।[১৬] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতকে অপরিহার্য করে নেয়'।[১৭] হযরত উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে এরশাদ করেন, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহ'লে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর'।[১৮] এর মধ্যে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ও আমীরের আনুগত্যের অপরিহার্যতা বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে আখেরাত পিয়াসী নেককার লোকদের সংগঠনে থাকার মধ্যে সর্বদা তার ঈমান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ– 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিৎ, সে কাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছে'।[১৯] তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'সৎ লোকের সাহচর্য ও অসৎ লোকের সাহচর্যের দৃষ্টান্ত, কস্তুরী বিক্রেতা ও কামারের হাপরে ফুঁক দানকারীর ন্যায়। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কিনবে অথবা তার সুঘ্রাণ তুমি পাবে। পক্ষান্তরে কামারের হাপরের আগুনের ফুলকি তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার দুর্গন্ধ তুমি পাবে'।[২০] এমনকি সামনা-সামনি সাক্ষাৎ না হ'লেও দূরে থেকে পরস্পরে একই আদর্শের অনুসারী হ'লে তারা ক্বিয়ামতের দিন এক সাথে থাকবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি একটি কওমকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তার সঙ্গে থাকবে, যাকে সে ভালবাসত'।[২১]

মু'আল্লাক্বা খ্যাত জাহেলী কবি ত্বরাফাহ ইবনুল 'আব্দ আল-বিকরী (৫৪৩-৫৬৯ খৃ.) বলেন,

عنِ المرْءِ لا تَسألْ وسَلْ عن قَرينه
فكُلُّ قَرينٍ بالمُقَارِنِ يَقْتَدي

'মানুষকে জিজ্ঞেস করো না। জিজ্ঞেস কর তার সাথীকে। কেননা প্রত্যেক সাথী তার সাথীর অনুসরণ করে থাকে' *(দীওয়ানু ত্বরাফাহ)*। আরবী প্রবাদ রয়েছে, الصُّحْبَةُ مُتَأَثِّرَةٌ 'সাহচর্য গভীর প্রভাব বিস্তারকারী'। ফারসী কবি জালালুদ্দীন রূমী (৬০৪-৬৭২ হি./১২০৭-১২৭৩ খৃ.) বলেন,

صحبت صالح ترا صالح كند+ صحبت طالح ترا طالح كند
همجنس با همجنس كند پرواز + كبوتر با كبوتر، باز با باز

'সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ বানাবে এবং অসৎসঙ্গ তোমাকে অসৎ বানাবে'। 'একই জাতের পাখি একই জাতের সাথে উড়ে থাকে। কবুতর কবুতরের সাথে, বায বাযের সাথে'। বাংলায় প্রবাদ রয়েছে, 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

৯. পাপ হ'তে দূরে থাকা ও তওবা-ইস্তেগফার করা :

আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ– 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ২৪/৩০)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আদম সন্তানের জন্য যেনার অংশ নির্ধারিত রয়েছে, যাতে সে অপরিহার্যভাবে পতিত হয়। যেমন তার চোখের যেনা হ'ল দেখা, কানের যেনা হ'ল মনোযোগ দিয়ে শোনা, যবানের যেনা হ'ল কথা বলা, হাতের যেনা হ'ল ধরা, পায়ের যেনা হ'ল সেদিকে ধাবিত হওয়া, অন্তরের যেনা হ'ল সেটা কামনা করা ও তার আকাংখা করা। অতঃপর গুপ্তাঙ্গ সেটাকে সত্য অথবা মিথ্যায় পরিণত করে'।[২২] হাদীছটির শুরুতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি ছোট গোনাহের তুলনার জন্য আবু হুরায়রা বর্ণিত মরফূ' হাদীছটির চাইতে অন্য কিছুকে পাইনি। এরপর থেকে উপরের মরফূ' হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। অত্র হাদীছে আসক্তির সাথে পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত ও অন্য বিষয়গুলিকে 'যেনার অংশ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, এগুলি যেনা সংঘটনে প্ররোচিত করে।

আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 'যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোট-খাট পাপ ব্যতীত, (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার

১৬. *নাসাঈ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩।*
১৭. *তিরমিযী হা/২১৬৫, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে ।*
১৮. *মুসলিম হা/১৮৩৮, মিশকাত হা/৩৬৬২ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।*
১৯. *আহমাদ হা/৮৩৯৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।*
২০. *বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০, হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে।*
২১. *বুখারী হা/৬১৬৯; মুসলিম হা/২৬৪০; মিশকাত হা/৫০০৮, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে।*
২২. *মুসলিম হা/২৬৫৭; বুখারী হা/৬২৪৩; মিশকাত হা/৮৬ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

অধিকারী...' *(নজম ৫৩/৩২)*। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ 'আমার ক্বলবের উপর আবরণ পড়ে। আর সেজন্য আমি দৈনিক ১০০ বার আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। অর্থাৎ তওবা-ইস্তেগফার করি'।[২৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে '৭০-এর অধিক বার'।[২৪] এর অর্থ বহু বার হ'তে পারে। অথবা ৭০ থেকে ১০০ বার হ'তে পারে *(ফাৎহুল বারী)*। কেননা আরবী বাকরীতিতে অধিক সংখ্যক বুঝানোর জন্য ৭০ বা তার উর্ধ্ব সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যাঁর আগে-পিছে সকল গোনাহ মাফ, তিনি যদি দৈনিক এত বেশী তওবা করেন, তাহ'লে আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ, চিন্তা করা আবশ্যক।

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি পাঠ করবে, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ 'আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি), তাকে ক্ষমা করা হবে, যদিও সে জিহাদের ময়দান হ'তে পলাতক আসামী হয়'।[২৫] অতএব 'ক্বলব ছাফ' করার নামে পৃথকভাবে কোন কসরৎ করার দরকার নেই। যেভাবে কিছু লোক করে থাকেন।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মানুষের মনে ফিৎনা সমূহ এমনভাবে পেশ করা হয়, যেমনভাবে খেজুরের পাটি বুনতে একটা একটা করে পাতা পেশ করা হয়। যে হৃদয় ঐ ফিৎনা কবুল করে, তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। আর যে হৃদয় তা প্রত্যাখ্যান করে, তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে। এভাবে হৃদয়গুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক- মসৃণ পাথরের মত স্বচ্ছ হৃদয়, যাতে আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকা অবধি কোন ফিৎনা কোনরূপ ক্ষতি করতে পারে না। দুই- কয়লার ন্যায় কালো হৃদয়, যা উপুড় করা পাত্রের মত। না সে কোন ন্যায়কে স্বীকার করে, না কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। তবে যতটুকু তার প্রবৃত্তি কবুল করে'।[২৬] অর্থাৎ মন যা চায়, তাই করে।

একইভাবে মুমিন যতক্ষণ ফিৎনা ও পাপসমূহ হ'তে দূরে থাকে, ততক্ষণ তার হৃদয় পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখনই সে পাপসমূহকে তুচ্ছ মনে করে এবং ফিৎনা সমূহের সম্মুখীন হয়, তখন তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'দৃষ্টিকে অবনত রাখার মধ্যে তিনটি উপকারিতা রয়েছে। (১) ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করা (২) হৃদয়ের জ্যোতি ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাওয়া (৩) হৃদয়ের শক্তি, দৃঢ়তা ও বীরত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৪২০-২৬)*।

খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন,

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيْتُ الْقُلُوبَ + وقَدْ يُوْرِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا
وتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوْبِ + وخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا
وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّيْنَ إِلاَّ الْمُلُوْكُ + وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا؟

'পাপ সমূহকে আমি দেখি হৃদয়গুলিকে মেরে ফেলে। এটি স্থায়ী হ'লে তা লাঞ্ছনাকে ডেকে আনে'। 'পাপ পরিত্যাগ করা হৃদয় সমূহের জীবন। তোমার জন্য উত্তম হ'ল সেগুলির অবাধ্যতা করা'। 'আর অত্যাচারী শাসকবর্গ, দুষ্টমতি আলেমগণ ও ছূফী পীর-মাশায়েখগণ ব্যতীত কেউ দ্বীনকে ধ্বংস করে কি?' *(দীওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক)*।

মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে শেষ করে দেয়, কুফর, নিফাক ও ফাসেকীর কলুষ-কালিমা তেমনি এদের ঈমান গ্রহণের সহজাত যোগ্যতাকে অকেজো করে দেয়। কুরআন নাযিলের সময়কাল হ'তে এযাবত এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে পাপ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেয় ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে, তখন অন্তরের মরিচা ছাফ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে পাপের পুনরাবৃত্তি করে, তাহ'লে মরিচা বৃদ্ধি পায়। এমনকি মরিচা তার অন্তরের উপরে জয়লাভ করে (অর্থাৎ সে আর তওবা করে ফিরে আসে না)। এটাই হ'ল সেই মরিচা যে বিষয়ে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন'।[২৭]

আল্লাহ বলেন, كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

'হ্যাঁ যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তারাই হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮১)*। এটাই হ'ল অন্তরের মরিচা। অর্থাৎ মরিচা যেমন লোহার উপরে বৃদ্ধি পেয়ে লোহার শক্তি ও ঔজ্জ্বল্যকে বিনষ্ট করে। তেমনিভাবে পাপের কালিমা বৃদ্ধি পেয়ে অন্তরের মধ্যকার ঈমানের জ্যোতিকে ঢেকে ফেলে। যা মুমিনের ভিতর ও বাইরের শক্তি ও সৌন্দর্য বিনষ্ট করে।

---

২৩. *মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪, আল-আগার্র আল-মুযানী (রাঃ) হ'তে।*
২৪. *বুখারী হা/৬৩০৭; মিশকাত হা/২৩২৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।*
২৫. *আবুদাঊদ হা/১৫১৭; তিরমিযী হা/৩৫৭৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।*
২৬. *মুসলিম হা/১৪৪; মিশকাত হা/৫৩৮০।*
২৭. *তিরমিযী হা/৩৩৩৪; নাসাঈ হা/১১৬৫৮; ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় إن المؤمن এসেছে; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।*

এর বিপরীতে বান্দা যখনই আল্লাহকে স্মরণ করে, তখনই তার হৃদয়ের কালিমা দূর হয়ে যায় এবং সে সৎকর্ম সম্পাদন করে। তখন সে জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ– 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মাদি সম্পাদন করেছে, তারা হ'ল জান্নাতের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮২)*।

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মানুষের অন্তরে হর-হামেশা আবরণ পড়ছে। অতএব হৃদয়কে আবরণ মুক্ত ও স্বচ্ছ রাখার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর তার সর্বোত্তম পন্থা হ'ল ফরয ও নফল ইবাদত সমূহ আদায় করা ছাড়াও সর্বদা বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করা এবং সাধ্যমত পাপ দৃশ্য দেখা ও পাপ চিন্তা হ'তে বিরত থাকা। কেননা চোখে দেখার মাধ্যমেই হৃদয়ে কল্পনার সৃষ্ট হয়। চোখ ও কান হ'ল হৃদয়ের বাহ্যিক দরজা। এই দু'টি দরজা পাপ হ'তে বন্ধ করতে পারলে হৃদয় অনেক গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে ও ঈমান বৃদ্ধি পাবে। আর এদু'টি দরজাকে সৎকর্মে অভ্যস্ত করতে পারলে হৃদয় সর্বদা সৎচিন্তা ও সৎকর্মের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত থাকবে। সেখান থেকে পাপচিন্তার বুদ্বুদ সাথে সাথে উবে যাবে।

১০. বেশী বেশী নফল ইবাদত ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করা :

ফরয ইবাদতের বাইরে সবকিছুকে নফল ইবাদত বলা হয়। নফল ইবাদতের মাধ্যমে বাড়তি নেকী সমূহ পাওয়া যায়। যা মুমিনের ঈমানী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হন। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন নেক আমল সমূহের ওযনের সময় ফরয ইবাদতের নেকীতে সংকুলান না হ'লে নফল ইবাদতের নেকী দ্বারা মীযানের পাল্লা ভারী করা হয়। যেমন হোরায়েছ বিন ক্বাবীছাহ বলেন, আমি মদীনায় এলাম। অতঃপর আল্লাহ্র নিকটে বলতে থাকলাম, হে আল্লাহ! আমাকে একজন সৎকর্মশীল সাথী পাওয়াকে সহজ করে দাও। তারপর আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বৈঠকে বসে পড়লাম। অতঃপর তাঁকে আমি বললাম, আমাকে এমন একটি হাদীছ শুনান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন। সম্ভবতঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তখন তিনি বললেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ... فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ– 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। যদি ছালাতের হিসাব সঠিক হয়, তাহ'লে সে সফলকাম হবে ও কৃতকার্য হবে। আর যদি ছালাতের হিসাব বেঠিক হয়, তাহ'লে সে নিরাশ হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয ইবাদতের ছওয়াবে ঘাটতি পড়ে যায়, তাহ'লে আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার এ বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? অতঃপর সেটি দিয়ে তার ফরয ইবাদত সমূহের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সকল আমলের বিষয়ে এইরূপ করা হবে'।[২৮]

নফল ইবাদত সমূহের মধ্যে সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহ অন্তর্ভুক্ত। আর নফল ছালাত সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল রাত্রির নফল ছালাত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'।[২৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ– رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ– وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهُ : فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِىءَ الْفَجْرُ– 'আমাদের মহান প্রতিপালক প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছ কি কেউ প্রার্থনাকারী আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। আছ কি কেউ যাচঞাকারী, আমি তাকে তা প্রদান করব। আছ কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?' *(বুখারী হা/১১৪৫)*। একই রাবী হ'তে ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'যতক্ষণ না ফজর প্রকাশিত হয়' *(মুসলিম হা/৭৫৮)*।

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ প্রহরে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, কেবলমাত্র কথিত শবেবরাতের রাতে নয়। আর সেজন্য ঐ বিশেষ রাতে ইবাদত করা এবং ঐ দিনে ছিয়াম রাখার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।[৩০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেম রবী'আহ বিন কা'ব বলেন, 'আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য ওযূর পানি নিয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। তিনি বললেন, এটি ব্যতীত অন্য কিছু? আমি বললাম, এটাই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি বললেন, فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ 'তাহ'লে তুমি তোমার জন্য আমাকে অধিক সিজদা দ্বারা সাহায্য কর'।[৩১] এর অর্থ অধিক নফল ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা।

---

২৮. *নাসাঈ হা/৪৬৫; তিরমিযী হা/৪১৩; মিশকাত হা/১৩৩।*
২৯. *মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯ 'ছওম' অধ্যায়-৭, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৬, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।*
৩০. *এজন্য লেখক প্রণীত 'শবেবরাত' বইটি পাঠ করুন।*
৩১. *মুসলিম হা/৪৮৯; মিশকাত হা/৮৯৬ 'সিজদার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

অনুরূপ একটি প্রশ্নে আরেক খাদেম ছাওবানকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً– ‘তুমি অধিকহারে সিজদা কর। কেননা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন’।[৩২]

আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ‘তুমি সিজদা কর ও আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল কর’ (*‘আলাক্ব ৯৬/১৯*)। তিনি আরও বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ– ‘আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়’ (*বাক্বারাহ ২/১৮৬*)। এজন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকট বেশী বেশী দো‘আ করা কর্তব্য। তাতে সর্বদা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে।

অনুরূপভাবে রামাযানের এক মাস ফরয ছিয়াম-এর বাইরে সারা বছরের নফল ছিয়াম সমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন রামাযানের পরপরই ৬টি শাওয়ালের ছিয়াম, সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম, প্রতি মাসে আইয়ামে বীয-এর ৩টি ছিয়াম, আশূরার ২টি ছিয়াম, ‘আরাফাহ্র ছিয়াম এবং একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম, যাকে ‘ছওমে দাঊদী’ বলা হয় প্রভৃতি। অমনিভাবে ফরয যাকাত, ওশর ও ছাদাক্বাতুল ফিৎরের বাইরে সর্বদা নফল ছাদাক্বা সমূহ। যা ক্বিয়ামতের দিন আমলের পাল্লা ভারী করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

এভাবে কেবল ছালাত-ছিয়াম নয়, বরং আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ বড় ও ছোট সকল সৎকর্মই নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ‘প্রত্যেক সৎকর্মই ছাদাক্বা’।[৩৩] রাস্তার কাঁটা সরানো বা ছোট-খাট বাধা দূর করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা’ হিসাবে গণ্য করেছেন।[৩৪] অন্য বর্ণনায় এটিকে অন্যতম ‘ছাদাক্বা’ বলা হয়েছে।[৩৫] প্রতিটি তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, প্রতিটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এক একটি ছাদাক্বা।[৩৬] কারু সঙ্গে হাসি মুখে সুন্দরভাবে কথা বলাটাও একটি ছাদাক্বা।[৩৭] এমনকি স্ত্রী-সন্তানদের গালে এক লোক্বমা খাদ্য তুলে দেওয়াটাও ছাদাক্বা।[৩৮] এমনি করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ছোট-খাট সদাচরণও ছাদাক্বা হবে, যদি তা আল্লাহকে খুশী করার জন্য হয়।[৩৯] বান্দা যখন এইভাবে নফল ইবাদত সমূহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তার সকল সৎকর্মে বরকত দান করেন এবং তাকে সর্বক্ষণ নিজ তত্ত্বাবধানে রাখেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ– ‘বান্দা নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। তখন সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তখন অবশ্যই আমি তাকে দান করি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি’।[৪০]

উল্লেখ্য যে, ভ্রান্ত লোকেরা এই হাদীছের অপব্যাখ্যা করে তাদের পূজিত ব্যক্তিদেরকে ‘আউলিয়া’ বা ‘আল্লাহ্র অলি’ বলে থাকেন। যা ইহূদী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র। যারা তাদের পোপ-পাদ্রীদের নিষ্পাপ মনে করে থাকে। মনে রাখা আবশ্যক যে, ‘কারামাতে আউলিয়া’ শরী‘আতের কোন দলীল নয়। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বীয় নেক বান্দার প্রতি সম্মান প্রদর্শন মাত্র। যা অনেক সময় বান্দার জন্য পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে ফিৎনায় পড়ে গেছেন বহু দ্বীনদার মানুষ।

১১. সর্বদা ঈমান তাযা করা :

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ– ‘নিশ্চয় ঈমান তোমাদের হৃদয়ে জীর্ণ হয়ে যায়, যেমন তোমাদের পোষাক জীর্ণ হয়ে যায়। সেকারণ তোমরা আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের হৃদয় সমূহে ঈমানকে তাযা করে দেন’।[৪১] আব্দুল্লাহ বিন ‘উকায়েম

৩২. *মুসলিম হা/৪৮৮; মিশকাত হা/৮৯৭।*
৩৩. *বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/১০০৫; মিশকাত হা/১৮৯৩ ‘যাকাত’ অধ্যায়, জাবের (রাঃ) হ’তে।*
৩৪. *মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।*
৩৫. *বুখারী ‘মাযালেম’ অধ্যায় ২৪ অনুচ্ছেদ।*
৩৬. *মুসলিম হা/১০০৬; মিশকাত হা/১৮৯৮, আবু যার (রাঃ) হ’তে।*
৩৭. *মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৮৯৪, আবু যার (রাঃ) হ’তে।*
৩৮. *আহমাদ হা/১৪৮৭; বায়হাক্বী হা/৬৩৪৭; মিশকাত হা/১৭৩৩।*
৩৯. *বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/১০০৫; মিশকাত হা/১৮৯৩।*
৪০. *বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।*
৪১. *হাকেম হা/৫, ১/৪৫; ছহীহাহ হা/১৫৮৫।*

বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ)-কে দো'আ করতে শুনেছি, اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَيَقِينًا وَفِقْهًا 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমান, ইয়াক্বীন ও দ্বীনের বুঝ বৃদ্ধি করে দাও'।[৪২] আবুদ্দারদা (রাঃ) বলতেন, إِنَّ مِنْ فِقْهِ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ أَنَّى تَأْتِيهِ– 'বান্দার দ্বীনী বুঝের অন্যতম প্রমাণ হ'ল এই যে, সে মনের মধ্যে শয়তানের খটকা এলে জানতে পারে'। তিনি আরও বলতেন, مِنْ فِقْهِ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَمُزْدَادٌ هُوَ أَوْ مُنْتَقِصٌ؟ 'বান্দার দ্বীনী বুঝের অন্যতম প্রমাণ হ'ল এই যে, সে জানতে পারে সে তার ঈমানকে বৃদ্ধি করছে, না কমিয়ে দিচ্ছে?'[৪৩]

হাদীছে জিব্রীলের শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ– 'তোমরা কি জান কে এই ব্যক্তি? ইনি হ'লেন জিব্রীল। এসেছিলেন তোমাদেরকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিতে'।[৪৪] অথচ ঐ মজলিসে হযরত ওমর সহ বড় বড় ছাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। যারা আগে থেকেই এগুলি জানতেন। এতে বুঝা যায় যে, সর্বদা দ্বীনের চর্চা ও পরিচর্যার মাধ্যমে দ্বীনকে তাযা রাখা আবশ্যক।

অথচ ভ্রান্ত ফিরক্বা মুরজিয়াদের আক্বীদা হ'ল ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের নিকট আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও সাধারণ লোকদের ঈমান সমান। যুগে যুগে শৈথিল্যবাদী ফাসেক মুসলমানরা এই ভ্রান্ত দলের অন্তর্ভুক্ত।

এর বিপরীতে হোদায়বিয়ার সফরে সূরা ফাৎহ নাযিল করে আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন যেন তারা নিজেদের ঈমানের সাথে ঈমানকে আরও বাড়িয়ে নেয়' *(ফাৎহ ৪৮/৪)*। বিগত যুগে ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে থাকা গুহাবাসী যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى 'তারা ছিল কয়েকজন যুবক। যারা তাদের প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমরা তাদের হেদায়াত (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকার শক্তি) বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম' *(কাহফ ১৮/১৩)*। ঈমানদারগণের ঈমান বৃদ্ধি করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى 'যারা সৎপথে থাকে, আল্লাহ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন' *(মারিয়াম ১৯/৭৬)*। ৫ম হিজরীতে সংঘটিত খন্দক যুদ্ধে মদীনা অবরোধকারী দশ হাযার সৈন্যের সম্মিলিত আরব বাহিনীকে দেখে মুসলমানদের ঈমানী তেয বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا 'এটি তাদের ঈমান ও আনুগত্যকে আরও বৃদ্ধি করল' *(আহযাব ৩৩/২২)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে ও বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রকৃত মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের ঈমানকে বারবার তাযা করেন।

১২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা :

এটি ঈমান বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এই অভ্যাস সৃষ্টি হ'লে নিজের মধ্যে আপনা থেকেই ঈমান বৃদ্ধি পায়। কারণ কাউকে কোন উপদেশ দিতে গেলে আগে নিজের মধ্যে তার চেতনা সৃষ্টি হয়। সমাজে ও পরিবারে এই অভ্যাস জারী থাকলে সমাজ দ্রুত সংশোধিত হবে এবং সর্বত্র ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সেজন্যেই এটি মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ– 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তার পক্ষ হ'তে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে। কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না'।[৪৫]

সৎকাজের আদেশ দানের সময় কাজটি ছোট না বড় সেটি দেখা সর্বদা যরূরী নয়। বরং কোন বস্তুকে ছোট-খাট বলে এড়িয়ে যাওয়া বা তার প্রতি উদাসীন হওয়াটাই ক্ষতির কারণ। যেমন মুমিনের চুল, দাঁড়ি, পোষাকাদি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য শিষ্টাচার মূলক বিষয় সমূহ। এগুলো পরিত্যাগ করলে কেউ 'কাফের' হবে না। কিন্তু এর ফলে কেউ উন্নত ঈমানদারও হবে না। আল্লাহ্র নিকট তার সম্মানও বৃদ্ধি পাবে না। বরং এটি তার প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি করবে। অনেকে ফরয ও সুন্নাতের তারতম্য করতে গিয়ে সুন্নাত ও নফল সমূহের প্রতি উদাসীনতা দেখান। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

সব মানুষ সব ব্যাপারে সমানভাবে সতর্ক হয় না, সেজন্য সর্বদা সতর্ককারী ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। শিশুকালে পিতা-

৪২. *ইবনু বাত্ত্বাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা (রিয়াদ : দারুর রা'য়াহ, তাবি) হা/১১৩২, ২/৮৪৬; ইবনু হাজার বলেন, বর্ণনাটির সনদ ছহীহ (ফাৎহুল বারী ১/৪৮)।*

৪৩. *আল-ইবানাতুল কুবরা হা/১১৪০, ২/৮৪৯।*

৪৪. *মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২, ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে।*

৪৫. *তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০। এ বিষয়ে লেখকের 'আমর বিল মা'রূফ' দরসটি পাঠ করুন (জুন'১৩, ১৬/৯ সংখ্যা)।*

মাতা, বয়সকালে গুরুজন ও শিক্ষকমণ্ডলী এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ ইসলামী সংগঠনের 'আমীর' এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আর এই দায়িত্ব সাময়িক নয়, বরং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রত্যেককে পালন করে যেতে হবে।

যত ছোটই হৌক প্রত্যেক মুমিনকে পরস্পরের প্রতি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ-এর এই মৌলিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। কেউ মেনে নিলে আদেশকারী মান্যকারীর সমান নেকী পাবেন। না মানলে আদেশকারী তার নেকী পুরোপুরি পাবেন। কাজটি যত ছোটই হৌক তা কখনোই নেকী থেকে খালি হবে না। ঠিক অমনি করে অসৎকাজের নির্দেশ দিলে তা যত ছোটই হৌক, তার গোনাহ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল, أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى 'পুরুষ হৌক নারী হৌক আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্মফল বিনষ্ট করব না' *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*। তিনি বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ- 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দু'টি আয়াতকে একত্রে الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ 'অনন্য ও সারগর্ভ আয়াত' বলে অভিহিত করেছেন।[৪৬] অন্ততঃ এই একটি আয়াত মনে রাখলেই মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কৈফিয়ত তলব করা হবে'।[৪৭] ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিটি ছোট ও বড় আদেশ ও নিষেধ জান-মালের কুরবানী দিয়ে হ'লেও সাথে সাথে তা করার চেষ্টা করতেন। তাঁরাই আমাদের আদর্শ এবং অনুসরণীয়।

১৩. কবর যিয়ারত করা :

কবর যিয়ারত করলে বা জানাযায় অংশগ্রহণ করলে মানুষের মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা ও পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত হয়। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَزُورُوا... الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ '... অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়'।[৪৮] তাই অন্যের জানাযায় অংশগ্রহণ করে নিজের জানাযার কথা স্মরণ করা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، يَعْنِى الْمَوْتَ- 'তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটিকে অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর'।[৪৯]

কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্যে কবর যেয়ারতের দো'আ পাঠ করবে। তাতে ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

হযরত ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন কবরের নিকটে দাঁড়াতেন, তখন কেঁদে ফেলতেন, যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদেন না, অথচ কবর দেখলে কাঁদেন। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আখেরাতের মনযিলসমূহের প্রথম মনযিল হ'ল 'কবর'। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ'লে পরবর্তী মনযিলগুলি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ'লে পরের মনযিলগুলি তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'আমি এমন কোন দৃশ্য কখনো দেখিনি যে, কবর সেগুলির চেয়ে অধিক ভীতিকর নয়'।[৫০]

অতএব মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে চির শান্তিময় করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলে সর্বদা ঈমান বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। সাময়িকভাবে পদস্খলন ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈমানকে তাযা করা সম্ভব।

১৪. বিগত নবীগণের জীবনেতিহাস পাঠ করা :

আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরিত ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে ২৫ জন নবীর কাহিনী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিগত ২৪ জন নবীর জীবনে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ৬টি জাতি হ'ল- কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। যা থেকে মানব জাতি বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যে বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন, 'বহু রাসূল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল সম্পর্কে বলিনি। আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন'। 'আমরা রাসূলগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনরূপ অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১৬৪-৬৫)*।[৫১]

---

৪৬. *বুখারী হা/৪৯৬২; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৪৭. *নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩, মিশকাত হা/৫৩৫৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহাহ হা/২৭৩১।*
৪৮. *মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।*
৪৯. *তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; মিশকাত হা/১৬০৭, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।*
৫০. *তিরমিযী হা/২৩০৮, ওছমান (রাঃ)-এর গোলাম হানী হ'তে; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; মিশকাত হা/১৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৫০। এ বিষয়ে লেখকের 'মৃত্যুকে স্মরণ' দরসটি পাঠ করুন (মে'১৬, ১৯/৮ সংখ্যা)।*
৫১. *বিগত ২৪ জন নবীর কাহিনী জানার জন্য পাঠ করুন, লেখক প্রণীত 'নবীদের কাহিনী'-১ ও ২।*

বস্তুতঃ কুরআন যদি বিগত দিনের এসব কাহিনী আমাদের না শুনাতো, তাহ'লে তা থেকে মানবজাতি চিরকাল অন্ধকারে থাকত।

১৫. রাসূল চরিত বেশী বেশী পাঠ করা :

নবীদের সিলসিলা শেষ হয়েছে মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মাধ্যমে। তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর আনীত 'কুরআন' হ'ল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এলাহী কিতাব। তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত 'ইসলাম' হ'ল মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন। তাই তাঁর ২৩ বছরের নবুঅতী জীবন সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রত্যেক মানব দরদী সমাজ সংস্কারকের জন্য অপরিহার্য।

আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

সেকারণ মতভেদকারী মানব সন্তানদের প্রতি সিদ্ধান্তকারী নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'আমার রাসূল তোমাদের নিকটে যা নিয়ে আসেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

সেই সাথে তাঁর জীবন সংগ্রামের সাথী ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনেতিহাস জানা অত্যন্ত যরূরী। তাঁদের পরে তাঁদের শিষ্য তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও সালাফে ছালেহীনের জীবনী পাঠ করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ– 'মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হ'ল আমার যুগ (অর্থাৎ ছাহাবীগণের যুগ)। অতঃপর তাদের পরবর্তী (তাবেঈদের) যুগ। অতঃপর তাদের পরবর্তী (তাবে তাবেঈদের) যুগ। এরপর এমন লোকেরা আসবে, যাদের সাক্ষ্য তাদের শপথের আগে হবে এবং তাদের শপথ তাদের সাক্ষ্যের আগে হবে'।[৫২] অর্থাৎ তারা এত দ্রুত সাক্ষ্য দিবে যে, শপথ ও সাক্ষ্য কোনটি আগে বা কোনটি পরে হবে, সেটা তারা নির্ণয় করতে পারবে না। তারা সাক্ষ্যকে শপথ দ্বারা এবং শপথকে সাক্ষ্য দ্বারা দৃঢ় করবে। এ সময় সাক্ষ্যদাতা ও শপথকারীর মধ্যে কোন সদ্গুণ অবশিষ্ট থাকবে না।

এর দ্বারা ভ্রষ্টতা যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আমরা সে যুগেই বসবাস করছি। আল্লাহ আমাদেরকে ভ্রষ্টতা হ'তে রক্ষা করুন!

ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.) বলেন,

وأَصْلُ الأُصُولِ الْعِلْمِ وأَنْفَعُ الْعُلُومِ النَّظْرُ فِي سِيَرِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وأَصْحابِهِ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} 'জ্ঞানের সূত্র সমূহের মূল উৎস এবং সবচেয়ে উপকারী জ্ঞান হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের জীবনী অনুধাবন করা। আল্লাহ বলেছেন, 'এরাই হল ঐসব মানুষ যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তুমি তাদের অনুসরণ কর' *(আন'আম ৬/৯০)*।[৫৩] অত্র আয়াতে বিগত নবীগণের কথা বলা হ'লেও শেষনবী ও তাঁর সাথীগণ এর মধ্যে শামিল হবেন। কারণ তাঁরাই উম্মতের সেরা ব্যক্তি।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী ছেড়ে যারা অন্যদের জীবনী থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইবে, তারা বিভ্রান্ত হবে। ওমর ফারূক (রাঃ) তাওরাত থেকে কিছু অংশ লিখে নিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কঠোরভাবে ধমক দেন এবং বলেন, আজ মূসা বেঁচে থাকলেও তাকে আমার অনুসরণ করা ছাড়া উপায় থাকত না'।[৫৪] এমনকি ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) অবতরণ করলে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আত মেনে চলবেন।[৫৫] যদি কেউ অন্যদের বিধান ও প্রথা মেনে চলে, তাহ'লে সে তাদের দলভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য হবে'।[৫৬]

শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষের মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করার চক্রান্তে লিপ্ত। চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তি ও প্রতারণাপূর্ণ কথামালার মাধ্যমে সে ঈমানদারগণকে চুম্বকের মত সর্বদা তার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষণে তার থেকে বাঁচতে গেলে এবং জান্নাতের পথ পেতে গেলে আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বিশুদ্ধ জীবনী বারবার পাঠ করতে হবে এবং সেখান থেকে ঈমানের সঞ্জীবনী সুধা পান করতে হবে।[৫৭]

পরিশেষে আমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলব, যেমনটি বলেছিলেন নির্যাতিত নবী ইউসুফ (আঃ), فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের হে সৃষ্টিকর্তা! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে 'মুসলিম' হিসাবে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত কর' *(ইউসুফ ১২/১০১)*। প্রার্থনা করেছিলেন সম্রাট নবী

---

৫২. বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৩৭৬৭।

৫৩. আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের (দিমাশ্ক্ব : দারুল ক্বলম, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) ৮০ পৃ.।

৫৪. আহমাদ হা/১৫১৯৫; মিশকাত হা/১৭৭; ইরওয়া হা/১৫৮৯।

৫৫. মুসলিম হা/১৫৬; মিশকাত হা/৫৫০৭।

৫৬. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে।

৫৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ জীবনীর জন্য পাঠ করুন, লেখক প্রণীত 'নবীদের কাহিনী'-৩ 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)।

Contents

সুলায়মান (আঃ), رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ– ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(নমল ২৭/১৯)*।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমান বৃদ্ধি কর, সমাজকে শান্তি ময় কর এবং ঈমানী হালতে আমাদের মৃত্যু দান কর- আমীন!

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা‘আত প্রদত্ত জুম‘আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা‘লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বইয়ের প্রাপ্তিস্থান সমূহ

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

কুষ্টিয়া : তুহিন রেযা, কুষ্টিয়া ০১৭২২-২২৫৫৮০। **খুলনা :** আব্দুল মুকীত, খুলনা ০১৯২০-৪৬০১৩১।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; মেসার্স বাদশা জেনারেল ষ্টোর, জইনা বাজার ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; সোহেল আহমাদ সুফল ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : ডাঃ শামীম আহসান, হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫, ০১৭৩৫৩৩৭৯৭৬; আবুল কালাম আযাদ, আন্দর কিল্লা ০১৮২২-২৩৪৮৩৩।

চাঁপাই : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭।

জয়পুরহাট : আল-আমিন, বটতলী বাজার ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯।

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ মাজেদ সরদার লেন (২য় তলা), বংশাল ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। মা-বাবা আদর্শ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী ০১৯৩২০৭২৪৯২। **নীলফামারী :** এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

পাবনা : গোলজার হোসেন, চেতনা বই বিতান ০১৯২১-৪৮০২২৩; শিরিণ বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস ০১৭৪২-১৬৪৭৮২; আল-মদিনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মদিনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

বাগেরহাট : শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

মাগুরা : ইলিয়াস ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩। **মেহেরপুর :** সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজিব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১। **যশোর :** মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মুহাম্মাদ বেলাল ০১৭২৩-৯৩৭৯৮৭।

রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, মতিহার ০১৭৩৪-২৪৬৪৮১; কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, সোনাদীঘির মোড় ০১৭১১-২০৮০৭১; ০১৮১৩-৭৪৫০৪৩; ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫।

লালমণিরহাট : শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : মাগফুর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫; হাবীবুর রহমান, বালিয়াডাঙ্গা বাযার ০১৭৪০-৬২৬০৫৭।

সিরাজগঞ্জ : মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮। **সিলেট :** আব্দুছ ছবূর, ইসিএস লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী ০১৭২৮৭৫৭৮৬১।

যোগাযোগের ঠিকানা : হেড অফিস, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী ০৭২১-৮৬১৩৬৫, মোবা: ০১৭৭০-৮০০৯০০।

আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

স্বামীর নিকটে স্ত্রীর অধিকার :

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার আছে, যেগুলি আদায় করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই অধিকারগুলি যথাযথভাবে প্রদান করলে স্বামীর প্রতি স্ত্রী যেমন অনুগত হয় তেমনি তার প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা-মহব্বত অটুট থাকে। নিম্নে স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আশ্রয় দান : স্ত্রীকে আশ্রয় দান করা স্বামীর জন্য আবশ্যক। যেখানে স্ত্রী থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ও নিরাপদ ভাবে সেখানে তার আবাসনের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য করণীয়। আল্লাহ বলেন, أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِـــنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ– 'তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দিয়ো। তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না' *(তালাক্ব ৬৫/৬)*।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ– 'তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়' *(তালাক্ব ৬৫/১)*।

২. ভরণ-পোষণ : স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর। আল্লাহ বলেন, لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُـــدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُـــسْراً– 'সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে। আর যার রিযক সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাথেকে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দিবেন' *(তালাক্ব ৬৫/৭)*। তিনি আরো বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُـــنَّ وَكِـــسْوَتُهُنَّ بِـــــالْمَعْرُوْفِ 'আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ আল-কুশাইরী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ. 'আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোষাক পরিধান করলে তাকেও পোষাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না। আর তাকে পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে'।[১] তিনি আরো বলেন, إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ– 'তোমাদের কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন তখন সে নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজনকে দিয়ে (ব্যয়) শুরু করবে'।[২]

কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে তাহ'লে সে পাপী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ، 'কেউ পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের রিযিক্ব নষ্ট করে'।[৩] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ 'কোন ব্যক্তির পাপের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যাদের খোরপোষ তার দায়িত্ব সে তাদের খোরাকী আটকিয়ে রাখবে'।[৪] এ ধরনের লোককে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَهُ حَتَّى يَسأَلَ الرَّجُلَ عنْ أَهْلِ بَيْتِهِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সে তা সংরক্ষণ করেছে, না তাতে অবহেলা করেছে? এমনকি পুরুষকে তার স্ত্রী (পরিবার-পরিজন) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'।[৫] পক্ষান্তরে পরিবারের জন্য খরচকৃত অর্থের ফযীলত অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، 'উত্তম হ'ল ঐ দীনার যা কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে'।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন, دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، دِينَارٌ فِي الْمَسَاكِيْنِ، وَدِيْنَارٌ فِيْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ فِيْ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّيْنَارُ الَّذِيْ تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ، 'এক দীনার যা তুমি আল্লাহ্র পথে খরচ কর। এক দীনার দরিদ্রদের জন্য, এক দীনার গোলাম আযাদ করার জন্য এবং এক দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য। এসবগুলির মধ্যে সর্বাধিক ছওয়াব অর্জনকারী ঐ দীনার, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর'।[৭] আর পরিবারের জন্য খরচ করা অর্থ ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَنْفَقَ

১. আবু দাউদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯, সনদ ছহীহ।
২. মুসলিম হা/১৮২২; মিশকাত হা/৩৩৪৩।
৩. আবু দাউদ হা/১৬৯২; মিশকাত হা/৩৩৪৬, সনদ ছহীহ।
৪. মুসলিম হা/৯৯৬; মিশকাত হা/৩৩৪৬।
৫. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/৯১৭৪; ছহীহাহ হা/১৬৩৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৭৪।
৬. মুসলিম হা/৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৩২।
৭. মুসনাদ হা/১০১৩২।

الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِه يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. 'কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য পুণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে তখন সেটা তার জন্য ছাদাক্বা হয়ে যায়'।[৮]

এমনকি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যে পানি পান করায় তার জন্যও তার নেকী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ. 'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে পানি পান করায় তখন সে তার বিনিময়ে ছওয়াব পায়'।[৯]

স্বামী সাধ্যমত স্ত্রীকে পোষাক-পরিচ্ছদ দান করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ 'আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে'।[১০] অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজে এমন অনেক দায়িত্বহীন মানুষ আছে, যারা নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে ভাল ও মানসম্মত পোষাক কিনে দেয় না। অথচ নিজে মূল্যবান পোষাক পরিধান করে।

৩. স্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা : স্বামীর উপরে স্ত্রীর অন্যতম অধিকার হ'ল তার নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করা, যাতে তার জান-মাল, ইয্যত-আব্রু, মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে এবং সে ঐ পরিবেশে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। সেই সাথে দ্বীনী যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে পালন করতে পারে। অনুরূপভাবে তাকে সকল প্রকার ফিৎনা থেকে রক্ষা করা। যেমন দুরাচারী মহিলাদের সাথে মেশার সুযোগ না দেওয়া, প্রেক্ষাগৃহে না নিয়ে যাওয়া, বাদ্য-বাজনা সম্বলিত অশ্লীল গান না শুনানো, তাকে বেপর্দা ও অর্ধ নগ্ন হয়ে চলতে বাধ্য না করা, গায়ের মাহরাম পুরুষ (দেবর-ভাসুর, বন্ধু-বান্ধব)-দের সাথে মিশতে বাধ্য না করা। তদ্রূপ তাকে কোন চাকুরী করতে বাধ্য না করা, যাতে সে পরপুরুষের সাথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিশতে বাধ্য হয়। আর এসবের মাধ্যমে নারীরা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। যার শেষ পরিণতি হচ্ছে বিচ্ছেদ।

৪. স্ত্রীকে সন্দেহ না করা : স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করা স্বামীর উচিত নয়। কারণ স্ত্রীকে সন্দেহ করলে দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। আর সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, সততা-সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা, অনাবিল প্রেম, অকৃত্রিম ভালবাসা, নম্রতা, সুস্মিত ব্যবহার ও বাক্যালাপ, একে অপরের উপকার স্বীকার করা ইত্যাদি গুণ উভয়ের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আর সন্দেহ এসব কিছুকে ধ্বংস করে ফেলে। কারণ সন্দেহ এমন জিনিস যার সূক্ষ্মতম শিকড় একবার মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে গেলে যতক্ষণ না তাকে উপড়ে ফেলা হয়, ততক্ষণ সে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকে। এই সন্দেহ-সংশয়ের ফলে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সংসার পরিণত হয় এক প্রকার জাহান্নামে। এরূপ সংসার স্থায়ী হয় না।

৮. বুখারী হা/৫৫।
৯. মুসনাদ হা/১০১৩২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৯৬৩।
১০. তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।

এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য (পাপ থেকে তওবা করলে ও পার্থিব অন্যায়ে) তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তাহ'লে জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(তাগাবুন ৬৪/১৪)*।

স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য :

পরিবারে স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্যও কম নয়। স্ত্রী একটি পরিবারের কর্ত্রী হয়ে থাকে। সে তার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করলে পরিবার ভাল চলে, সবাই সুখী হয়। কিন্তু স্ত্রী তার দায়িত্বে অবহেলা করলে কিংবা দায়িত্ব পালনে অলসতা করলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি নেমে আসে। তাই স্ত্রীকে দায়িত্ব সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া যরূরী। নিম্নে স্ত্রীর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ধৈর্যশীলা হওয়া : স্বামী প্রদত্ত কষ্ট ও তার দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করা এবং একে ছওয়াবের কারণ মনে করা উচিত। তার পক্ষ থেকে খারাপ আচরণ পেলেও তা সহ্য করা এবং তার শয্যা পরিত্যাগ না করা স্ত্রীর জন্য কর্তব্য। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِه فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ 'কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় আসতে ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর কষ্ট নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতাগণ এরূপ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে'।[১১] অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ- 'যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে তাহ'লে যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে'।[১২]

২. স্বামীর পরিবারের উত্তম সংরক্ষক হওয়া : স্বামীর পরিবারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদের সংরক্ষণ করা স্ত্রীর কর্তব্য। আর জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় না করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّه كَفُوْرًا- 'আর তুমি মোটেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা

১১. বুখারী হা/৩২৩৭, ৫১৯৩; মুসলিম হা/১৪৩৬; মিশকাত হা/৩২৪৬।
১২. বুখারী হা/৫১৯৪; মুসলিম হা/১৪৩৬।

শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*। তিনি আরো বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ 'আর তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

পক্ষান্তরে স্বামীর সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে স্ত্রীকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، 'নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৩]

মূলতঃ স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী। স্বামীর ধন-সম্পদ ও সংসার তার রাজত্ব এবং এগুলো স্বামীর আমানত। তাই তার যথার্থ হেফাযত করা এবং যথাস্থানে সঠিকভাবে তা ব্যয় করা স্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অন্যায়ভাবে গোপনে ব্যয় করা ও স্বামীর বিনা অনুমতিতে আত্মীয়-স্বজনকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়া আমানতের খেয়ানত। এসব কারণে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যা স্থায়ী হয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। অবশ্য স্বামী ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ হ'লে এবং স্ত্রী ও সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ না দিলে, স্ত্রী গোপনে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিতে পারবে। এর বেশী নিলে তা অবৈধ হবে।[১৪]

আর স্বামী দানশীল হ'লে ও দানের জন্য সাধারণ অনুমতি থাকলে স্ত্রী যদি তার অনুপস্থিতিতে দান করে, তাহ'লে উভয়েই সমান ছওয়াবের অধিকারী হবে।[১৫]

৩. শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করা : স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হ'ল স্বামীকে সন্তুষ্ট করা। সেজন্য স্ত্রীর উচিত স্বামীর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ ও তাদের সেবা করে স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সেই সাথে স্বামীকেও তার পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করা। অপরদিকে স্বামীর ভাইদের সাথে পর্দা বজায় রেখে নিজের ইয্যত-আব্রু ও লজ্জাস্থান হেফাযতের চেষ্টা করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ– 'মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনছার ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি বললেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য'।[১৬] দেবর বলতে স্বামীর নিজের ছোট ভাই (সহোদর বা সৎ), চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাইদের বুঝায়। সেই সাথে স্বামীর বড় ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকাও যরূরী। অনুরূপভাবে স্ত্রী তার চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ এটা পর্দা রক্ষা ও লজ্জাস্থান হেফাযতের জন্য অতীব যরূরী।

৪. অন্যের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা : স্ত্রীর যাবতীয় সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্য হবে। অন্যের জন্য তার সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শন করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ 'আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামীর নিকটে ব্যতীত' *(নূর ২৪/৩১)*। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ. 'কোন নারী উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়'।[১৭] সুতরাং স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য অঙ্গসজ্জা করা ও তা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে এরূপ-লাবণ্য ও সাজসজ্জা অন্যের জন্য করা হ'লে সেটা তার অকল্যাণের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ– 'যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করল অতঃপর লোকদের পাশ দিয়ে এ উদ্দেশ্যে অতিক্রম করল যে, তারা যেন তার সুঘ্রাণ পায়, তাহ'লে সে ব্যভিচারী'।[১৮]

আদর্শ নারীর সদা চিন্তা স্বামীর মনোতুষ্টি। কারণ তার আনন্দেই স্ত্রীর সুখ। স্বামী সুখী না হ'লে স্ত্রী নিজের সুখ কল্পনাই করতে পারে না। তাই স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি সদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যেমন স্বামী বাইরে থেকে আসলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সামনে পানি, শরবত পেশ করা, তার প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দেওয়া, বৈদ্যুতিক পাখা না থাকলে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করা ইত্যাদি আদর্শ স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া স্বামী সালাম দিয়ে যখন বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন উত্তর দিয়ে হাসিমুখে স্বামীকে সাদর সম্ভাষণ জানানো উচিত।

সাধারণত স্ত্রী স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করে ফুটন্ত গোলাপ সদৃশ হয়ে থাকবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, সাজসজ্জা ও বেশভূষায় স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সৌন্দর্য ও সৌরভে ভরা গোলাপের দিকে এক পলক তাকিয়ে যেমন মন-প্রাণ আকৃষ্ট হয়, স্বামীর মনও তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তেমনি প্রফুল্ল হবে। স্ত্রীর মাঝে সৎগুণাবলী থাকলে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্ক থাকলে, কোন নারী সংগঠন বা নারীস্বাধীনতা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনই হবে না।

উল্লেখ্য যে, যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রগাঢ় ভালোবাসা পায়, বিপদে সান্ত্বনা, কষ্টে সেবা-যত্ন পায়, রাগ-অনুরাগ বা অভিমান করলে যার স্ত্রী তার অভিমান ভাঙ্গাতে ব্যাকুল থাকে সেইতো সৌভাগ্যবান। পিতা-মাতার দো'আ ও স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেমের বাহুবন্ধনেই তো রয়েছে স্বামীর প্রকৃত পৌরুষ। এমন স্ত্রী না হ'লে পুরুষের জীবন বৃথা।

১৩. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।
১৪. ইরওয়াউল গালীল হা/২৬৪৬।
১৫. বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ছহীহ আত-তারগীব হা/৯২৬-৯৩০।
১৬. বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২।
১৭. নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২২৭; ছহীহাহ হা/১৮৩৮।
১৮. নাসাঈ হা/৫১২৬; ছহীহুল জামে' হা/২৭০১।

৫. লজ্জাস্থান হেফাযত করা : স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হ'ল তার লজ্জাস্থান হেফাযত করা। অর্থাৎ ব্যভিচারের পথ পরিহার করা। আল্লাহ বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ– 'অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ وَتُطِيْعُكَ إِذَا أَمَرْتَ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِكَ 'উত্তম স্ত্রী সে যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে আনন্দিত করে, তুমি নির্দেশ দিলে তা প্রতিপালন করে, তোমার অনুপস্থিতিতে তার নিজেকে ও তোমার সম্পদ হেফাযত করে'।[১৯]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ 'আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাযত করে'।[২০]

এর সাথে নিম্নোক্ত কাজগুলি করা যরূরী। ক. স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়ের মাহরাম পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া। খ. পরিবারের দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা থাকা। গ. পরিচারক ও গাড়ী চালকদের থেকে সাবধান থাকা। ঘ. হিজড়াদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া। ঙ. পরপুরুষের সামনে পাতলা, মিহি কাপড় পরিহার করা। চ. টেলিফোন ও মোবাইলের ক্ষতি থেকে সাবধান থাকা। ছ. বিধর্মীদের ধর্মীয় প্রতীক ও দেব-দেবীর প্রতীক পরিহার করা। জ. সকল প্রকার প্রাণীর ছবি ও মূর্তি বাড়ীতে না রাখা। ঝ. যাবতীয় নেশাদ্রব্য থেকে বাড়ীকে মুক্ত রাখা। ঞ. কোন কুকুর বাড়ীতে না রাখা। ট. বাদ্যযন্ত্র ও অশ্লীল গান-বাজনা পরিহার করা। ঠ. বাড়ীর ভিতর-বাহির পরিচ্ছন্ন রাখা।[২১]

৬. স্বামীর গৃহের কাজ করা : স্বামীর ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর খেদমত করা, সন্তান-সন্ততিদেরকে লালন-পালন করা ও তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, তাদের আদব-কায়েদা শিক্ষা দেওয়া এবং সভ্য করে গড়ে তোলাও স্ত্রীর দায়িত্ব। সংসারের কাজ নিজের হাতে করা উত্তম। এতে তার স্বাস্থ্য ভালো ও সুস্থ থাকবে। একান্ত প্রয়োজন না হ'লে গৃহপরিচারিকা না রাখা ভাল। মহিলা ছাহাবীগণ নিজ হাতে ক্ষেতেরও কাজ করতেন। একদা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাজের অতিরিক্ত চাপ ও নিজের কষ্টের কথা পিতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করে খাদেম চাইলে নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে নিজ হাতে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন এবং অলসতা কাটিয়ে উঠার প্রতিষেধকও বলে দিলেন। তিনি বলেন, 'যখন তোমরা শয়ন করবে তখন ৩৪ বার 'আল্লা-হু আকবার' ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লা-হ' পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম থেকেও উত্তম হবে'।[২২]

৭. স্বামীর রাগের সময় স্ত্রী বিনম্র হওয়া : কখনও কোন কারণে স্বামী রাগান্বিত হ'লে স্ত্রী নীরব থাকবে ও নম্রতা অবলম্বন করবে। যে আদর-সোহাগ করে, তার শাসন করারও অধিকার আছে। আর এ শাসন স্ত্রীকে মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। ভুল হ'লে ক্ষমা চাইবে। স্বামী যেহেতু বয়সে ও মর্যাদায় বড়, সেহেতু তার কাছে ক্ষমা চাওয়া অপমানের নয়; বরং এতে মান-সম্মান বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পরিণাম কখনও ভাল হয় না। সুতরাং স্বামীর রাগের আগুনকে গর্ব-অহংকার ও ঔদ্ধত্যের ফুৎকারে প্রজ্বলিত না করে বিনয়ের পানি দিয়ে নির্বাপিত করা উচিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِيْ إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ تَقُوْلُ: لاَ أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى– 'তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িণী, সন্তানদাত্রী, ভুল করে বার বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাযী (ঠাণ্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না'।[২৩]

স্মর্তব্য যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে শয়তান বড় তৎপর। সমুদ্রের উপর নিজ সিংহাসন পেতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তার বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। সবচেয়ে যে বড় ফিৎনা সৃষ্টি করতে পারে সেই হয় তার অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত। কে কি করেছে তার হিসাব নেয় ইবলীস। প্রত্যেকে এসে বলে, আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি। (চুরি, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি সংঘটন করেছি)। কিন্তু ইবলীস বলে, কিছুই করনি! অতঃপর যখন একজন বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে রাগারাগি সৃষ্টি করে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি। তখন শয়তান উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করে বলে, হ্যাঁ, তুমিই কাজের কাজ করেছ![২৪] সুতরাং রাগের সময় শয়তানকে সহায়তা ও তুষ্ট করা কোন মুসলিম দম্পতির কাজ নয়।

স্ত্রীর নিকটে স্বামীর হক :

স্বামীর উপরে স্ত্রীর যেমন হক আছে, তেমনি স্ত্রীর উপরেও স্বামীর হক আছে। স্ত্রী এসব হক বা অধিকার যথাযথভাবে আদায় করলে সংসার সুখের হবে। তাদের মাঝে কখনো কোন অশান্তি বাসা বাঁধতে পারবে না। নিম্নে কয়েকটি হক উল্লেখ করা হ'ল।-

১৯. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর, ছহীহুল জামে' হা/৩২৯৯।
২০. *আবুদাউদ হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৩।*
২১. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আরবাউনা নছীহত লিইছলাহিল বুয়ূত, (রিয়াদ : মাজমূ'আ যাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬হিঃ/২০১৫খৃঃ), পৃঃ ৮৯।
২২. মুসলিম হা/২৭২৭।
২৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৫৮; ছহীহাহ হা/২৮৭।
২৪. মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত হা/৭১; ছহীহাহ হা/৩২৬১।

১. স্বামীর অপসন্দনীয় কাউকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া : স্বামী অপসন্দ করে এমন কোন লোককে বাড়ীতে বা নিজের কাছে প্রবেশ করতে দেওয়া স্ত্রীর জন্য উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ– 'তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে পসন্দ কর না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা না মাড়ায়'।[২৫] অন্যত্র তিনি বলেন, وَلاَ تَأْذَنَ فِى بَيْتِه إِلاَّ بِإِذْنه، 'স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দেবে না'।[২৬]

২. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ছিয়াম না রাখা : স্বামী উপস্থিত থাকাবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত নফল ছিয়াম রাখা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِه، 'যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে, তখন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলার জন্য (নফল) ছিয়াম পালন করা বৈধ নয়'।[২৭]

৩. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ীর বাইরে না যাওয়া : নারীর কাজ বাড়ীর ভিতরে। তাই বাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থান করা তার কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى 'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। কোন যরূরী প্রয়োজনে তাকে বাড়ীর বাইরে যেতে হ'লে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যেতে হবে এবং শারঈ পর্দা বজায় রেখে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে' *(নূর ২৪/৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ 'আল্লাহ প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন'।[২৮]

স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ীর বাইরে, পিতার বাড়ী, বোনের বাড়ী, মার্কেট বা অন্য কোথাও না যাওয়া পতিভক্তির পরিচায়ক। এমনকি ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গেলেও স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। মায়ের কোল ছেড়ে বাইরে গেলে যেমন শিশু ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দুর্যোগে নিজেকে বিপদে ফেলে, মুরগীর কোল ছেড়ে বাচ্চারা দূরে গেলে যেমন বিভিন্ন হিংস্র প্রাণীর হামলার শিকার হয়, ঠিক তেমনি নারীও স্বামীর নির্দেশ উপেক্ষা করে একাকী বাইরে গেলে নানাবিধ দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার আশংকা থাকে।

২৫. মুসলিম হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; মিশকাত হা/২৫৫৫।
২৬. বুখারী হা/৫১৯৫; মুসলিম হা/১০২৬; মিশকাত হা/২০৩১।
২৭. বুখারী হা/৫১৯৫; মুসলিম হা/১০২৬; মিশকাত হা/২০৩১।
২৮. বুখারী হা/৪৭৯৫; মুসলিম হা/২১৭০।

ধর্ম-কর্ম ও নৈতিকতাকে কবর দিয়ে অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে মোটা অংকের টাকা উপার্জন করে। স্বামীর তোয়াক্কা না করে পার্থিব সুখ ভোগ করা বস্তুবাদী ও পরকালে অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে ধর্মীয় নির্দেশ পালন ও নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে পার্থিব কর্তব্য পালন করা পরকালে বিশ্বাসী মুসলিম নারীর একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কারণ মুসলমানের মূল লক্ষ্য হ'ল পরকালীন মুক্তি। মুসলিম দু'দিনের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে পরকাল হারাতে রাযী নয়। সে চায় চিরস্থায়ী আবাস ও অনন্ত সুখের ঠিকানা জান্নাত। এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করতেন, وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا 'দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় ও আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা (মূল লক্ষ্য) করে দিও না'।[২৯]

৪. স্বামীকে সম্মান করা ও তার অনুগত থাকা : স্ত্রীর কাছে স্বামী অতি সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। তার সম্মানের কথা হাদীছে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে, لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ– 'যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার, তাহ'লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! কোন নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও স্বামী যদি তার মিলন চায়, তবে সে বাধা দিতে পারবে না'।[৩০] অন্যত্র তিনি বলেন, حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِه، أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ 'স্ত্রীর কাছে স্বামীর এরূপ হক আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না'।[৩১]

তাই স্বামীর শরী'আত সম্মত সকল কাজে সহযোগিতা করা এবং তার বৈধ নির্দেশ মেনে নেওয়া স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ– 'অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' *(নিসা ৪/৩৪)*। আর স্বামীর আনুগত্যে অশেষ ছওয়াব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ– 'মহিলা তার পাঁচ ওয়াক্তের ছালাত আদায়

২৯. তিরমিযী হা/৩৫০২; মিশকাত হা/২৪৯২, সনদ হাসান।
৩০. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহাহ হা/১২০৩।
৩১. ছহীহুল জামে' হা/৩১৪৮; আত-তালীকুল হাসান, হা/৪১৫২।

করলে, রামাযানের ছিয়াম পালন করলে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করলে ও স্বামীর আনুগত্য করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে'।[৩২]

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ কর্তব্য :

স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য আলাদাভাবে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে স্বামী-স্ত্রীর কিছু যৌথ কর্তব্য আলোচনা করা হ'ল।

ক. সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ না করা : দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন সময় মনোমালিন্য হ'তে পারে। এসব কোন কোন ক্ষেত্রে বাক-বিতণ্ডার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। কিন্তু ঝগড়া-ঝাটি ও বাক-বিতণ্ডা সন্তানদের সামনে করা বা তাদের সামনে অপ্রীতিকর কোন কিছু প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে সন্তানদের মনে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। যা তাদের কোমল হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। কোন কোন সময় সন্তানরা বিপাকে পড়ে যায়। যেমন কখনও পিতা বলে, তুমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলবে না, আমার সাথে থাকবে। আবার মা বলে, তুমি তোমার পিতার সাথে কথা বলবে না, আমার কাছে থাকবে। আবার কখনও সন্তানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেউ পিতার পক্ষে, কেউ মায়ের পক্ষে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। কাজেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ করা থেকে বিরত থাকবে এবং দু'জনের মাঝের অসন্তোষ ও রাগ-অভিমান সন্তানরা যাতে বুঝতে না পারে সে চেষ্টা করা তাদের জন্য যরূরী।

খ. যার দ্বীনদারী সন্তোষজনক নয় তাকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া : স্বামী-স্ত্রীর অন্যতম করণীয় হ'ল, যার দ্বীনদারী সন্তোষজনক নয়, এমন নারী-পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া। যাতে তারা বাড়ীতে প্রবেশ করে কোন ফিৎনা সৃষ্টি করতে না পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَثَلُ جَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ– 'আর অসৎ লোকের সংসর্গ হ'ল কামারের সদৃশ। যদিও কালি ও ময়লা না লাগে, তবে তার ধূয়া থেকে রক্ষা পাবে না'।[৩৩] অন্যত্র তিনি বলেন, مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً– 'সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হ'ল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট হ'তে দুর্গন্ধ পাবে'।[৩৪]

অর্থাৎ দ্বীনহীন লোক বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা-ফাসাদ দ্বারা পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিবে। এমন অনেক ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী আছে যে, বাড়ীতে যাদের যাতায়াতের কারণে পরিবারের সদস্যদের মাঝে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতপার্থক্য, বিভেদ-বিচ্ছেদ এবং পিতা ও সন্তানদের মাঝে দুশমনী সৃষ্টি হয়। কখনো বাড়ীতে যাদু করা, চুরি-ডাকাতি হওয়া ইত্যাকার ঘটনা ঘটে দ্বীনহীন নারী-পুরুষের বাড়ীতে যাতায়াতের ফলে। তাই স্বামী-স্ত্রীকে এধরনের নারী-পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করা থেকে সতর্ক হ'তে হবে। যদিও তারা প্রতিবেশী কিংবা বাহ্যিকভাবে বন্ধুও হয়। ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলে জানা গেলে এবং বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তাকে প্রবেশ করতে না দেয়াই কর্তব্য। এক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمُ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ– 'তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে পসন্দ কর না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা পদদলিত না করায় এবং যেসব লোককে অপসন্দ কর তাদেরকে বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়'।[৩৫]

গ. পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা : স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা বজায় রাখা পরিবারে সম্প্রীতি-সদ্ভাব বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) জাবের (রাঃ)-কে বলেন, فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ– 'কুমারী (বিবাহ) করলে না কেন? তুমি তার সাথে খেলতে, সেও তোমার সাথে খেলত। তুমি তাকে হাসাতে, সেও তোমাকে হাসাত'।[৩৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعَ، مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ– 'যে বস্তুতে আল্লাহ্র যিকির উল্লেখ করা হয় না তা একটি নিরর্থক ও কৌতুক। কিন্তু চারটি বস্তু এমন রয়েছে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়- (১) পুরুষের স্বীয় স্ত্রীর সাথে খেলাধূলা করা (২) কারো ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া (৩) দু'টিলার মধ্যস্থল দিয়ে ঘোড়া দৌড়ানো (৪) কাউকে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া'।[৩৭] উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা করা ও মাঝে-মধ্যে বৈধ খেলাধূলা করায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় ও মযবূত হয়। পক্ষান্তরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত না থাকলে সংসারে সুখ-শান্তি থাকে না; পরিবার পরিণত হয় অশান্তির আকরে।

ঘ. সন্তানদের স্নেহ করা : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উচিত সন্তানদের আদর-স্নেহ করা। সর্বদা ধমক দেওয়া, রাগারাগি করা, শাসনের সুরে কথা বলা উচিত নয়। বরং সন্তানদের স্নেহ

৩২. মিশকাত হা/৩২৫৪, সনদ ছহীহ।
৩৩. আবু দাউদ হা/৪৮২৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৩৯।
৩৪. বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫১১০।
৩৫. তিরমিযী হা/১১৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।
৩৬. বুখারী হা/৫৩৬৭; মুসলিম হা/৭১৫।
৩৭. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ছহীহুল জামে' হা/৪৫৩৪।

করা আবশ্যক। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আক্বরা' বিন হাবেস (রাঃ) দেখলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) হাসানকে চুম্বন করছেন। তখন তিনি বললেন, আমার দশটি ছেলে, আমি তাদের কাউকে চুমা দেইনি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না'।[৩৮]

ঙ. নিন্দিত স্বভাব প্রতিহত করা : কোন ব্যক্তি ও পরিবার মিথ্যা বলা, গীবত-তোহমত, চোগলখুরী করা ও অনুরূপ দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এসব থেকে পরিবারের সদস্যদের বিরত রাখার চেষ্টা করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِيْ نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً. 'মিথ্যা হ'তে অধিক ঘৃণিত চরিত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আর কিছুই ছিল না। রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে কেউ মিথ্যা বললে তা অবিরত তার মনে থাকত, যে পর্যন্ত না তিনি জানতে পারতেন যে, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথন হ'তে তওবা করেছে'।[৩৯] তিনি আরো বলেন, كَانَ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كَذَبَ كَذْبَةً لَمْ يَزَلْ مُعْرِضاً عَنْهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً، 'রাসূল (ছাঃ) পরিবারের কাউকে মিথ্যা বলতে শুনলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন, যতক্ষণ সে তওবা না করত'।[৪০] অনেকের ধারণা যে মানুষকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মারধরের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু উপরোক্ত দু'টি হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করা প্রহারের চেয়েও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা মারধরের চেয়ে অধিক ব্যথাতুর হয়। তাই মানুষকে সংশোধনের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা রাসূলের শিক্ষার অন্তর্গত।

চ. সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা : প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে সর্বত্র প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। তদ্রূপ মানুষের জীবনযাত্রায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। পরিবারের আবশ্যকীয় কাজও অনেক সহজ হয়েছে। স্ত্রীর দিকে খেয়াল করে স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের ঐ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সংগ্রহ করে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। যাতে সংসারের কাজ-কর্মে স্ত্রীর কষ্ট কিছুটা হ'লেও লাঘব হয়, কাজের চাপ ও পরিশ্রম কমে এবং সময় বাঁচে। তবে খেয়াল করতে হবে এসব সংগ্রহ করতে যেন স্বামীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে না হয় কিংবা এসব যেন অপচয়ের কারণ না হয়।

ছ. পরিবারের অসুস্থ সদস্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া : পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি মু'আববিযাত (সূরা ফালাক্ব ও নাস) পড়ে তাকে ফুঁক দিতেন'।[৪১]

তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারের লোকদের জ্বর হ'লে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য বানানোর নির্দেশ দিতেন। তা প্রস্তুত হ'লে তিনি পরিবারের লোকদের নির্দেশ দিতেন এটা হ'তে রোগীকে পান করাতে। তিনি বলতেন, এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে। যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দ্বারা তার মুখমণ্ডলের ময়লা পরিষ্কার করে থাকে'।[৪২]

এছাড়া বিভিন্ন ক্ষতিকর মুহূর্ত ও অনিষ্টকর জিনিস থেকে রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا اسْتَجْنَحَ {اللَّيْلُ} أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوْهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا 'যখন রাত শুরু হয় অথবা (বলেছেন,) যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর (বিসমিল্লাহ বল)। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং বিসমিল্লাহ বল। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং বিসমিল্লাহ বল। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং বিসমিল্লাহ বল। সামান্য কিছু হ'লেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও'।[৪৩] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষার জন্য সর্বদা তাদের সতর্ক করতেন।

উপসংহার :

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পরিবারে ইসলামী অনুশাসন কায়েম করলে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্ব-স্ব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করলে এবং একে অপরের হক আদায় করলে পারিবারিক জীবনে বইবে শান্তির মৃদু সমীরণ; পরিবার হবে সুখের আকর। সম্প্রীতি-সদ্ভাব আর প্রীতির বন্ধনে সবাই থাকবে আবদ্ধ। এজন্য নারীস্বাধীনতা ও নারীমুক্তির নামে আন্দোলন-সংগ্রাম, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি করার কোন দরকার হবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে অনুরূপ পরিবার গঠনের তাওফীক দিন-আমীন!

---

৩৮. বুখারী হা/৫৯৯৭; মুসলিম হা/২৩১৮।
৩৯. তিরমিযী হা/১৯৭৩; ছহীহাহ হা/২০৫২।
৪০. ছহীহুল জামে' হা/৪৬৭৫।
৪১. মুসলিম হা/২১৯২।
৪২. তিরমিযী হা/২০৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৪৬।
৪৩. বুখারী হা/৩২৮০, ৩৩০৪; মুসলিম হা/২০১২; মিশকাত হা/৪২৯৪।

Contents

শোকর

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(শেষ কিস্তি)

শোকরের ছওয়াব ইচ্ছার সাথে যুক্ত নয় :

আল্লাহ তা'আলা অনেক আমলের প্রতিদান তাঁর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করে রেখেছেন। চাইলে তিনি ছওয়াব দিবেন, না চাইলে না দিবেন। যেমন দো'আ কবুল করা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ 'বরং তখন তো তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর তোমরা যে বিপদের জন্য তাঁকে ডেকেছিলে তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন' *(আন'আম ৬/৪১)*।

ক্ষমা করা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ 'তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' *(আলে ইমরান ৩/১২৯)*। রূযী প্রদান সম্পর্কে তার বক্তব্য وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রূযী দান করে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২১২)*। তওবা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে, وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার তওবা কবুল করেন' *(তওবা ৯/১৫)*।

কিন্তু ইচ্ছা যুক্ত করা ছাড়াই শোকরকে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ 'আমরা সত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করব' *(আলে ইমরান ৩/১৪৫)*। অন্য আয়াতে আছে, وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ 'আল্লাহ সত্বর তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন' *(আলে ইমরান ৩/১৪৪)*। তিনি আগের মতো বলেননি যে,سيجزي الشاكرين إن شاء 'তিনি চাইলে শোকরকারীদের অচিরেই প্রতিদান দিবেন'। অথবা বলেননি, سيجزي إن شاء الشاكرين 'অচিরেই তিনি ইচ্ছা হ'লে শোকরকারীদের প্রতিদান দিবেন'।

শোকরকারীদের আল্লাহ্র গুণে বিভূষিত করা :

মহান আল্লাহ স্বয়ং নিজেকে শাকের (شَاكِرًا) ও শাকূর (شَكُورًا) নামে নামাঙ্কিত করেছেন। আবার শোকরকারীদেরও তিনি শাকের (شَاكِرِينَ) নামে অভিহিত করেছেন।

প্রিয় পাঠক, এতেই আপনি বুঝুন- শোকরকারীদের সাথে আল্লাহ্র মহব্বত কতখানি এবং তাদের মর্যাদা কত বেশী।[১]

দো'আ কবুল হওয়া :

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাধক। তাকে একবার বলা হয়েছিল, আমরা দো'আ করি কিন্তু তা কবুল হয় না কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তার কারণ তোমরা আল্লাহকে চেন, কিন্তু তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল না। তোমরা রাসূলকে চেন, কিন্তু তাঁর সুন্নাহ্র অনুসরণ কর না। তোমরা কুরআনকে চেন-জান, কিন্তু তদনুযায়ী আমল কর না। তোমরা আল্লাহ্র নে'মত ভোগ কর কিন্তু সেজন্য তাঁর শোকর আদায় কর না। তোমরা জান্নাত সম্পর্কে জান, কিন্তু তা তালাশ কর না। তোমরা জাহান্নাম সম্পর্কে জান কিন্তু তা থেকে পালাও না। তোমরা শয়তানকে চেন-জান, কিন্তু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে বরং তার সাথে সহমত পোষণ কর। মৃত্যুকে তোমরা জান কিন্তু তার জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ কর না। তোমরা মৃতজনদের দাফন করে থাক কিন্তু তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ কর না। তোমরা নিজেদের দোষ-ত্রুটি ছেড়ে দিয়ে মানুষের দোষ-ত্রুটি ধরায় ব্যস্ত থাক।(এসব কারণে তোমাদের দো'আ কবুল হয় না)।[২]

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা :

ইসলামী শরী'আত আমাদেরকে মানুষের উপকার ও অনুগ্রহ লাভ হেতু তাদের শোকর আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আমাদেরকে বিশেষভাবে যাদের শোকর আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা হ'লেন, আমাদের মাতা-পিতা। আল্লাহ বলেন, أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ 'তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও' *(লোকমান ৩১/১৪)*।

আলেমগণ বলেছেন, أَحَقُّ النَّاسِ بَعْدَ الْخَالِقِ الْمَنَّانِ بِالشُّكْرِ وَالْإِحْسَانِ وَالْتِزَامِ البر والطاعة له وَالْإِذْعَانِ مَنْ قَرَنَ اللهُ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَشُكْرِهِ بِشُكْرِهِ وَهُمَا الْوَالِدَانِ، 'অনুগ্রহশীল সৃষ্টিকর্তার পরে যাদের শোকর, উপকার, সদাচার, আনুগত্য ও মান্য করার প্রয়োজন সর্বাধিক তারা হ'লেন মাতা-পিতা। আল্লাহ তা'আলা নিজের ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্য ও শোকরের আদেশের সাথে যুক্ত করে তাদের প্রতি সদাচার ও উপকার করার আদেশ দিয়েছেন'।[৩]

যেমন নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে যে ব্যক্তি কারো উপকার করল তার শোকর আদায় করতে আদেশ দিয়েছেন। জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ 'যাকে কোন উপহার দেওয়া হয়েছে সামর্থ্য থাকলে সে যেন তার প্রতিদান (উপহারের বিনিময়ে উপহার) দেয়। আর যদি সামর্থ্য না

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

*** ঝিনাইদহ।*

১. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/২৪২-২৪৪।

২. তাফসীরে কুরতুবী ২/৩০৩ পৃঃ।

৩. তাফসীরে কুরতুবী ৫/১৭১।

থাকে তাহ'লে সেজন্য যেন তার প্রশংসা করে। যে (উপহারের বিনিময়ে) উপহারদাতার প্রশংসা করে সে তার শোকর আদায় করে। আর যে তা (উপহারের কথা) লুকিয়ে রাখে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে'।[৪]

অতএব হে বন্ধু! তুমি যদি প্রতিদান দেওয়ার সামর্থ্য না রাখ তাহ'লে দাতার প্রশংসা করো। যেমন তুমি মুখে বল, جَزَاكَ اللهُ خيْرًا 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন'। কেননা দো'আ শোকরের একটি মাধ্যম। বলা হয়েছে, من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر 'প্রতিদান দানে যার দু'টি হাত খাটো, সে যেন শোকরের ভাষা বর্ণনায় তার জিহ্বা দীর্ঘ করে'।

মানুষের শোকরের বা কৃতজ্ঞতার একটি দিক উপহারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা। আল-মুনাভী (রহঃ) বলেছেন, ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء ولا يحتقره 'শোকরের পরিপূর্ণতার মধ্যে রয়েছে প্রাপ্ত উপহারের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করা'।[৫]

আবার মানুষের শোকর আদায়ের সাথে আল্লাহ্র শোকর আদায় যুক্ত করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে না'।[৬] হাদীছটির মর্মার্থ হ'ল : বান্দা আল্লাহ্র প্রতি যে শোকর প্রকাশ করে তা তিনি কবুল করেন না যখন সে তার প্রতি মানুষের করা অনুগ্রহের শোকর প্রকাশ করে না। অথবা উহার অর্থ এই যে, মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়া যার স্বভাব ও অভ্যাস, মানুষের স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়াও তার স্বভাবে অচিরেই প্রকাশ পাবে।

এখানে মানুষের শোকর ও রবের শোকরের মধ্যে তফাত রয়েছে। রবের শোকরের মধ্যে রয়েছে নত হওয়া, ছোট হওয়া, উবূদিয়াত বা দাসত্ব করা। আর মানুষের শোকর হ'ল, তার অনুগ্রহের বদলা দেওয়া, তার জন্য দো'আ করা, তার প্রশংসা করা ইত্যাদি। মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তার সামনে নত হওয়া, নিজের তুচ্ছতা যাহির করা ও উবূদিয়াত বা দাসত্ব করা মোটেও বৈধ হবে না।

জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, 'তোমার থেকে যে ঊর্ধ্বে- অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর শোকর হবে আনুগত্য দ্বারা, যে তোমার সমান তার শোকর হবে প্রতিদান দ্বারা, আর যে তোমার নীচে তার শোকর হবে উপকার করা দ্বারা'।[৭]

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা হ'লেন সার্বিক ও পরিপূর্ণ শোকর লাভের যোগ্য। পক্ষান্তরে বান্দা সীমিত কৃতজ্ঞতার অধিকারী। আল্লাহই তাকে যতটুকু কল্যাণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তা করার দরুন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে। যেমন সন্তান প্রতিপালনের জন্য মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা, শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।[৮]

সুতরাং মাখলূকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতায় কোনই সমস্যা তৈরী হয় না। সমস্যা হয় তাকে নিয়ে যে মাখলূকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার শোকর আদায় করে না। আর মুছীবত তো এখানেই।

মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা দাবী করা :

একজন মুসলিম যখন তার কোন ভাইয়ের উপকার করে তখন তার জন্য ঐ ভাইয়ের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা লাভের অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়। সে বরং মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছওয়াব ও প্রতিদান লাভ এবং ঐ ভাইয়ের থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করার অপেক্ষায় থাকবে। উপকৃত ব্যক্তি থেকে যদি সে কৃতজ্ঞতা লাভের আশায় উপকার করে তাহ'লে সে হয়ে পড়বে রিয়াকারী এবং খ্যাতি প্রত্যাশী (যা সম্পূর্ণ হারাম এবং ছোট শিরক বলে খ্যাত)। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমরা এহেন আচরণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আশ্রয় চাই।

বিজ্ঞজনরা তো বরং উপকারকারীর মাঝে প্রশংসা লাভের বাসনা আঁচ করা গেলে উপকৃত ব্যক্তির জন্য তার সামনে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উচিত হবে না বলেছেন। কেননা কৃতজ্ঞতা দাবী করা এক প্রকার যুলুম। আর আমাদেরকে যুলুমের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯]

নে'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা :

অকৃতজ্ঞতা (الْكُفْر) কৃতজ্ঞতা (الشُّكْر)-এর বিপরীত শব্দ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের যেসব নে'মত দিয়েছেন সে সবের প্রতি অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। এজন্যই সালাফে ছালেহীন আল্লাহ্র কোন নে'মত ভোগ করে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে যায় কি না তা নিয়ে প্রায়শই তটস্থ থাকতেন।

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে দেখুন তিনি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া কোন নে'মতের মাঝে যখন চোখ বুলাতেন তখন এই বলে দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُبَدِّلَ نِعْمَتَكَ كُفْرًا، أَوْ أَكْفُرَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا، أَوْ أَنْسَاهَا فَلاَ أُثْنِيَ بِهَا– 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি তোমার দেওয়া নে'মতকে অকৃতজ্ঞতায় রূপান্তর করা থেকে অথবা নে'মতকে জানা-বুঝার পর গোপন করে ফেলা থেকে অথবা নে'মতের কথা ভুলে যাওয়ায় তার প্রশংসা না করা থেকে'।[১০]

---

৪. আবুদাঊদ হা/৪৮১৩; তিরমিযী হা/২০৩৪; মিশকাত হা/৩০২৩; ছহীহাহ হা/৬১৭।
৫. মুনাভী, ফায়যুল কাদীর ৬/২২।
৬. আবুদাঊদ হা/৪৮১১; তিরমিযী হা/১৯৫৪; মিশকাত হা/৩০২৫।
৭. আলূসী, রূহুল মা'আনী ১/২৫৮।
৮. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১৪/৩৩৯।
৯. ইমাম নববী, আল-আযকার, পৃঃ ৬১৫।
১০. শু'আবুল ঈমান হা/৪৫৪৫।

কোন কোন মানুষ কিছু কিছু অবস্থায় নে'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে থাকে। এরূপ কিছু অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল :

বিপদকালে অকৃতজ্ঞতা :

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُوْرٌ– 'আর যদি আমরা মানুষকে আমাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই। অতঃপর তার থেকে আমরা তা ছিনিয়ে নেই, তখন সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে' *(হূদ ১১/৯)*। ইবনু জারীর বলেন, كَفُوْرٌ لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ، قَلِيْلُ الشُّكْرِ لِرَبِّهِ الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْهِ بِمَا كَانَ وَهَبَ لَهُ مِنْ نِعْمَتِهِ– 'যে তার উপর নে'মত বর্ষণ করেছে (আল্লাহ) তাকে সে অনুগ্রহকারী বলে স্বীকার করতে পারে না, বরং তার অনুগ্রহকারী প্রভুর কৃতজ্ঞতা সে অল্পই প্রকাশ করে'।[১১]

আর যখন কোন মানুষ জানবে বুঝবে যে, তার জীবনে দেখা দেওয়া বিপদ-আপদ তারই অপরাধের কারণে হয়েছে, তখন সে বরং পাপ মোচনের সুযোগ পেয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে এবং নিজের মনকে ত্রুটির জন্য ভর্ৎসনা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ– لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ–

'না যমীনের বুকে নেমে আসা কোন মুছীবত, না তোমাদের নিজেদের মধ্যে দেখা দেওয়া কোন বিপদ এমন আছে যা আমা কর্তৃক অস্তিত্বদানের পূর্বেই একটি গ্রন্থে লেখা নেই। এ কাজ আল্লাহ্র জন্য খুব সহজ। এ লিখে রাখা এজন্য যে, তোমাদের (জীবন থেকে) যা ছুটে গেছে সেজন্য যেন তোমরা আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা মিলান সেজন্য দুর্বীনিত অহংকারী না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(হাদীদ ৫৭/২৩)*।

এদিকে আল্লাহ তা'আলা 'কানূদ' (كَنُوْدٌ)-এর নিন্দা করেছেন। কানূদ ঐ ব্যক্তি যে বিপদে পড়ে নে'মতের কথা ভুলে যায়। হাসান বাছরী (রহঃ) আল্লাহ্র বাণী সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ 'নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ' *(আদিয়াত ১০০/৬)*। মানুষ তার উপর আপতিত মুছীবতগুলো গণনা করে কিন্তু তাকে প্রদত্ত নে'মত সমূহের কথা ভুলে যায়।[১২]

আজকের দিনে হে পাঠক! আপনি যদি কোন ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করেন যার আয় ছিল লাখ টাকা যা এখন পঞ্চাশ হাযারে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, অবস্থা কেমন যাচ্ছে? তখন সে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলবে, বেচা-কেনা একেবারে নেই। খুব লসের মধ্যে কালাতিপাত করছি। অথচ তার কর্তব্য ছিল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা করা।

এ বিষয়টা মেয়েদের বেলায় আরো বেশী স্পষ্ট। আপনি যদি তাদের কারো যুগ যুগ ধরে উপকার করেন আর তারপর সে আপনার থেকে কোন একটা ত্রুটি দেখতে পায়, তাহ'লে সে বলে বসে যে, আমি তোমার থেকে ভাল কিছু কখনো হ'তে দেখলাম না। এমন মন্তব্য বড় স্বৈরাচারমূলক। জাহান্নামীদের অধিকাংশই হবে মহিলা। তার কারণ তারা স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অতএব স্বামীর নে'মতের শোকর ত্যাগের জন্য যখন জাহান্নামে যেতে হচ্ছে, তখন যারা আল্লাহ্র নে'মতের শোকর ত্যাগ করে তাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে একবার ভাবুন।

ছবর ও শোকর :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, الْإِيْمَانُ نِصْفَانِ نِصْفٌ صَبْرٌ وَنِصْفٌ شُكْرٌ 'ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক শোকর, আর অর্ধেক ছবর'।[১৩] বিদ্বানমণ্ডলী ধৈর্যশীল দরিদ্র ও শোকরকারী ধনীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। কোন কোন বিদ্বানের মতে নিরাপত্তা ও সুস্থতার সাথে শোকর বালা-মুছীবতে পতিত হয়ে ধৈর্য ধরা থেকে শ্রেয়।

মুতার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, لَأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ– 'আমি নিরাপদ ও সুস্থ থেকে শোকর আদায় করি এহেন অবস্থা আমার নিকট আমার ঐ অবস্থা থেকে বেশী পসন্দনীয় যাতে আমি মুছীবতে পতিত হয়ে ছবর করি'।[১৪]

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, 'যদি আমি নে'মত পেয়ে শোকর করতে সমর্থ হই, তাহ'লে তা আমার মুছীবতের শিকার হয়ে ছবর করা থেকে উত্তম হবে'। আর নবী করীম (ছাঃ)ও উপদেশ দিয়েছেন যে, سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ 'তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা এবং সুস্থ-নিরাপদ জীবনের জন্য দো'আ করো'।[১৫] তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট বালা-মুছীবত চাইতে এবং তাতে ধৈর্য ধরার সামর্থ্যের জন্য দো'আ করার উপদেশ দেননি।

আবার কোন কোন বিদ্বান বালা-মুছীবতে ধৈর্য ধারণকে সুস্থ-নিরাপদ থেকে শোকর আদায় অপেক্ষা শ্রেয় বলেছেন। তবে বাহ্য দৃষ্টিতে দেখলে শোকর ও ছবর উভয়ই তাদের অধিকারীর জন্য উত্তম। ধনীর জন্য শোকর উত্তম এবং

১১. *তাফসীরে ত্বাবারী ৭/৯ পৃঃ।*
১২. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/৭০০ পৃঃ।*
১৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/৩০৪।*
১৪. *শু'আবুল ঈমান হা/৪৪৩৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৪৬৮।*
১৫. *তিরমিযী হা/৩৫৫৮, হাদীছটি তাঁর মতে হাসান।*

গরীবের জন্য ছবর উত্তম। আবু সাহল আছ-ছা'লূকীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'শোকর ও ছবরের মধ্যে কোনটি উত্তম? তিনি বললেন, ক্ষেত্র অনুসারে উভয়ই সমান। শোকর হ'ল সুখের সময় পালনীয় আর ছবর হ'ল দুঃখ-কষ্টে পালনীয়'।[১৬]

মুছীবতে শোকর :

মুছীবতে ছবর করা থেকে যদি আল্লাহ্র শোকর ও প্রশংসা করা হয় তাহ'লে সেটাই হবে সবচেয়ে উঁচু স্তরের কাজ। কবি বলেন,

أزيحت لنفسي علتاها فأعرضت

عن البث والشكوى الى الشكر والحمد

'মুছীবতের পাহাড় যখন চেপে বসে আমার পরে
দুঃখ-ব্যথায় পাশ কাটিয়ে শোকর করি প্রভুর তরে'।

মুছীবতও আসলে নে'মতশূন্য নয়। তাইতো মুছীবতেও শোকর করা কর্তব্য। ইমামুল হারামাইন আবু আলী আল-জুওয়াইনী (রহঃ) বলেন, شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها لأنها نعم بالحقيقة، بدليل أنها تعرض العبد لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأغراض كريمة تتلاشى في جنبها شدائد– 'দুনিয়ার বিপদাপদ বান্দার পক্ষে শোকর আদায়েরই বিষয়। এগুলোও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র নে'মত। তার প্রমাণ এই যে, বিপদাপদ বান্দার জন্য অনেক অনেক উত্তম কল্যাণ, প্রচুর ছওয়াব ও মহৎ উদ্দেশ্য বয়ে আনে, যার তুলনায় আপতিত বালা-মুছীবত কিছুই না'।[১৭]

শুরাইহ (রহঃ) বলেছেন, ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلث نعم إلا يكون في دينه وأن لا تكون أعظم مما كانت وأنها لا بد كائنة فقد كانت– 'যে কোন বান্দাকে একটি মুছীবত স্পর্শ করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাতে তার জন্য তিনটি নে'মত অবশ্যই থাকে। (১) মুছীবতটা তার দ্বীন সংক্রান্ত নয় (২) যে মুছীবত চেপেছে তার থেকেও বড় মুছীবত চাপতে পারত, কিন্তু তা চাপেনি। (৩) মুছীবতটা অবশ্যই হওয়ার কথা ছিল এবং তা হয়ে গেছে'।[১৮] সুতরাং বান্দা যখন এসব কথা জানতে পারল, তখন আগত মুছীবতে এই ভেবে সে শোকর করবে যে, মুছীবতটা তার দ্বীন-ধর্ম সংক্রান্ত নয়, যা হয়েছে তার থেকে বড় বিপদ তো হয়নি এবং বিপদটা হয়ে তার শেষও হয়ে গেছে।

মুছীবতের ভাল দিকগুলো চিন্তা করতে পারলে মুছীবতেও শোকর করা যায়। যেমন মুছীবতগ্রস্ত ব্যক্তি আগত মুছীবতের বিনিময়ে ছওয়াব পেয়ে থাকে।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة 'মুছীবত থেকে মুছীবতের ছওয়াব অনেক বড় ও বেশী বলে আস্থাশীল নয় তার থেকে মুছীবতে শোকর আশা করা যায় না'।[১৯]

উপসংহার :

আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নানা নে'মত দ্বারা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং হে পাঠকবৃন্দ! আপনারা তার ইবাদত-বন্দেগীতে তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবেন না, বরং এককভাবে কেবল তারই শোকর ও ইবাদত করবেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে শোকরকারী মানুষের সংখ্যা কম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ– 'বস্তুতঃ আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞদের সংখ্যা খুবই কম' *(সাবা ৩৪/১৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ– 'বস্তুতঃ আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না' *(বাক্বারাহ ২/২৪৩)*।

মহান খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একবার এক লোককে এই বলে দো'আ করতে শুনলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে স্বল্পসংখ্যকদের অন্তর্ভুক্ত কর। তিনি তাকে বললেন, এটা কী দো'আ? সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلٌ 'আর অল্প কয়েকজন ব্যতীত কেউই তার সাথে ঈমান আনেনি' *(হূদ ১১/৪০)*। তিনি বলেন, وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ 'বস্তুতঃ আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞদের সংখ্যা খুবই কম' *(সাবা ৩৪/১৩)*। তিনি আরও বলেন, إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ– 'তবে তারা ব্যতীত যারা আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে। আর তারা সংখ্যায় কম' *(ছোয়াদ ৩৮/২৪)*। ওমর (রাঃ) শুনে বললেন, তুমি সত্য বলেছ'।[২০]

এর কারণ, অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান লা'নতপ্রাপ্ত হওয়ার সময় তার কাঁধে এই দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল যে, সে মানুষকে গোমরাহ করবে এবং তাদেরকে শোকর করতে বাধা দিবে। তার কথা কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ– 'অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে

১৬. *সূয়ূতী, আদ-দুররুল মানছূর ১/৩৭১।*
১৭. *মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর ২/১৩৩।*
১৮. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ২৩/৪২।*
১৯. *গাযালী, এইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/১৩১।*
২০. *ইমাম আহমাদ, আয-যুহদ, পৃ. ১১৪।*

আসব তাদের সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে, সবদিক থেকে। আর তখন আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না' *(আ'রাফ ৭/১৭)*। ইবলীস শোকরের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব ঠিকই বুঝেছিল। সেজন্যই মানবজাতিকে সে শোকর আদায়ে বাধা দিতে প্রতিজ্ঞা করেছে।

জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, لو علم الشيطان أن طريقا توصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيها 'শয়তান যদি জানত আল্লাহর নিকট পৌঁছার জন্য শোকর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন পথ আছে, তাহ'লে সেই পথেই সে অবস্থান নিত'।[২১]

এজন্যই শোকর আদায় মহা কঠিন কাজের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেন, وذكر أن توفية شكر الله تعالى صعبة ولذلك لم يثن سبحانه بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين نوح وإبراهيم عليهما السلام 'বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর শোকর পুরোপুরি আদায় করা একটা কঠিন ব্যাপার। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অলীদের মধ্য হ'তে কেবল নূহ (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ) ছাড়া আর কারো শোকরের জন্য প্রশংসা করেননি'।[২২]

সূরা বালাদের ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ 'নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রমনির্ভর রূপে'। এ প্রসঙ্গে হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, يُكَابِدُ الشُّكْرَ عَلَى السَّرَّاءِ وَيُكَابِدُ الصَّبْرَ عَلَى الضَّرَّاءِ 'সে সুখের দিনে সচ্ছল অবস্থায় মেহনত করে শোকর আদায় করে এবং দুঃখের দিনে কষ্টের অবস্থায় মেহনত করে ধৈর্য ধারণ করে'।[২৩] সুতরাং যথার্থ শোকর করতে হ'লে অনেক চেষ্টা ও কষ্ট-ক্লেশ সইতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাওফীক দিন- আমরা যেন সঠিক কথার নাগাল পাই এবং আপনার গ্রন্থ ও আপনার নবীর সুন্নাহ মযবূত করে আঁকড়ে ধরি, আর আপনি আমাদের উপর যেসব অনুগ্রহ করেছেন আমরা যেন তার শোকর আদায় করতে পারি সে সামর্থ্য আমাদের দিন। যেভাবে শোকর করলে আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন সেভাবে শোকর আদায়ের ক্ষমতা দিন। আর আমাদেরকে ইবলীসের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আপনি দো'আ শ্রবণকারী, অতি নিকটে সাড়া দানকারী। আর আল্লাহ রহম করুন নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর ছাহাবীগণের সকলের উপর, সেই সঙ্গে তাঁদের সকলের উপর অজস্র সংখ্যায় শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!

---

২১. *ফায়যুল ক্বাদীর ১/৫২৬।*
২২. *রুহুল মা'আনী ১৩/১৮৯।*
২৩. *তাফসীরে কুরতুবী ২০/৫৬।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ১৩০৩) পরিচালিত 'কাযী হজ্জ কাফেলা' এ বছরও হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বিভিন্ন প্যাকেজে হজ্জ ও ওমরাহর বুকিং চলছে

Contents

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*
৩. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছাওম' অধ্যায়।
৪. *বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।*
৭. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৮. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মারফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মাওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।*

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোটকথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে পালিত হয়। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বলম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুকে দুধ পান করানোও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন 'ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১০]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১১]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১২]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কার শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

---

৯. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*

১০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।

১১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*

১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

Contents

দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজের নৃশংসতা

নাওয়াস বিন সাম'আন আল-কিলাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি এতে আমাদের ধারণা সৃষ্টি হ'ল যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের পাশেই বিদ্যমান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে চলে গেলাম, তারপর আবার আমরা তার নিকট ফিরে এলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতির চিহ্ন দেখে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের কি হয়েছে?' আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় উপস্থাপন করেছেন যে, আমাদের ধারণা হয়েছিল, হয়তো সে খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বললেন, 'তোমাদের ব্যাপারে দাজ্জাল ছাড়াও আমার আরো কিছুর আশংকা রয়েছে। যদি সে আমার জীবদ্দশাতেই তোমাদের মাঝে আসে তাহ'লে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হব। আর সে যদি আমার অবর্তমানে আবির্ভূত হয়, তাহ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাকে প্রতিহত করবে। আর আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে সহায় হবেন।

সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত (কোকড়া) চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক, সে হবে আব্দুল উযযা বিন কাতানের ন্যায়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাকে দেখে তাহ'লে সে যেন সূরা কাহফ-এর প্রথম দিরেক আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। তিনি বললেন, সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এক এলাকা হ'তে আত্মপ্রকাশ করবে। [তার সাথে সত্তর হাযার ইহুদী খোলা তরবারী নিয়ে অবস্থান করবে *(ছহীহুল জামে' হা/৭৮৭৫)*]। তারপর সে ডানে-বামে ফিৎনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহ্র বান্দাহগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে কতদিন দুনিয়াতে থাকবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান এবং একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনের মত।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি মনে করেন, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, তাতে একদিনের ছালাত আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না, বরং তোমরা সেদিনের সঠিক অনুমান করে নিবে এবং সে অনুযায়ী ছালাত আদায় করবে।

আমরা আবার প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে তার চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি বললেন, তার চলার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায়। তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের দিকে আহ্বান জানাবে। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে এবং তার দাবী প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হ'তে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদও তার পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে।

তারপর সে অন্য জাতির নিকট গিয়ে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। তখন সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ করবে এবং সে অনুযায়ী আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তারপর সে যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে এবং সে মুতাবেক যমীন ফসল উৎপাদন করবে। তারপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়ে উচু কুঁজবিশিষ্ট, গোশতবহুল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হবে। তারপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভিতরের খনিজভাণ্ডার বের করে দে। তারপর সে সেখান হ'তে ফিরে আসবে এবং সেখানকার ধনভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে, যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছিকে অনুসরণ করে।

তারপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহ্বান করবে। সে তলোয়ারের আঘাতে তাকে দুই টুকরা করে ফেলবে। তারপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। [দাজ্জাল এক ব্যক্তিকে একাধিকবার জীবিত বা মৃত্যু দান করতে পারবে না। যা দেখে মুমিনগণ তার প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে। ফলে তারা তাকে বিশ্বাস করবে না *(বুখারী হা/১৮৮২; মুসলিম হা/২৯৩৮)*। অপরদিকে ইমাম মাহদী লোকদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে থাকবেন। একদিন তিনি দামেশকের এক মসজিদে আছরের ছালাতের সময় জামা'আত শুরুর অপেক্ষায় থাকবেন *(মুসলিম হা/১৫৬; মিশকাত হা/৫৫০৭)*। এমন সময় হলুদ রঙের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফিরিশতার ডানায় ভর করে ঈসা ইবনু মারয়াম (আঃ) অবতরণ করবেন। তিনি তার মাথা নীচু করলে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং উচু করলেও মণিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস (কাফিরদের) যে ব্যক্তিকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তার নিঃশ্বাস দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। তারপর তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করবেন এবং তাকে 'লুদ্দ' (ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পাশের একটি স্থান)-এর নগরদ্বারপ্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন। [এরপর ঈসা (আঃ) মুসলমানদের সাথে নিয়ে ইহুদী সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করবেন। মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহ্র বান্দা! এই তো ইহুদী আমার পশ্চাতে। এসো, তাকে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' গাছ এ কথা বলবে না। কারণ এটা ইহুদীদের গাছ *(মুসলিম হা/২৯২২)*। এরপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজদা করা তামাম দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ হ'তে অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে *(বুখারী হা/৩৪৪৮)*]। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মতো এভাবে তিনি দিন অতিবাহিত করবেন। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দাজ্জালের হাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকজন ঈসা (আঃ)-এর নিকট আগমন করবেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডল থেকে ধূলো ঝেড়ে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দানের বিষয়ে আলোচনা করবেন *(ছহীহুল জামে' হা/৪১৬৬)*। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ইলহাম প্রেরণ করবেন, 'আমার বান্দাদেরকে তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। কেননা আমি এমন একদল বান্দা প্রেরণ করছি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই'। তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হ'ল, 'তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হ'তে ছুটে আসবে' *(আম্বিয়া ২১/৯৬)*। তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয়ই এই জলাশয়ে কোন সময় পানি ছিল। তারপর বায়তুল মাক্বদিসের পাহাড়ে (জাবালুল খামার) পৌঁছার পর তাদের অভিযান সমাপ্ত হবে। [অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা সামনে যাকে পাবে তাকে হত্যা করবে। কেবল যারা দুর্গে, জঙ্গল বা সুরক্ষিত এলাকায় অবস্থান করবে তারাই রেহাই পাবে *(আহমাদ হা/১১৭৪৯; ছহীহাহ হা/১৭৯৩)*]। তারা পরস্পর বলবে, আমরা তো দুনিয়ায় বসবাসকারীদের ধ্বংস করেছি, এবার চল আকাশে বসবাসকারীদের ধ্বংস করি। তারা এই বলে আকাশের দিকে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরসমূহ রক্তে রঞ্জিত করে ফেরত দিবেন। তারপর ঈসা ইবনু মারয়াম (আঃ) ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত হবেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের একশত দীনারের চাইতে বেশি উত্তম মনে হবে।

তিনি বলেন, তারপর ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীরা আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ হয়ে দো'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে নাগাফ নামক কীটের উদ্ভব করবেন। তারপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে। তখন ঈসা (আঃ) তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় হ'তে) নেমে আসবেন। সেখানে তিনি এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পচা দুর্গন্ধময় গোশত-রক্ত ছড়িয়ে থাকবে না। তারপর ঈসা এবং তার সাথীরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন। সেই পাখি ওদের লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তূণীরগুলো মুসলমানগণ সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘর-বাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে। তারপর যমীনকে বলা হবে, তোমার ফল ও ফসলসমূহ বের করে দাও এবং বরকত ও কল্যাণ ফিরিয়ে দাও। তখন এরূপ পরিস্থিতি হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।

দুধেও এরূপ বরকত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভীর দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন যা সকল ঈমানদারের জান কবয করে নিবে এবং শুধু দুশ্চরিত্রের লোকজন অবশিষ্ট থাকবে, যারা গাধার মতো প্রকাশ্যে নারী সম্ভোগে লিপ্ত হবে। তারপর তাদের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে *(মুসলিম হা/২৯৩৭; তিরমিযী হা/২২৪০; মিশকাত হা/৫৪৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৪১৬৬)*।

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

সদ্য প্রকাশিত বই

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

Contents

কবিতা

আত-তাহরীক সাহিত্য পুরস্কার'১৬

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আত-তাহরীক-এর কাছ থেকে পেলাম সাহিত্য পুরস্কার
খুলে দিল আমার লেখনীর প্রবাহ উন্মুক্ত হ'ল দ্বার।
জীবনের শত কৃতজ্ঞতা রইল তোমাদের তরে আজ,
উপহার সে তো স্বর্ণকমল শিরেতে পরালো তাজ।
ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক সহ আত-তাহরীক পরিবারে,
তোমরা ফুটালে আলোর ফোয়ারা কাটিয়ে রাতের আঁধারে।
তোমাদের উৎসাহে বাংলায় আজি সাহিত্যের ফোটা ফুল,
নদী ভর ভর ঢেউ টলমল উচ্ছল দু'টি কূল।
উঠিলো বাংলায় সাহিত্যের প্রবাহ তোমাদের উপহারে
উছলি বন্যা আঘাত হানিছে সাহিত্যের বদ্ধ দ্বারে।
আমার প্রাণের সহস্র সালাম লও গো আত-তাহরীক,
জুটাও অলী আর ফোটাও গোলাপ ধরণীর সর্বদিক।
নয় নয় শুধু সাহিত্য সম্ভার ছহীহ হাদীছ ও আল-কুরআন,
তোমরা সবার ফুটালে চক্ষু এটা তো আল্লাহ্র দান।
দো'আ করি আমি হৃদি-মন দিয়ে আত-তাহরীক পরিবারে,
শক্তি দাও গো আঘাত হানিতে মিথ্যার দুয়ারে।

আমানত

হাসানুয্যামান
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ
কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া।

ছোট বড় সবাই মিলে
সবার কথা ভাববো,
শত বাধা আসলে তবুও
সত্য কথা বলবো।
কুসংস্কারে ভরে গেছে
বর্তমান এই সমাজ
বেপর্দায় সব চলছে নারী
নেইকো তাদের লাজ।
নারীরা সব সাজসজ্জা করে
ঘোরে পার্কে ও মার্কেটে,
তাই দেখে যুবক ভাইয়েরা
পড়ে খুব বিপাকে।
স্কিন নামে পরছে পোষাক
পড়ছে জিন্স ও তেরেনাম,
একটু ভেবে দেখ নারী
কি হবে তোমার পরিণাম!
পাশ্চাত্যের ঐ ডিশের লাইন
পৌঁছেছে সব ঘরে ঘরে,
নারী-পুরুষ দেখছে পর্ণো ছবি
লিপ্ত হচ্ছে ব্যভিচারে।
এসো মোরা ভাল জিনিস দেখি
করি না যেন খেয়ানত,
চক্ষু মোদের দিয়েছেন প্রভু
এ যে তাঁর আমানত।

ভাসাইও না সাগরে

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

দুখী মানুষের পাশে
কে দাঁড়ায় বল?
যখন সে অসহায়!
আপন মানুষটিও তার
পর হয়ে যায় ছিন্ন করে পরিচয়।
ভাঙা ঘর, গড়িয়ে পড়ে পানি
ভাঙে নিশুতি রাতের ঘুম,
কালবৈশাখী ঝড়ের আঘাতে ভাঙে
ঘরের খুঁটি, বসত ঘরের রুম।
হোগলা পাতা আর পাটকাঠির বেড়াগুলো
ভেঙে হয় চুরমার,
নষ্ট করে দিয়ে এক মুঠো স্বপ্ন
সাজানো সংসার।
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো দুঃখ-কষ্টগুলি
ছাড়তে নাহি চায় মোরে,
দুঃখ-কষ্টকে তাই দেইনি হারাতে
নিয়েছি আপন করে।
আল্লাহ তুমি ধৈর্য দিয়ো
সইতে সব কষ্ট-যাতনারে
বিপদে মোরে তরাইয়া নিয়ো
ভাসাইও না সাগরে॥

মরণকে স্মরণ

মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

দু'চোখ ভরা রঙিন স্বপ্ন,
পাহাড়-সম সাধ
এক নিমেষে মরণ এসে
করে ধূলিসাৎ।
দাপট-সাপট-তাকাব্বরী
বাহাদুরি যত সব
মরণ নামক যাঁতাকলে
পিষ্ট হবে সব।
সুরম্য প্রাসাদ গড়ন,
দামী গাড়ি ক্রয়
সবকিছু হয় অলীক স্বপন
মরণ ঘটনায়।
পত্নী কিবা ছেলেপুলে
রাখতে নারায পাশে,
মরণ হ'লেই মৃত বলে
পাঠায় কবর দেশে।
মাটি হ'তে সৃষ্ট দেহ
মাটির ঘরে ফেরে,
দ্বার-খিড়কি বিনে সেথা
একাই বসত করে।
আসল কথা জীবন-খাতা
মরণ দ্বারা ভরে,
তাকেই সদা করি স্মরণ
জীবন-মায়া ছেড়ে।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)-এর সঠিক উত্তর

১. জান্নাতীরা আদম (আঃ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট ৬০ হাত লম্বা ও ৭ হাত মোটা হবে *(ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৭০০)*।

২. তাদের বয়স হবে ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর *(তিরমিযী হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৩৯৭)*।

৩. জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে *(বুখারী হা/৩৩২৭; মুসলিম হা/২৮৩৪)*।

৪. জান্নাতীদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে 'সালাম' *(ইউনুস ১০/১০)*।

৫. খাবার ঢেকুর ও কস্তুরী ন্যায় সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে) *(মুত্তাফাক আলাইহ মিশকাত হা/৫৬১৯)*।

৬. তারা নিঃশ্বাস ত্যাগের ন্যায় প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর প্রশংসা করবে *(মুসলিম হা/২৮৩৫)*।

৭. জান্নাতীরা তাদের আমল অনুযায়ী দুই বা ততোধিক জান্নাতী স্ত্রী পাবে। শহীদের হবে ৭২টি স্ত্রী *(ছহীহুল জামে' হা/৫১৮২)*।

৮. আল্লাহ্র নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, জান্নাতে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (জান্নাতে) ৭২টি সুনয়না হূরের সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (ক্বিয়ামতের দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহ্র দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে *(ছহীহুল জামে' হা/৫১৮২)*।

৯. জান্নাতের সকল স্ত্রীই সদা পবিত্রা থাকবে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের স্রাব, মল, কফ, থুথু, ঋতু ইত্যাদি কিছুই থাকবে না *(বুখারী হা/৩৩২৭; মুসলিম হা/২৮৩৫)*।

১০. একশত পুরুষের সমান শক্তি প্রদান করা হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৬)*।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভৌগলিক প্রশ্ন)-এর সঠিক উত্তর

১. চীনের একটি নদী, একে চীনের দুঃখ বলা হয়।
২. ট্রাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মিলিত স্রোতধারার নাম। এটা ইরাকে অবস্থিত।
৩. নীলনদের দেশ। ৪. জাম্বেসী নদীতে।
৫. কঙ্গো নদীর মোহনায়। ৬. লিমোগো নদীকে।
৭. নীলনদ, উগাণ্ডা, সুদান ও মিশরে।
৮. আমাজান। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রাজিলে।
৯. দানিয়ুব। ১০. ভলগা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জান্নাত)

১. জান্নাতবাসীদের সাথে আল্লাহ কিভাবে কথা বলবেন?
২. ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে কি বলবেন?
৩. জান্নাতবাসীদের প্রার্থনা কি হবে?
৪. তাদের প্রর্থনার সমাপ্তি হবে কি বলে?
৫. আ'রাফবাসীরা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিভাবে চিনবে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, বংশাল, ঢাকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভৌগলিক প্রশ্ন)

১. এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম কি?
২. পৃথিবীর গভীরতম হ্রদের নাম কি?
৩. পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদের নাম কি?
৪. পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদের নাম কি?
৫. অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নদীর নাম কি?

সংগ্রহে : আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্ধাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

মাদারবাড়িয়া, পাবনা ১৬ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় পাবনা সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম।

যোগিপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ১৪ই জুন বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যোগিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে আলতাফ হুসাইনকে পরিচালক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট শাখা পরিচালনা পরিষদ ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার সোনামণি উপদেষ্টা মাওলানা নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন মারকায এলাকার সোনামণি উপদেষ্টা ফায়ছাল আহমাদ।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৬ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহীর বাগমারা থানাধীন সমসপুর হাফেযিয়া ও ফুরকানিয়া মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন বাগমারা উপযেলার সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম ও সমসপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (অব.) জনাব আফতাবুদ্দীন।

তোকিপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহীর বাগমারা থানাধীন তোকিপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তোকিপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান ও উপযেলা সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম।

Contents

স্বদেশ

ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

বাংলাদেশের সংবিধানে ২০১৪ সালে গৃহীত ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণ করার ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গত ৩রা জুলাই আপিল বিভাগ সেটি অবৈধ ঘোষণা করার পর ৩১শে জুলাই পূর্ণাঙ্গ রায় দেয়। যা ১লা আগষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে রাখা হয়েছিল। এরপর ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর বিচারক অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হয়। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে বিচারক অপসারণের বিষয় নিস্পত্তির জন্য প্রধান বিচারপতি সহ ৩ সদস্যের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হয়। এরপর ২০১৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আনা হয়, যাতে বিচারক অপসারণের ক্ষমতা ফিরে পায় 'জাতীয় সংসদ'। এই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ঐ বছরের ৫ই নভেম্বর হাই কোর্টে রিট আবেদন করেন ৯জন আইনজীবী। পরে ২০১৬ সালের ৫ই মে হাইকোর্ট সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ ৪ঠা জানুয়ারী'১৭ আপিল করে। গত ৮ই মে আপিল শুনানি শুরু হয়। টানা ১১ দিন ধরে আপিল শুনানিতে আদালতে মতামত উপস্থাপনকারী ১০ অ্যামিক্যাস কিউরির মধ্যে ড. কামাল হোসেন সহ ৯ জনই ষোড়শ সংশোধনীর বিপক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। শুনানী ১লা জুন শেষ হয়। অতঃপর গত ৩রা জুলাই রিট খারিজ করে রায়ের সংক্ষিপ্ত সার ঘোষণা করে উচ্চ আদালত।

পর্যবেক্ষণ সমূহের সার-সংক্ষেপ

মোট ৭৯৯ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়ের পর্যবেক্ষণে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, (উদাহরণ স্বরূপ) :

বিচার বিভাগ : সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অসদাচরণ তদন্ত ও অপসারণের সুফারিশ করার ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতেই ফিরছে। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ৩ নম্বর দফায় বলা আছে, একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকবে। যা এই অনুচ্ছেদে 'কাউন্সিল' বলে উল্লিখিত হবে এবং প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দু'জন কর্মে প্রবীণ তাদের নিয়ে গঠিত হবে। বিচারপতিদের জবাবদিহিতা ও ৩৯ দফা আচরণবিধি, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল, বিচারপতিদের নিয়োগ, ক্ষমতার পৃথকীকরণের বিষয়াদি রায়ের পর্যালোচনায় এসেছে। যদিও বর্তমানে একমাত্র বিচার বিভাগই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, তবুও তা ডোবার পথে।

তিনি বলেন, 'এই সীমাহীন চ্যালেঞ্জের মুখে বিচার বিভাগই তুলনামূলকভাবে স্বাধীন অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে, ডুবতে ডুবতে নাক উঁচিয়ে বেঁচে থাকার মতো। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগও খুব বেশী দিন টিকে থাকবে না। এখনো পর্যন্ত উচ্চ আদালতের বিচারকদের নির্বাচন ও নিয়োগের কোন আইন হয়নি। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের ক্ষমতা সংকুচিত করতে আগ্রহী। আর যদি তা হয় তাহ'লে এর চেয়ে ধ্বংসাত্মক আর কিছু হবে না'। রায়ে বলা হয়, বিচারক অপসারণের ক্ষমতা যদি সংসদ সদস্যদের হাতে যায়, তবে তার প্রভাব বিচার বিভাগে পড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া দীর্ঘদিন সুপ্রিম জুডিশিয়াল ব্যবস্থা অনুপস্থিত থাকায় প্রধান বিচারপতির প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যদি কোন একজন বিচারকের তার প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে জবাবদিহিতা না থাকে, তবে ওই বিভাগ ধসে পড়তে বাধ্য'।

১১৬ অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি রায়ে বলেছেন, সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১১৬ অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়, যাতে 'সুপ্রিম কোর্টে'র স্থলে 'প্রেসিডেন্ট' শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে জুডিশিয়াল সার্ভিসে কর্মরতদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির নিয়ন্ত্রণ প্রেসিডেন্টের কাছে ন্যস্ত করা হয়। এ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদিও সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করার বিধান রাখা হয়েছে (১১৬ ক), তথাপি তা অর্থহীন, যদি নির্বাহী বিভাগ সুপ্রিম কোর্টকে সহযোগিতা না করে। তার ওপর এই অনুচ্ছেদ সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। যেখানে বলা হয়েছে, অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের হাতে থাকবে'।... কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের স্থানে 'প্রেসিডেন্ট' শব্দ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নিম্ন আদালতের স্বাধীনতা পুরোটাই সংকুচিত করা হয়েছে এবং বাদ দেওয়া হয়েছে।

সংবিধান : ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনী ছিল সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী। জিয়াউর রহমানের সামরিক ফরমান নয়, বরং চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারাই সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে সংসদের ক্ষমতা খর্ব করে বিচারক অপসারণের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল *(দ্রঃ সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ১০১ পৃ.)*। এই সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় (বাকশাল) শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ২০১৪ সালে সংসদে গৃহীত ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় সেটাই পুনর্জীবিত করা হয়েছে। অথচ '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যেতে গেলে প্রধান বিচারপতিই রাষ্ট্রপতিকে শপথ পড়াবেন, স্বীকার নন।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অসঙ্গতভাবে সংসদ সদস্যদের অধিকারকে শৃঙ্খলিত করেছে। সংসদের কোন ইস্যুতেই তারা দলীয় অবস্থানের বিরুদ্ধে কোন অবস্থান নিতে পারেন না। সন্দেহ নেই ৭০ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য হ'ল সরকারের স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। দলের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কিন্তু সংসদ সদস্যদের যদি সন্দেহের চোখেই দেখা হয়, তাহ'লে তাদের কী করে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের মতো দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজে ন্যস্ত করা যায়?

রাষ্ট্র ও সমাজ : প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এমন একটি পঙ্গু সমাজে আমরা আছি, যেখানে ভালো মানুষ আর ভালো স্বপ্ন দেখে না। কিন্তু খারাপ লোকেরা আরও লুটপাটের জন্য বেপরোয়া'। কোন একজন ব্যক্তি দ্বারা কোন একটি দেশ ও জাতি তৈরী হয়নি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা চাইলে আমিত্বের আসক্তি এবং আত্মঘাতী উচ্চাভিলাষ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দাম্ভিকতা দেখানোর ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার মতো কোন নযরদারী প্রতিষ্ঠান (ওয়াচডগ) নেই। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষারও ব্যবস্থা নেই। নির্বাহী দাম্ভিক ও নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ায় আমলাতন্ত্র কখনোই দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হবে না'।

রাজনীতি : 'রাজনীতি এখন মুক্ত নয়। এটি বাণিজ্যিক বিষয়। আর অর্থ রাজনীতি পরিচালনা করে। আর সেটিই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়। এখন মেধা নয়, ক্ষমতাই সব জনপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী'।

সামরিক শাসন : সামরিক শাসনামলের সমালোচনা করে রায়ে বলা

হয়, 'ক্ষমতালোভীরা দু'বার আমাদের রাষ্ট্রকে 'ব্যানানা রিপাবলিকে' (ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে) পরিণত করেছিল। যেখানে ক্ষমতালোভীরা তাদের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য জনগণকে পণ্যরূপে দেখেছে, ধোঁকা দিয়েছে। তারা জনগণের ক্ষমতায়ন করেনি, অপব্যবহার করেছে। তারা নানা রকম ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছে। কখনো ভোটের নামে, কখনো জোরপূর্বক নির্বাচনের মাধ্যমে, কখনো নির্বাচন না করে। এর সবটাই করা হয়েছে তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে। আর এর মধ্য দিয়েই সুস্থ ধারার রাজনীতি পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এসব অগণতান্ত্রিক শাসনামলের নোংরা রাজনীতির চর্চা আমাদের সার্বিক জনরাজনীতিকে মারাত্মক ক্ষতি করেছে'।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিরোধের স্পৃহার মাধ্যমে আমরা সামরিক শাসনের থাবা থেকে মুক্ত হয়েছি। কিন্তু পরাজিত হয়েছি স্বাধীন রাষ্ট্রে। এমনকি স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরেও আমরা আমাদের একটি জনপ্রতিষ্ঠানকেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারিনি। আর এ কারণেই সুবিধাভোগীরা ক্ষমতার অপব্যবহারে উৎসাহিত হন এবং যত্রতত্র ক্ষমতার অপব্যবহারের ধৃষ্টতা দেখান। রাষ্ট্রক্ষমতার যা রাজনৈতিক ক্ষমতার আরেক রূপ, সাম্প্রতিক সময়ে তা গুটিকয়েক মানুষের একচ্ছত্র বিষয়ে পরিণত করেছে। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের আত্মঘাতী প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। ক্ষমতার লিপ্সা মহামারির মতো, যা একবার ধরলে তা দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন, কোন ক্ষমতাধর দৈত্যের জন্য নয়'।

নির্বাচন কমিশন ও সংসদ : প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সম্পর্কে বলেন, নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়নি। জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে এবং কোনরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে না হ'তে পারলে গণতন্ত্র বিকশিত হ'তে পারে না। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছাড়া গ্রহণযোগ্য সংসদ প্রতিষ্ঠা হয় না।

তিনি বলেছেন, মানবাধিকার ঝুঁকিতে, দুর্নীতি অনিয়ন্ত্রিত, সংসদ অকার্যকর, কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা। আর প্রযুক্তির উন্নতির সহায়তা নিয়ে অপরাধের প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা ভীষণ রকম ক্ষতিগ্রস্ত। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম নয়। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাহী বিভাগ আরও অসহিষ্ণু ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আর আমলাতন্ত্র দক্ষতা অর্জনে চেষ্টাহীন।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের এই বেঞ্চে ছিলেন ৭জন সদস্য। বেঞ্চের অপর ৬জন সদস্য হ'লেন বিচারপতি মো. আব্দুল ওয়াহহাব মিঞা, বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, বিচারপতি ঈমান আলী, বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ও বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার। প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য ৬ জনের মধ্যে ৫ জন বিচারপতি প্রধান বিচারপতির লিখিত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একমত পোষণ করে নিজেরাও পৃথক পৃথক পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। শুধু বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার রায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করে নিজস্ব কোন পর্যবেক্ষণ দেননি *(দৈনিক প্রথম আলো ৩রা আগষ্ট'১৭ পৃ. ১)*।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া :

গত ৩১শে জুলাই'১৭ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার রায় বহাল রেখে ১লা আগষ্ট'১৭ মঙ্গলবার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। উক্ত রায় প্রকাশের পর দেশের রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়। সরকারী দল বিব্রত। বিরোধী দল খুশী। তবে সরকারী দলের প্রবীণ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত (৮৩) তার স্বভাব সুলভ ভাষায় ৪ঠা আগষ্ট সিলেটে বলেন, 'আদালত যতবার ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করবে, আমরা (সরকার) ততবার সংসদে বিল পাস করব। আমরা অনবরত সেটা করতে থাকব। জুডিশিয়াল কন্ডিশন আনটলারেবল। এদেরকে আমরা চাকরি দেই। তারা সংসদের উপর পোদ্দারী করবে?' এর উত্তরে রিটকারী আইনজীবীদের অন্যতম এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেছেন, 'বয়স বিবেচনায়' আদালত অবমাননা সূচক বক্তব্যের পরও তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হবে না। সংবিধান সম্পর্কে 'ধারণা না থাকায়' অর্থমন্ত্রী এমন বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার চাইলেও এ বিষয়ে নতুন কোন আইন করতে পারবে না। কারণ যে আইন সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে, সে আইন পুনরায় পাস করার সুযোগ নেই' *(দৈনিক প্রথম আলো ৫ই আগষ্ট'১৭)*।

সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুল মতিন খসরু বলেন, 'আমরা আহত, ক্ষুব্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের যারা বিরোধী দল, তারাও এ রকম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেনি। তিনি অবশ্য একই সঙ্গে ৩৯ দফাবিশিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করার বিধানের বিষয়ে ইতিবাচক অভিমত দিয়েছেন' *(দৈনিক প্রথম আলো ৪ঠা আগষ্ট'১৭)*।

৩১শে জুলাই রায় প্রকাশের পর ঘটনাপঞ্জি :

৭ই আগস্ট : মন্ত্রিসভায় ক্ষোভ। পর্যবেক্ষণের অনেক বিষয় অপ্রাসঙ্গিক ও আপত্তিকর' *(প্রথম আলো ১৩ই আগষ্ট)*।

৯ই আগস্ট : আ.লীগের সংবাদ সম্মেলন : এ রায় বিএনপিকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছে'। সাবেক প্রধান বিচারপতি ও বর্তমানে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান এ.বি.এম খায়রুল হকের সংবাদ সম্মেলন : আমরা এখন জনগণের নয়, বিচারকদের প্রজাতন্ত্রে বাস করছি। রায় পূর্বধারণাপ্রসূত। সাংসদদের যোগ্যতার প্রসঙ্গ অগ্রহণযোগ্য। সংসদ অকার্যকর- এটা সঠিক নয়। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের স্বচ্ছতা নেই' *(প্রথম আলো ১৩ই আগষ্ট)*।

সরকারী মন্তব্য : রায় প্রকাশের ১০ দিনের মাথায় ১০ই আগস্ট সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, রায় নিয়ে দ্বিমত থাকলেও রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। রায়ের রিভিউ করার বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, আমরা যেহেতু রায়ে সংক্ষুব্ধ, তাই নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করছি যে এই রায়ের রিভিউ করা হবে কি না। তবে এখনো কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি। কারণ, রায়ের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এখনো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে'। উক্ত রায়ের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে আইনমন্ত্রী বলেন, এই রায় আইনগতভাবেই মোকাবিলা করা হবে। তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতির কিছু পর্যবেক্ষণ আপত্তিকর ও অপ্রাসঙ্গিক। এমনকি অধঃস্তন আদালতের শৃংখলাবিষয়ক ১১৬ অনুচ্ছেদ নিয়ে প্রধান বিচারপতির রায় যুক্তিতাড়িত নয়, বরং আবেগ ও বিদ্বেষতাড়িত *(প্রথম আলো ১১ই আগষ্ট শুক্রবার)*।

প্রধান বিচারপতির মন্তব্য :

রায় নিয়ে রাজনীতি নয়। গঠনমূলক সমালোচনা করা যাবে। ষোড়শ সংশোধনীর রায় নিয়ে আইন কমিশনের বক্তব্য সম্পর্কে

১০ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার কয়েকজন আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রধান বিচারপতি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, সরকার বা বিরোধী দল কারও ট্র্যাপে (ফাঁদে) পড়ব না, আমরা সচেতন' *(প্রথম আলো ১১ই আগষ্ট'১৭ শুক্রবার)*।

প্রতিবাদের পাশাপাশি আলোচনায় আ.লীগ :

উক্ত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ১২ই আগষ্ট শনিবার দিবাগত রাত ৮-টায় প্রধান বিচারপতি এস.কে. সিনহার বাসায় যান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সেখানে তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁরা দু'জন একসঙ্গে রাতের খাবার খান। দলীয় সূত্র জানায়, আলোচনার মাধ্যমে দু'টি পথের সন্ধান করছে আওয়ামী লীগ। প্রথমতঃ স্বপ্রণোদিত হয়ে পর্যবেক্ষণের কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিষয়ে প্রধান বিচারপতিকে রাযী করানো। নতুবা পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হ'লে আওয়ামী লীগের চাওয়া পূরণ হবে- এমন নিশ্চয়তা আদায় করা। এই সমঝোতা প্রচেষ্টার বাইরে আওয়ামী লীগ দলগতভাবে ও সমমনাদের দিয়ে রায়ের সমালোচনা অব্যাহত রাখবে' *(প্রথম আলো ১৪ই আগষ্ট সোমবার ১ম পৃ.)*।

অন্যান্যদের মন্তব্য : সরকার পক্ষীয়-

(১) বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ বলেছেন, ১৫ই আগস্ট'৭৫ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একাধিক বিচারপতি সামরিক শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। বিএনপি সংসদ নিয়ে যে কথাগুলো বলে, তা আদালতের রায়ের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে' *(প্রথম আলো ১০ই আগষ্ট)*।

(২) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে নতুনভাবে বিএনপি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে' *(দৈনিক ইনকিলাব ১৩ই আগষ্ট'১৭ রবিবার)*।

(৩) স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুকে কটাক্ষ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। গত ১১ই আগষ্ট মাদারীপুরের শিবচরে শেখ হাসিনার নামে সড়ক ও সেতু উদ্বোধন কালে এক সুধী সমাবেশে মন্ত্রী বলেন, বিচার ব্যবস্থায় আস্থার সংকট দেখা দিলে যেকোন দেশে প্রলংকারী ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। মন্ত্রী শিবচরের বিভিন্ন স্থানে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতি যে রায় দিয়েছেন তা ব্যাপকভাবে অসাংবিধানিক এবং তিনি অনৈতিক কথাবার্তার অবতারণা করেছেন। এমন কি রায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়েও কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেননি। যা এই সভার মাধ্যমে আমরা ধিক্কার জানাই' *(ইনকিলাব ১২ই আগষ্ট শনিবার)*।

(৪) খাদ্যমন্ত্রী এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ক্ষুব্ধ হয়ে প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ দাবী করেন। তিনি বলেন, নিজ থেকে পদত্যাগ না করলে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে তার অপসারণে আইনজীবীরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে' *(ইনকিলাব ১৩ই আগষ্ট)*।

(৫) অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেছেন, এই রায়ে বঙ্গবন্ধুকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ অথবা এক্সপানশনের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে' *(দৈনিক ইনকিলাব ১৩ই আগষ্ট'১৭ রবিবার)*।

(৬) বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ : ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দেয়া পর্যবেক্ষণ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে আওয়ামীপন্থী আইনজীবীরা। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সদস্য সচিব ব্যারিষ্টার শেখ ফজলে নূর তাপস ১২ই আগষ্ট শনিবার ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আগামী ১৩, ১৬ ও ১৭ই অগস্ট দুপুরে সারাদেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের কথা জানানো হয়' *(ইনকিলাব ১৩ই আগষ্ট রবিবার)*।

(৭) ১৪ দলীয় জোট : সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের যে রায় দিয়েছেন তা অপ্রাসঙ্গিক, অগ্রহণযোগ্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য করে রায়কে আইনগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা হবে বলে জানিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট *(ইনকিলাব ১৪ই আগষ্ট সোমবার)*।

(৮) ওলামা লীগ : মূর্তি স্থাপনকারী ইতিহাস বিকৃতকারী এস কে সিনহা পদত্যাগ না করলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হবে :

ওলামা লীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, অজ্ঞ, অপরিপক্ক এবং মুসলিম দেশ বাংলাদেশের আদালত প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে মূর্তি স্থাপনকারী প্রধান বিচারপতি এস.কে. সিনহা ইতিহাস বিকৃত করে চরম মিথ্যার বেসাতি নিয়ে জিয়াউর রহমানের সংবিধান বাস্তবায়ন করে জাতির জনক সম্বন্ধে মিথ্যা তোহমত দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের খুশী করে সাধু সাজার পাঁয়তারা চালাচ্ছেন। তারা বলেন, স্বঘোষিত রাজাকার এবং দেশদ্রোহী প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ না করলে ওলামা লীগ দেশপ্রেমিক আলেমদের নিয়ে এস.কে. সিনহার বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলবে ইনশাআল্লাহ। ওলামা লীগের সভাপতি পীর আখতার হোসেন বুখারী, কার্যকরী সভাপতি হাফেজ মাওঃ আবদুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক কাজী মাওলানা আবুল হাসান শেখ শরীয়তপুরী ও মাওলানা শোয়েব আহমদ গোপালগঞ্জী এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন' *(ইনকিলাব ১২ই আগষ্ট শনিবার ৩য় পৃ.)*।

(৯) যুব মহিলা লীগ : আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অপু উকিল বলেছেন, সুরেন্দ্র কুমার সিনহা হিন্দু নন। আমরা জানতে পেরেছি স্বাধীনতার সময় তিনি শান্তি কমিটিতে ছিলেন। এ শান্তি কমিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু নিধন। তাই একজন হিন্দু কীভাবে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন? তিনি আরও বলেন, প্রধান বিচারপতি ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি বিএনপির সুরে কথা বলছেন। আমরা তার অপসারণ চাই' *(ইনকিলাব ১৩ই আগষ্ট রবিবার ১ম পৃ.)*।

বিরোধী পক্ষীয় :

(১) বিরোধী দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এই সরকার বিচার বিভাগের প্রতিপক্ষ হিসেবে অবস্থান নিয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই, এই রায়ের যে অবজারভেশন, এটা বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের কথা। সুতরাং দেশের ১৬ কোটি মানুষ এই রায়ের অবজারভেশনের সঙ্গে আছে এবং তারা একমত।

তিনি বলেন, এই রায় দেওয়ার পর মন্ত্রীসভায় যে আলোচনা হয়েছে এবং সরকারের কিছু মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের কিছু নেতা যে ভাষায় কথা বলছেন, আমি জানি না আপনারা (আইনজীবীরা) ভালো বলতে পারবেন, তা আদালত অবমাননার দায়ে পড়ে কি না? তিনি অভিযোগ করে বলেন, তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রের যে প্রধান তিনটি স্তম্ভ, সেই স্তম্ভগুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করছে। বিচার বিভাগের সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ তারাই তৈরী করে দিয়েছে। মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, এই সরকারের যদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকত, তাহ'লে তারা পদত্যাগ করত। তাদের আর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকার কোন

নৈতিক অধিকার নেই' *(প্রথম আলো ১০ই আগষ্ট'১৭ বৃহস্পতিবার)*।

(২) বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি বিপজ্জনক : ৯ই আগষ্ট বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'নাগরিক ঐক্য' আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা উক্ত মন্তব্য করেন। তারা বলেন, বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করা একটি বিপজ্জনক প্রবণতা। এর পরিণতি কী ভয়াবহ হ'তে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। আলোচনা সভায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা 'আমি' দিয়ে শুরু হয়নি। এটা 'আমাদের' দেশ। 'আমি'র দেশ নয়।... শাহদীন মালিক বলেন, যতই দলীয় নিয়োগের কথা বলা হোক না কেন, ওখানের (আদালতের) পরিবেশটাই ন্যায়বিচারের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আপিল বিভাগের সাতজন বিচারপতির সবাই আওয়ামী লীগের আমলে নিয়োগ পাওয়া। এই সাতজনই কিন্তু রায়ে একমত হয়েছেন। বিচার বিভাগের যে এখনো স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনভাবে রায় দেওয়ার দৃঢ় মনোভাব আছে, তা উচ্চভাবে প্রমাণিত হ'ল। এ সময় তিনি বলেন, ৭০ অনুচ্ছেদের ভবিষ্যৎ আমার কাছে উজ্জ্বল ঠেকছে না। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ মানতে বাধ্য' *(প্রথম আলো ১০ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার)*।

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, আদালত এর আগে পাঁচটি সংশোধনী বাতিল করেছিলেন। তার মধ্যে তিনটি সংশোধনী আপনারা অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল হওয়ার পর কত খুশী হয়েছিলেন (যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধি বাতিল করা হয়)। নিয়ম ভেঙে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হককে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'ভারতে আটটি সংশোধনী উচ্চ আদালত বাতিল করেছেন। পাকিস্তানে তিনজন প্রধানমন্ত্রীকে উচ্চ আদালত বাতিল করেছেন। উচ্চ আদালতের যে ক্ষমতা, সেটা ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত ক্ষমতা' *(প্রথম আলো ১০ই আগষ্ট)*।

(৪) বিচারপতি খায়রুল হকের অপসারণ দাবি জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের :

সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির ভবন প্রাঙ্গণে ঘোষিত ১৩, ১৬, ১৭ রবিবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার তিন দিনের কর্মসূচির প্রথম দিনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে তারা এই দাবি জানান। সমাবেশে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, রায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিচারপতি খায়রুল হক ডাবল স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রধান বিচারপতি থাকাকালে একটি রায়ে বলেছিলেন, বিচারপতিদের অবসরের পর চাকরিতে যোগ দেওয়া উচিত নয়। আবার তিনিই এখন সরকারী চাকরি নিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি ও ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দিয়ে চাকরিবিধি লংঘন করেছেন'।

ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে যে রায় দেওয়া হয়েছিল, ১৬ মাস পর পূর্ণাঙ্গ রায়ে তা পাল্টে দিয়েছিলেন বিচারপতি খায়রুল হক। ওই রায় দিয়ে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করায় জনতার আদালতে তার একদিন বিচার হবে' *(ইনকিলাব ১২ই আগষ্ট শনিবার)*। কারণ সেখানে প্রথমে বলা হয়েছিল যে, আগামী দু'টি টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে।

(৫) বিচারপতি খায়রুল হককে লিগ্যাল নোটিশ।

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী রায় নিয়ে অপব্যাখ্যা করার অভিযোগে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের বক্তব্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার চেয়ে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। গতকাল রোববার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বি এম সুলতান মাহমুদ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে এ নোটিশ পাঠান। নোটিশে বলা হয়েছে, বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে, প্রধান বিচারপতি ও বিচার বিভাগ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে খায়রুল হকের এ বক্তব্য আদালত অবমাননার শামিল। লিগ্যাল নোটিশের মাধ্যমে বিচারপতি খায়রুল হককে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে বলেও জানান ওই আইনজীবী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ বি এম খায়রুল হক বক্তব্য প্রত্যাহার না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়' *(ইনকিলাব ১৪ই আগষ্ট সোমবার)*।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের অধ্যাপক আলী রীয়াজ '৭০ অনুচ্ছেদের অবাক ব্যাখ্যা' শিরোনামে বলেন, ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের প্রধান বিষয় অবশ্যই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ নয়; কিন্তু সংশোধনী বাতিলের রায়ে এই অনুচ্ছেদের ৩২ বার উল্লেখ এবং বাতিলের ভিত্তিভূমি হিসেবে ৭০ অনুচ্ছেদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা আমাদের এই অনুচ্ছেদের গুরুত্ব এবং তার দীর্ঘ ছায়া স্মরণ করিয়ে দেয়। রায়ের পরে যে আলোচনা চলছে, তাতে যাঁরা বক্তব্য দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক ও আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বক্তব্য আমাদের বিশেষ বিবেচনা দাবি করে।... কেননা তাঁরা যা বলেছেন, তা তিন দশক ধরে সংবিধান বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা সপ্রমাণ যা হাযির করেছেন, তার বিপরীত। তাঁদের এই বিপরীত অবস্থানের অধিকার অস্বীকার করা আমার লক্ষ্য নয়। শুধু এটা মনে করিয়ে দেওয়া যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার পথে এই ধারার বিপদ নিয়ে বিচারপতি হক ২০০৬ সালে তাঁর দেওয়া রায়ে যে অবস্থান নিয়েছিলেন, ২০১৭ সালে আইন কমিশনের প্রধান হিসেবে তিনি সেই অবস্থানে নেই। বিচারপতি হক ২০০৬ সালে এক মামলার রায়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, ৭০ অনুচ্ছেদের বিধিনিষেধ একজন এমপিকে দলীয় বন্দীতে পরিণত করেছে। কিন্তু ২০১৭ সালে এসে খায়রুল হক এই ৭০ অনুচ্ছেদের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বুধবার তড়িঘড়ি করে আইন কমিশনের নামে যে সংবাদ সম্মেলন করেন, তাতে উক্ত বিরোধী মত ব্যক্ত করেন... *(প্রথম আলো, ১০ই আগস্ট ২০১৭)*।

একইভাবে আইনমন্ত্রী বলেছেন, আপিল বিভাগের রায়ে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে দেওয়া বক্তব্য তথ্যনির্ভর নয়।... গত কয়েক দশকে, বিশেষত ১৯৯১ সালে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর দেশে সংসদের কার্যক্রম এবং গণতন্ত্রের গতিধারা নিয়ে যাঁরাই গবেষণা করেছেন, তাঁরাই এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, ৭০ অনুচ্ছেদ দেশের গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করেছে।... এ বিষয়ে অনেকেই আপত্তি তোলেন এবং এই বিধানের বিষয়ে তৎকালীন বিরোধীদলীয় সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছিলেন, ৭০ অনুচ্ছেদের মধ্যে এমন একটা অগণতান্ত্রিক বিধান রাখা হয়েছে, যা পৃথিবীর আর কোন সংবিধানে নেই।

...যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে ৭০ অনুচ্ছেদ সাংসদদের কিছু স্বাধীনতা দেয় এবং বিশেষ করে (২০১১ সালে গৃহীত) পঞ্চদশ সংশোধনীর পরে তা আরও শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু এখানে তিনটি বিষয় আমাদের বিবেচনা করা দরকার। প্রথমতঃ পঞ্চদশ সংশোধনীর

পরে সংসদে কি এমন কোন উদাহরণ তৈরী হয়েছে, যেখানে সরকারী দল, এমনকি সরকারী জোটের সাংসদেরা ক্ষমতাসীন দলের উত্থাপিত বিলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ভোট দিয়েছেন?... দ্বিতীয়তঃ যে সংসদের সংসদ নেতা, দলের সংসদীয় দলের প্রধান, দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি এবং যাঁর হাতে সাংবিধানিকভাবেই ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ঘটেছে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের সম্ভাবনা কতটুকু? তৃতীয়তঃ যে দেশের প্রধান প্রধান দলের ভিতরে গণতন্ত্রের চর্চা, ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ অনুপস্থিত, সেখানে কেবল একটি সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ কোন সংসদ সদস্যকে তাঁর দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সাহস জোগাবে, এমন মনে করার পিছনে যুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় নিয়ে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারে। কিন্তু এই রায়ে দেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার বিষয়ে যেসব পর্যবেক্ষণ আছে, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে দেশের এবং সাংবিধানিক রাজনীতির জন্য ইতিবাচক কিছু অর্জনের সম্ভাবনা নেই। আইনমন্ত্রী বলেছেন যে সরকার বিচার বিভাগের সঙ্গে পাওয়ার কনটেস্টে অবতীর্ণ হয় নাই। এই বক্তব্য ইতিবাচক। এখন দেখার বিষয় তাঁর এই বক্তব্য তাঁর দলের ও সরকারের সদস্যদের আচরণে কতটা প্রকাশিত হয় *(দৈনিক প্রথম আলো ১৩ই আগষ্ট'১৭ পৃ. ১১ মতামত কলাম)*।

(৭) সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণে উপেক্ষিত' শিরোনামে বলেন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো।... অথচ রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সামগ্রিক বিষয়টি উঠে না আসাই রায়ের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।...

বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে বিচারকেরা সামগ্রিকভাবে দেখেননি। তাঁরা খণ্ডিতভাবে শুধুই ৯৬ অনুচ্ছেদের আওতায় দেখেছেন। আর সে কারণে তাঁরা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকেই মৌলিক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার যে কাউন্সিল প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন ছাড়া কারও বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তই শুরু করতে পারবে না, তেমন একটি মারাত্মক দুর্বলতা সম্পর্কেও রায়ে কোন পর্যবেক্ষণ নেই।

এটা ঠিক যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা তাঁর রায়ে ১১৬ অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত (নিম্ন আদালতের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত) আপিল বিভাগের পূর্ববর্তী তিনটি রায়ের পর্যবেক্ষণের ধারাবাহিকতায় ১১৬ অনুচ্ছেদকে সংবিধান পরিপন্থী বলেছেন। এর বাইরে আরও একটি রায়ের (দশ বিচারক খ্যাত রায়) কথাও তিনি উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে অন্য বিচারকেরা তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করলেও সহমত প্রকাশ করেননি। তাঁরা অবশ্য নিশ্চিত করেছেন যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে তাঁরাও অপরিবর্তনীয় মৌলিক কাঠামো হিসেবে স্বীকার করেন। কিন্তু অধঃস্তন আদালত যদি সরকার নিয়ন্ত্রণ করে, সংবিধানে যদি সে কারণে দ্বৈত শাসন টিকে থাকে, তাহ'লে মৌলিক কাঠামো কী করে মৌলিক কাঠামোর মর্যাদা পেতে পারে? এটা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার যে প্রধান বিচারপতির ১১৬ অনুচ্ছেদসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণকে চারজন বিচারক প্রাসঙ্গিক নয় বললেন।

অথচ কী আশ্চর্য, তথাকথিত নিম্ন আদালতের বিচারকদের অপসারণ সরকারের হাতেই থাকল। উচ্চ আদালতের বিচারকদের চাইতে তাঁরা সংখ্যায় ১৫ গুণ বেশী, তাঁদের থেকে মামলা নিষ্পত্তি করেন অন্তত সাত গুণ বেশী, আর নিম্ন আদালতই মূল বিচারিক আদালত হিসেবে স্বীকৃত। এ নিয়ে চার বিচারকের কোন পর্যবেক্ষণ না দেওয়া রায়টির একটি বড় দুর্বলতা বলে মনে করি। এমনকি অ্যামিকাস কিউরিরাও এ নিয়ে কিছু বলেননি। আর সম্ভবত এ কারণেই আইনমন্ত্রী মূল রায়কে অগ্রহণযোগ্য বললেও ওই চারজনের ওই বিষয়ের নীরবতাকে দ্বিমত অভিহিত করে তাঁদের তিনি ধন্যবাদ দিয়েছেন। এমনকি বলেছেন, ১১৬ অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রধান বিচারপতির রায় যুক্তিতাড়িত নয়, বরং আবেগ ও বিদ্বেষ তাড়িত।

বিচারকেরা যদি অবসরে গিয়ে সরকারের দেওয়া পদ-পদবী গ্রহণে উদগ্রীব থাকেন, বিচারকদের নিয়োগে যদি নির্বাহী বিভাগের প্রাধান্য থাকে, দশ বিচারকের মামলার রায়ে যেভাবে বিচারক বাছাইয়ে আপিল বিভাগ নিজেই রীতিনীতি বেঁধে দিয়েছিলেন, তার বাস্তবায়নে সুপ্রিম কোর্টের যথাভূমিকা পালনে যদি ঘাটতি থাকে, তাহ'লে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জোর থাকে কী করে? সেটা আমরা কীভাবে মৌলিক কাঠামো হিসেবে মানব? এছাড়া বিচারকদের বেতন-ভাতা যে অপ্রতুল, বাজেটে সুপ্রিম কোর্টের জন্য বরাদ্দ যে ভীষণ রকম অকিঞ্চিৎকর এবং এসব ঘটনায় যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নামের মৌলিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা সর্বদা হুমকির মুখে থাকছে, তারও কোন প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ রায়ে নেই। অথচ ৭০ অনুচ্ছেদের (সংসদ সদস্যদের ফ্লোর ক্রসিং সংক্রান্ত) আলোকে সংসদের গুণমান নিয়ে আলোচনাটা প্রায় সবাই বিস্তারিত করেছেন।...

বাহাত্তর সালের এই বিধানে বলা ছিল, বিচারকেরা অবসরে গিয়ে প্রজাতন্ত্রের কোন পদে যোগ দিতে পারবেন না। অথচ এই অনুচ্ছেদটিকে মৌলিক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করা হ'ল না। পঞ্চম সংশোধনীর রায়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক এটিকে পরোক্ষভাবে অবৈধ চিহ্নিত করেন। তাঁর সেই রায় মতে তাঁর বর্তমান (আইন কমিশনের চেয়ারম্যান) পদ বৈধ নয়।...

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার ধারণায় এটা স্বীকৃত যে, হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের বিচারকের সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকতে হবে। অথচ মৌলিক কাঠামো হিসেবে দেখতে গিয়ে বিচারকেরা তাঁদের রায়ে এ বিষয়টি সম্পর্কে কোন প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ দেননি। আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা গেজেটে নির্দিষ্ট থাকলেও সরকার তা মানে না।...

অতঃপর 'শুভংকরের ফাঁকি' শিরোনামে তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে লেখা হ'ল, বিচার বিভাগ পৃথক করতে হবে। ১১৬ অনুচ্ছেদে বিচারকদের শৃঙ্খলা সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু ক্রান্তিকালীন বিধানাবলীর বৈধতা দান সংক্রান্ত ১৫০ অনুচ্ছেদে একটি শুভংকরের ফাঁক রাখা হয়। এতে বলা হয়েছে, সংবিধানের ১১৪ থেকে ১১৬ ক অনুচ্ছেদের আওতায় যাবতীয় কার্যক্রম (বিচারকদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা বিধান, তদারকী) যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়িত করা হবে। আর তার আগ পর্যন্ত সংবিধান প্রবর্তনের আগে যেভাবে চলেছে সেভাবে চলবে। আবার এই বিধানকে ৭খ অনুচ্ছেদের আওতায় অপরিবর্তনীয় মৌলিক কাঠামোও বলা হয়েছে। পরিহাস হ'ল, ২০১১ সালে এই ১৫০ অনুচ্ছেদের তফসিলে সংশোধনী আনা হ'লেও বাহাত্তরে যুক্ত করা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিনাশী ওই কালাকানুন (১৫০ (৬) বহাল রাখা হয়েছে। এর লক্ষ্য বিচার বিভাগকে কবজায় রাখা। এ ব্যাপারে সব সরকারের ঐক্যমত এবং এটা যে মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করে, সে বিষয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক ছিল।

শুধু বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন মাত্র একটি বাক্যে ১৫০ অনুচ্ছেদের চতুর্থ তফসিলের ৬ (৬) নম্বর প্যারাগ্রাফের উল্লেখ করেছেন। শুধু বলেছেন, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে আইনসভা ও

Contents

সরকার কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে আপিল বিভাগ বিধি তৈরীতে সংসদকে নির্দেশনা দিয়েছিল। কিন্তু বলেননি যে, পঞ্চদশ সংশোধনীতেও এটি টিকিয়ে রাখার সাংবিধানিক তাৎপর্য কী ভয়ংকর।

সংবিধানের কোন একটি অনুচ্ছেদকে খণ্ডিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। ১১৬ অনুচ্ছেদকে সংবিধানের পরিপন্থী অভিহিত করে প্রধান বিচারপতি তাকে আইনগত কর্তৃত্বহীন হিসেবেও চিহ্নিত করলেন। কিন্তু তাকে তিনি ১৫০ অনুচ্ছেদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আরও ভালো হতো। ১১৬ অনুচ্ছেদ যদি মৌলিক কাঠামোকে আঘাত দেয়, তাহ'লে ১৫০ অনুচ্ছেদের ওই বিধান বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য আরও ক্ষতিকর।

বাক স্বাধীনতা ছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অর্থহীন। রায়ে ২০১৩ সালের আদালত অবমাননা আইনটি বাতিল করার ফলে সংসদে প্রশ্ন উঠেছে এবং সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এ কথা রায়ে আছে। কিন্তু রায়ে এ নিয়ে কোন অনুশোচনা নেই যে, স্বাধীন বাংলাদেশে করা আদালত অবমাননা সংক্রান্ত প্রথম আইনটি বাতিলে গণমাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।... ওই আইনের একটি-দু'টি বিধান বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি ছিল। কিন্তু আদালত গোটা আইনটিকেই বাতিল করেছেন।... আদালত অবমাননার আইন না থাকায় মনে হচ্ছে যাঁরা দুর্দমনীয় ও ক্ষমতাবান, তাঁরা অনবরত তা করে যেতে পারেন এবং আদালত সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে কুণ্ঠাবোধ করছেন। অন্যদিকে, গণমাধ্যম অতি সতর্কতার কারণে গঠনমূলক সমালোচনা থেকেও বিরত থাকছে। অথচ এ বিষয়ে কোন প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ নেই। সংসদে রায় এবং বিচারকদের নিয়ে কবে কী অযথাযথ আলোচনা হয়েছে, তা বিস্তারিত এসেছে। প্রধান বিচারপতি এসব প্রসঙ্গ তুলেই চলমান সংসদীয় গণতন্ত্রকে অপরিপক্ক বলেছেন। কিন্তু এই অপরিপক্কতা শুধু রাষ্ট্রের দু'টি স্তম্ভই দেখায়, তা সত্য নয়। কোন সংসদীয় গণতন্ত্র বিচার বিভাগকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না।

বিচারক নিয়োগে প্রলয় ঘটেছিল, কিন্তু তা কী ছাপ রাখছে, তারও প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল। বিচারকদের তরফে আচরণবিধি লঙ্ঘনের আলোচিত ঘটনাগুলোর উল্লেখ বা তার কোন পর্যালোচনা রায়ে একদম অনুপস্থিত। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কী কারণে এতকাল ঘুমন্ত ছিল, তা এখন কেন সক্রিয় হবে বলে জনগণ মনে করবে, তার কোন ব্যাখ্যা রায়ে নেই। পর্যবেক্ষণে বিচার বিভাগীয় ত্রুটিবিচ্যুতিকেই শুধু অন্য দু'টি স্তম্ভের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালো থাকার কথা বলা হয়েছে। পানিতে নাক উঁচু করে রাখা বা ডুবুডুবু অবস্থা কেন ও কীভাবে এটা হ'ল? এ জন্য তো শুধু সরকার ও সংসদকেই দায়ী করা অন্যায্য হবে। দু'টি স্তম্ভ সাবজেকটিভ, অর্থাৎ চোখে আঙুল দিয়ে, আর একটি স্তম্ভ অর্থাৎ বিচার বিভাগ নিরেট অবজেকটিভ বা সমালোচনার একদম বাইরে থেকেছে। আমাদের বড় আক্ষেপ, এই রায়ে বিচারকেরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বরূপ উদঘাটনে খণ্ডিত ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন' *(প্রথম আলো ১৩ই আগষ্ট'১৭ পৃ. ১০ মতামত কলাম)*।

(৮) সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, কোন সরকারের সময়ে এমনকি বর্তমান সরকারের সময়েও নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেনি। এর ফলে ইসির টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন হয়নি। তাঁর মতে, ইসিকে সহায়তার পরিবর্তে এর ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারীর নির্বাচন। যেখানে বড় রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হ'লে এটা হ'তে পারত না' *(দৈনিক প্রথম আলো ৩রা আগষ্ট'১৭ বৃহস্পতিবার)*।

(৯) এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ : 'নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার ওপর বিচার বিভাগ নযরদারি করছে। কিন্তু বিচার বিভাগের ওপর কি নযরদারির প্রয়োজন নেই?' এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল চেয়ে রিট আবেদনকারী ৯ জন আইনজীবীর অন্যতম এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, অবশ্যই আছে। কেউ জবাবদিহির ঊর্ধ্বে নন। মাননীয় আদালত রায়ে যে ৩৯ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন, তাতে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বিচারকেরা কী করতে পারবেন, কী পারবেন না, তারও স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। তবে আমি মনে করি, এটিও পরিপূর্ণ নয়'।

***[মন্তব্য :** যত দফাই প্রণয়ন করা হৌক না কেন, আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার ভয় না থাকলে কখনোই ন্যায় বিচার কায়েম হবে না। অতএব আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ঘোষণা করে সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার মধ্যেই জনগণের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত হ'তে পারে। সংবিধানের পাতায় নয়, বরং নাগরিকদের বাস্তব জীবনে ও তাদের হৃদয়পটে স্থান পেলেই কেবল সেটি গ্রহণযোগ্য ও টেকসই হবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, ইংল্যাণ্ডে কোন লিখিত সংবিধান নেই। চলছে কেবল দেশীয় প্রথার উপরে ভিত্তি করে। আমরা কি পারি না কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরে ভিত্তি করে দেশ পরিচালনা করতে? যা আমরা দিন-রাত পালন করি এবং যা সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় সকল মানুষের জন্য সর্বযুগে সমানভাবে কল্যাণকর (স.স.)।]*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

Contents

বিদেশ

সিরিল রেডক্লিফ : ভারতবর্ষে বিভাজনের কারিগর

৭০ বছর আগে তিনি ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটা রেখা টানার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সেই রেখা একটা সুবিশাল দেশকে দুই ভাগ করে দেয়। ভারত ভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটির নাম সিরিল রেডক্লিফ। তিনি একজন ব্রিটিশ আইনজীবী ছিলেন। দেশটিকে টুকরো টুকরো করার জন্য তিনি মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময় পান। ব্রিটিশ ভারতে তখন ৪০ কোটি মানুষ ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন তড়িঘড়ি করে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এ অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্রের দাবিও মেনে নেয়। পরিণামে ১৯৪৭ সালের আগস্টে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে।

ব্রিটিশ ভারতের দুই পাশে দু'টি বিশাল প্রদেশে তখন মুসলিম এবং অমুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় সমান-সমান। পূর্ব দিকে বাংলা আর পশ্চিম দিকে পাঞ্জাব। রেডক্লিফের কাজটা ছিল ঐ দুই প্রদেশের মাঝ বরাবর বিভাজন রেখা টেনে দেওয়া। এটা ছিল একটা জটিল দায়িত্ব। কারণ কয়েকজন পরস্পরবিরোধী পরামর্শক, সেকেলে মানচিত্র এবং ভুলে ভরা আদমশুমারির তথ্যের ওপর নির্ভর করেই দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ রেখা টেনে দেওয়ার কাজটা রেডক্লিফকে সম্পন্ন করতে হয়েছিল। অথচ ঐ দুই সম্প্রদায় শত শত বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিল।

উদ্বেগ-উত্তেজনা-অস্থিরতা দ্রুত বাড়ছিল, আর রেডক্লিফও জানতেন তিনি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছেন। স্বাধীনতার কয়েক দিন পর তাঁর সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে প্রচার করা হয়। লাখো মানুষ তখন স্বাধীনতার আনন্দ উদ্‌যাপনে ব্যস্ত। অথচ রেডক্লিফ লাইনের আওতায় কে কোন দেশে পড়েছে, সেটা অনেকের অজানাই ছিল। অনেকে অনভিপ্রেত বিস্ময়ের মুখোমুখি হন। ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ নতুন দেশের খোঁজে রেডক্লিফ রেখা অতিক্রম করে। এ সময় ধর্মীয় সহিংসতায় ৫ থেকে ১০ লাখ মানুষ নিহত হয়। অশেষ বেদনাদায়ক এই ঘটনার পরিণামে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আজও তিক্ততায় ভরা।

রেডক্লিফ ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে তাঁর কাজের যাবতীয় দলীলপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। সরকার তাকে 'নাইট গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার' পুরস্কার দেয়। কিন্তু তার ব্যাপারে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীদের মনোভাব সম্পর্কে রেডক্লিফের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি বলেন, 'আট কোটি মানুষ চরম দুঃখ-দুর্দশা ও অভিযোগ নিয়ে আমাকে খুঁজবে। আমি চাই না তাদের সঙ্গে আমার দেখা হোক'। তাই তিনি আর কখনোই ভারত বা পাকিস্তানে ফিরে যাননি।

মুসলিম জাহান

কিভাবে ছালাত পড়তে হয় তা জানে না আইএস সদস্যরা

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চলছে চরমপন্থী সংগঠন আইএস-এর অপতৎপরতা। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ধোয়া তুলে ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ঘাঁটি গাঁড়ে তারা। আরব দেশগুলোসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম তরুণরা যোগ দিতে থাকে চরমপন্থী সংগঠনটিতে। ইসলামের নামে চালিয়ে যেতে থাকে একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

কিন্তু সারা বিশ্বে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা ঐ তরুণদের নিয়ে অবাক করার মত তথ্য প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের কাউন্টার টেরোরিজম শাখার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, আইএসের যোদ্ধাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান খুব সীমিত। জিহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। এমনকি কিভাবে ছালাত আদায় করতে হয়, সে সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান নেই তাদের অনেকের।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ তাদের ধর্মকে ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে শুধু বিচার ও অবিচারের মাপকাঠিতে দেখে থাকে। এছাড়া আর্থিকভাবে ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিরাই মূলত আইএসে যোগ দিয়েছে। ১২টি দেশের ৪৩ জন সিরিয়া ফেরত আইএস সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরী করে জাতিসংঘের কাউন্টার টেরোরিজম শাখা।

২০১৭ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি সামরিক শক্তিধর দেশের মধ্যে ৮ নম্বরে তুরস্ক

বিশ্বের শীর্ষ সামরিক শক্তিধর দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্বখ্যাত গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার। যেখানে প্রথম ১০টি সামরিক শক্তিধর দেশের মধ্যে একমাত্র মুসলিম দেশ হিসাবে স্থান করে নিয়েছে তুরস্ক। তালিকায় ১ম- আমেরিকা, ২য়- রাশিয়া, ৩য়- চীন সহ ১৩ ও ১৪ নম্বরে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান করছে। এছাড়া ২৪ নম্বরে সঊদী আরব ও ৫৭ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান।

মাত্র দু'বছর আগেও জার্মানী ও ইতালীর নীচে অবস্থানকারী দেশটি ২০১৬ সাল থেকে ৮ম স্থানে রয়েছে। উল্লেখ্য, তুরস্ক এমন কিছু অস্ত্র ব্যবহার করে, যা ভারত পাকিস্তান তো দূরে থাক রাশিয়ার মতো দেশেরও নেই। তুরস্কের নিজস্ব মিলিটারী স্যাটেলাইট রয়েছে যা হাতে গোনা অল্প কয়েকটা দেশের আছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বে প্রথম শিশুর সফল হাত প্রতিস্থাপন

বিশ্বের প্রথম যে শিশুটির দু'টি হাতই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, তার নাম জিওন হার্ভে। জিওন এখন লিখতে, খেতে ও পোশাক পরতে পারে। অস্ত্রোপচারের ১৮ মাস পর মঙ্গলবার চমকে দেয়া এই সাফল্যের ঘোষণা দিলেন চিকিৎসকরা। ল্যানসেট চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ পত্রিকা প্রথমবারের মতো জিওনের (১০) সফল অস্ত্রোপচারের কথা প্রকাশ করে। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার দু'টি হাত প্রতিস্থাপন করা হয়। ফিলাডেলফিয়ার শিশু হাসপাতালের চিকিৎসক সান্দ্রা আমারাল বলেন, 'অস্ত্রোপচারের ১৮ মাস পর শিশুটি আরো সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তার হাত নাড়াতে পারছে। দিনে দিনে শিশুটির হাতগুলো সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছে'। এই হাসপাতালেই জিওনের অস্ত্রোপচার হয়।

দুই বছর বয়সে জিওনের হাত-পায়ে পচন ধরায় সেগুলো কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এছাড়া তার শরীরে একটি কিডনিও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

হাত প্রতিস্থাপনে ১০ ঘণ্টার বেশী সময় ধরে চলা অস্ত্রোপচারের সময় সে কিডনির ওষুধ খাচ্ছিল। কিডনিটি এই অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের চিন্তার কারণ ছিল।

অস্ত্রোপচারের পর জিওনের মা আশা করতেন, জিওন একদিন নিজেই পোশাক পরতে, দাঁত মাজতে ও হাত দিয়ে খাবার খেতে পারবে। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে জিওনের দেহে প্রতিস্থাপনের জন্য একটি মৃত শিশুর হাত পাওয়া যায়।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সমাজ সংস্কারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংগঠনে আত্মনিয়োগ করুন!

-আমীরে জামা'আত

গত ১০ ও ১১ই আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন,

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ!

আজকের এ কর্মী সম্মেলন উদ্বোধনের শুরুতে হাম্দ ও ছানার পর আমরা অতীব বেদনার সাথে স্মরণ করছি আমাদের সেইসব নিরপরাধ কর্মী ভাইদের, যারা অন্যায়ভাবে সরকারের যিন্দানখানায় বন্দী থাকার কারণে আজকের এ সম্মেলনে আসতে পারেননি। স্মরণ করছি সেইসব ভাইদেরকে, যাদের স্বার্থে আমরা সম্মেলন এক সপ্তাহ এগিয়ে আনা সত্ত্বেও হঠাৎ বিমানের সিডিউল এগিয়ে আসায় তারা হজ্জে যাত্রার কারণে আজকের এ সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি। আল্লাহ তাদের হজ্জ কবুল করুন!

স্মরণ করছি সেইসব নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের, যাদের নিজেদের হাতে গড়া জামে মসজিদ বিদ'আতীরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ও দিনে-দুপুরে দখল করে নিয়েছে স্রেফ বিশুদ্ধ আক্বীদা গ্রহণ করার কথিত অপরাধে। স্মরণ করছি নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের, যারা স্বদেশ ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আমাদের দেশে এসে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। স্মরণ করছি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড় ধসে নিহত-আহত ও ভিটে-মাটি হারা ভাই-বোনদের। স্মরণ করছি সিলেটের হাওর অঞ্চলের এবং দেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের বন্যার্ত অসহায় ভাই-বোনদের। আল্লাহ তাদের সবাইকে বিপদে ধৈর্য্য ধারণের তাওফীক দান করুন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিন-আমীন!

আজকের এ সম্মেলনের রওনক বৃদ্ধি করেছেন সৌদী আরব, বাহরাইন ও সিঙ্গাপুর প্রবাসী কর্মী ভাইয়েরা। অন্যান্য ভাই-বোনদের সাথে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বন্ধুগণ!

আজ এক ক্রান্তিকালে আমাদের এ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে। কারণ বিশ্বের ও নিজ দেশের সামগ্রিক অবস্থাকে এড়িয়ে কোন আন্দোলন বা সংগঠন চলতে পারে না। পুরা জাতি যখন দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে টেনে ধরা ও উদ্ধার করা খুবই দুরূহ কাজ। যখন ঘনঘটাপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থা, তমসাচ্ছন্ন ধর্মীয় অবস্থা, ধস নামানো অর্থনৈতিক অবস্থা জাতির ভবিষ্যৎকে ক্রমেই স্বপ্নহীন করে ফেলছে, তখন আমাদের ২০১৫-২০১৭ সেশনের কর্মী সম্মেলন নিঃসন্দেহে গুরুত্বের দাবী রাখে।

বন্ধুগণ!

মানুষ বেঁচে থাকে তার মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে। আর মূল্যবোধ বেঁচে থাকে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ নিয়ে। আর আদর্শ বেঁচে থাকে মানুষের হৃদয়ে ও আচরণে। আজকের সমাজে মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত। অপহৃত ভাই ও তার পরিবারের আহাযারী যখন আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলছে, তখন এর প্রতিরোধে সমাজ সংস্কারের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে এগোনো ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি সব সেক্টরেই যখন ঘুণে ধরেছে, তখন ঘুণে ধরা বাঁশ দিয়ে গৃহনির্মাণ করলে তা অবশ্যই হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়বে। তাই বর্তমানের জরাজীর্ণ সমাজ কাঠামো সংস্কার করতে গেলে এই কাঠামোতে বিশ্বাসী ও এই কাঠামোতে তৈরী মানুষ দিয়ে আদৌ সম্ভব নয়। সেকারণ আমরা চেয়েছি এমন কিছু নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী তৈরী করতে, যারা সমাজ সচেতন ও সমাজ সংস্কারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যারা এই নষ্ট সমাজে নিজেরা নষ্ট হননি। সাথে সাথে অন্যকে বাঁচাতে সদা সচেষ্ট থাকেন। নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়, যে ব্যক্তি নিজে বাতিলের সাথে আপোষকামী। যারা সমাজের ও পরিবেশের দোহাই দিয়ে নিজেরা অন্যায় করে। যারা অধিক পাওয়ার আকাংখায় হারামকে হালাল করে এবং আখেরাত বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করে। ইহূদী-নাছারাদের তওরাত বিকৃত করে অর্থ উপার্জনের ন্যায় মুসলিম রাজনীতিক ও ধর্মনেতারা কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে দুনিয়া অর্জন করছেন। ফলে মুসলমানদের হাত দিয়েই শূকর-বানরের উত্তরাধিকারীদের নীল-নকশা বাস্তবায়িত হচ্ছে। শৈথিল্যবাদী নেতৃবর্গ ও চরমপন্থী জঙ্গীবাদীরাই প্রধানতঃ তাদের লোভনীয় শিকার।

বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তি ও দেশীয় শৈথিল্যবাদীদের সম্মিলিত চক্রান্তে বিশুদ্ধ ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিল করা ছাড়াও তাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এখনও আছে, আর তা হ'ল দেশে দেশে ইসলামের বিশুদ্ধ আন্দোলন তথা সালাফী আন্দোলন সমূহকে দমন করা ও নিশ্চিহ্ন করা। এদেশেও একই পলিসি কাজ করছে। সেকারণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কে ২০০৫ সালে কঠিন রাজনৈতিক পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। যা কমবেশী এখনো অব্যাহত রয়েছে।

বন্ধুগণ!

কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী নিয়ে আমাদের আন্দোলন নয়। আমাদের আহ্বান সকল মানুষের নিকট। কারণ আমাদের সকলেরই আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া। তাই কোন আদম সন্তান পরকালে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হৌক, সেটা আমরা চাই না। আমরা সকল মানুষকে আহ্বান জানাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত স্বচ্ছ বিধানের দিকে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে। আমাদের উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে যতই মানুষ এদিকে আগ্রহী হচ্ছে, ততই আমাদের পরীক্ষা ও দায়িত্ব দু'টিই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে রাখবেন, আমাদের দাওয়াত যত বিশুদ্ধ হৌক, আমাদের আহ্বান যত আন্তরিক হৌক- যদি সেটা আমাদের কথায় ও কর্মে প্রতিফলিত না হয়, তাহ'লে এ দাওয়াত ব্যর্থ হবে। কেননা কোন আন্দোলনই স্বার্থকতা লাভ করে না, যদি না সেটি মানুষের কল্যাণে হয় এবং যদি না সেটি মানুষের হৃদয়পটে স্থান লাভ করে। তাই নিজেদের গৃহীত আদর্শকে অন্যদের কাছে গ্রহণীয় ও বরণীয় করে তোলা প্রত্যেক কর্মীর একান্ত কর্তব্য। অতএব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে আমাদের সার্বক্ষণিক চেতনায় জাগরূক রাখতে হবে এবং এর অগ্রগতির জন্য কথা, কলম, অর্থ, সময় ও শ্রম সবকিছু ব্যয় করতে হবে। এ মহান আন্দোলনের জন্য ব্যয়িত আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি পয়সা আল্লাহ্র পথে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ

হবে।

যদি আমরা আমাদের আন্দোলনকে পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে বিশ্বাস না করি এবং একে সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করি ও এর জন্য জানমাল কুরবানী দিতে না পারি, তাহ'লে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কর্মী নই। জোয়ারে আসা ও ভাটায় চলে যাওয়া সুবিধাবাদীদের দলভুক্ত হ'লে আমরা দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারাব। মনে রাখবেন কর্মীকে দেখেই আদর্শ যাচাই হয়ে থাকে এবং কর্মীদের দেখেই মানুষ সংগঠনে আসবে। কথা ও কর্মে মিল না থাকলে আপনার সাথে আপনার সংগঠনও মার খাবে। এমনকি পরোক্ষভাবে আদর্শও মার খাবে। তাই আমরা চাই না এমন কর্মী, যিনি ইসলামের হালাল-হারামের বিধানকে মানেন না। যিনি নিজের ইচ্ছার বিপরীত হ'লে কোন সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য করেন না। সামান্য স্বার্থ ক্ষুন্ন হ'লে কোন আদেশকে তোয়াক্কা করেন না। যিনি নানা অজুহাতে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। এমনকি যিনি আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করেন না। বরং আমরা চাই এমন কর্মী, যিনি হবেন 'ইমারতে'র প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কথায় ও কর্মে আনুগত্যশীল। আদর্শের প্রতি দৃঢ়চিত্ত ও সর্বদা আল্লাহ্র উপরে আস্থাশীল। এক কথায় যিনি হবেন আপাদমস্তক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। যার উপরে ভিত্তি করেই একটি আদর্শ সংগঠন ও সমাজ গড়ে উঠবে। সংগঠনই শক্তি। প্রত্যেক কর্মী একেকটি ইটের মত। সিমেন্ট-বালু ও আরসিসি ব্যতীত যেমন মযবূত দালান তৈরী করা সম্ভব নয়, তেমনি সচেতন ও আনুগত্যশীল কর্মী বাহিনী ব্যতীত মযবূত সংগঠন সম্ভব নয়। আর তাদের দিয়ে সমাজ পরিবর্তনও সম্ভব নয়। যাদের কথা ও কাজে মিল নেই, তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না। আল্লাহ বলেন, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ- إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ- 'আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না'। 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৩-৪)*।

প্রিয় সাথী ও কর্মীগণ!

আমাদের দাওয়াত যেন আমাদের জীবনেই শেষ না হয়ে যায়, মৃত্যুর পরেও যেন এর নেকী আমাদের আমলনামায় যুক্ত হয়, সেজন্য প্রত্যেকে নিজ পরিবারকে নিজ আদর্শে গড়ে তুলুন। নিজের সন্তান গড়ে না উঠলে অন্যের সন্তান গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। সেই-ই ক্বিয়ামতের মাঠে আপনার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে দেখা দিবে। আপনার দাওয়াতে যত মানুষ বিশুদ্ধ এ সংগঠনে আসবে, তাদের নিজেদের নেকীর সমপরিমান নেকী আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। আপনার প্রতিটি ফোনকল হৌক একেকটি দাওয়াত। হ'তে পারে ফোন শেষ হওয়ার আগেই আপনার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যেতে পারে। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'মহিলা সংস্থা'-কে সর্বদা পৃষ্ঠপোষকতা দিন। তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে আখেরাতের সুন্দর স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলুন। যেন দুনিয়ার মিথ্যা চাকচিক্যে তারা ধ্বংস না হয়ে যায়। কেবল আকাংখাই যথেষ্ট নয়, 'গঠনতন্ত্র' ও 'কর্মপদ্ধতি' মেনে সুশৃংখলভাবে কাজ করুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

বন্ধুগণ!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করুন। নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যকে বাড়ানোর জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকুন। আন্দোলনের ময়দানে আপনি যত বেশী আন্তরিক হবেন, তত বেশী আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে। সংগঠনের লেখনীগুলিকে আত্মস্থ করুন। বক্তব্যগুলির সাথে একাত্ম হৌন! সবকিছুই আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন, এ বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র পথে নেকীর প্রতিযোগিতা করুন। তুচ্ছ নেকীর কাজকেও বড় মনে করুন এবং তুচ্ছ গোনাহ থেকেও তওবা করুন। মৃত্যুর আগেই পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করুন। আপনার আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিতভাবে সংগঠনকে দান করুন। নফল ছাদাক্বা দেওয়ার সময় গণনা করবেন না। সংগঠনকে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্র প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করুন। এ সমাজ পরিবর্তন করতেই হবে, এ স্থির লক্ষ্য নিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ রাখুন। আপনি কোথাও গেলে, উঠলে বা বসলে যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, আপনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একজন নিষ্ঠাবান কর্মী।

প্রিয় সাথীগণ!

আধুনিক জাহেলিয়াতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহেলিয়াত হ'ল, রাজনীতি সহ সর্বত্র নির্বাচনী জাহেলিয়াত। পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া এ যুগের এই রাজনৈতিক প্রতারণার ফাঁদে কোন কর্মী পা দিলে তার আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হবে। সংগঠন ও সমাজ বিপর্যস্ত হবে। আমরা এর বিপরীতে জ্ঞানীদের পরামর্শ ভিত্তিক এবং দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির কল্যাণমুখী দিক সমূহ জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা পাব। এর পরেই হ'ল সূদ-ঘুষের ও জুয়া-লটারীর রক্তচোষা পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এখানে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত কঠিন পরীক্ষা সমূহের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে। এ থেকে বাঁচার একটাই পথ হ'ল অল্পে তুষ্ট থাকা এবং নিজের চাইতে নিম্নস্তরের বান্দাদের দেখে উপদেশ হাছিল করা। **দ্বিতীয় হ'ল,** হালাল রূযীকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং অধিক পাওয়ার আকাংখাকে পায়ের তলে দাবিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। **তৃতীয় হ'ল,** কৃপণতা হ'তে তওবা করা। কেননা কৃপণ ব্যক্তি নিজেরও কল্যাণ করে না, অপরেরও কল্যাণ করে না। তার সঞ্চিত ধন ক্বিয়ামতের দিন বিষধর সাপের রূপ ধারণ করে তার দুই চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত ধন'। অতএব যেটা দিবেন, সেটাই আপনার। যেটা রাখবেন, সেটা অন্যের। আর সর্বদা এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আমার জন্য বরাদ্দ রূযী কেউ নিতে পারবে না। **চতুর্থ বিষয় হ'ল,** পরনিন্দা ও পরচর্চা করা। বরং ঐ সময়টা আত্মসমালোচনা ও আল্লাহ্র যিকরে ব্যয় করুন। তাতে নেকীর পাল্লা ভারী হবে। নেক নিয়তে সংশোধনের স্বার্থ ব্যতীত এই মহাব্যাধি থেকে দূরে থাকুন ও ঘন ঘন তওবা-ইস্তিগফার করুন। কেননা যবান যদি একবার অন্যের নিন্দায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহ'লে আমরা নিজেরাই এর শিকারে পরিণত হব। **পঞ্চম বিষয় হ'ল,** হিংসা-অহংকার ও আত্মম্ভরিতা। মনে রাখবেন, এগুলি মনের রোগ। যার মধ্যে এ রোগগুলি সক্রিয় হবে, সে ধ্বংস হবে। তাই এগুলি মাথা চাড়া দেওয়ার সাথে সাথে নাঊযুবিল্লাহ-আস্তাগফিরুল্লাহ বলে তওবা করুন।

ষষ্ঠ বিষয় হ'ল, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর ও দৃঢ় করুন। অহেতুক সন্দেহবাদ পরিহার করুন। সংগঠনের সকল পর্যায়ের কর্মীকে দ্বীনী ভাই হিসাবে মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ করুন। পরস্পরের প্রতি আস্থা, ভালবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধির সবধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে পরস্পরকে আপন করে নিন। **সপ্তম বিষয় হ'ল,** আমানতকে হেফাযত করুন। এ ব্যাপারে সবধরনের শিথিলতা পরিহার করুন। সংগঠনের যেকোন আমানত সর্বোচ্চ স্বচ্ছতার সাথে রক্ষা করুন। যেন এই মুহূর্তে মৃত্যু হ'লেও সাথীদের নিকট সমস্ত হিসাব পরিষ্কার থাকে।

যিনি যত বড় দায়িত্বশীল, আল্লাহ্র নিকট তিনি তত বড় কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন। অতএব সাবধান! 'আমাদের কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছু আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে'। **অষ্টম বিষয় হ'ল,** মানুষকে ভালবাসুন। আর্ত-মানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিন। মানব সেবার মধ্যে আল্লাহ্র রহমত তালাশ করুন। 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'। **নবম বিষয় হ'ল,** পরস্পরের প্রতি শুকরিয়া আদায় করুন ও পরস্পরের জন্য বেশী বেশী দো'আ করুন। বিগত দিনে ও বর্তমান সময়ে আল্লাহ যাকে দিয়ে যতটুক আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ নিয়েছেন, ততটুকুর জন্য আমরা সর্বদা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। সেই সাথে সকলের প্রতি সুধারণা রাখব ও কল্যাণের দো'আ করব। **দশম বিষয় হ'ল,** আল্লাহ্র পথে যেকোন কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করুন এবং এটিকে আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করুন। যেন আমাদের ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ এদেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অধিকারকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা দান করেন- আমীন!

আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ– 'তোমরা কি ধারণা করেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপর এখনও তাদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল ও তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। অবশেষে রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' *(বাক্বারাহ ২/২১৪)*। তিনি তার মুমিন বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ– 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা গুলিকে দৃঢ় করবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চল, তাহ'লে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করবেন। অতঃপর তিনি বলেন, وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 'আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*।

আল্লাহ স্বীয় মেহেরবানীতে আমাদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কর্মী হিসাবে বেছে নিয়েছেন, সেজন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি এবং আমাদের সাধ্যমত জান-মালের কুরবানীর বিনিময়ে আখেরী যামানায় ফিরক্বা নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রহমতের ভিখারী এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিতে আশাবাদী। কারণ তিনি বলেছেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 'আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৪০)*। অতএব দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহ্র সাহায্য চাই। যার সাহায্য পেলে অন্য কারু সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি বলেন, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 'নিশ্চয়ই আমরা সাহায্য করব আমাদের রাসূলদের ও মুমিনদের, যেদিন দণ্ডায়মান হবে সাক্ষীগণ' *(মুমিন ৪০/৫১)*। মৃত্যুর ৮০ দিন পূর্বে বিদায় হজ্জের পর কুরবানীর দিনের ভাষণে উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উদাত্ত আহ্বান স্মরণ রাখুন, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ– 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর। রামাযানের ছিয়াম পালন কর। মালের যাকাত দাও। তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর। তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর' *(ছহীহাহ হা/৮৬৭)*। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর- আমীন!

পরিশেষে বিরূপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্রেফ দ্বীনের মহব্বতে ও সংগঠনের টানে যেসব কর্মী ভাই ও বোন এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের সবাইকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে আল্লাহ্র নামে আজকের এই 'বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

দরসে কুরআন : পরদিন শুক্রবার বাদ ফজর তিনি সূরা তাকাছুরের উপর দরসে কুরআন পেশ করেন। তিনি বলেন, অধিক পাওয়ার আকাংখা সকল ধ্বংসের মূল। অতএব অল্পে তুষ্ট থেকে আল্লাহ্র পথে দৃঢ় পদে দাওয়াত ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে হবে।

জুম'আর খুৎবা : হাম্দ ও ছানা পাঠের পর আমীরে জামা'আত বার্ষিক কর্মী সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে জাতিকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করুন। এ পথে যাবতীয় দুঃখ-কষ্টকে আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে বরণ করে নিন।

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট :

১ম দিন বাদ আছর পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের পরিচালনায় স্বাগত ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। অতঃপর মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট'১৭ সংখ্যার সম্পাদকীয় **'পিওর ও পপুলার'** পাঠ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। এরপর 'কর্মীদের গুণাবলী' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী) এবং 'হিংসা ও অহংকার' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী; বাহরাইন প্রবাসী)।

অতঃপর বাদ মাগরিব বক্তব্য রাখেন আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ, পাকিস্তান থেকে হাদীছের উপর এম.এস. ডিগ্রী নিয়ে সদ্য প্রত্যাগত আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব। অতঃপর মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) 'সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের গুরুত্বে'র উপর বক্তব্য রাখেন। এরপর প্রবাসী সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিদের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন তোফায্যল হোসাইন (কুমিল্লা; আল-খাফজী, সঊদী আরব), সোহরাব হোসাইন (পাবনা; রিয়াদ, সঊদী আরব), মু'আয্যম হোসাইন (বগুড়া; সিঙ্গাপুর)। অতঃপর বাদ এশা 'দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা

মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ)।

অতঃপর সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য সমূহ পেশ করেন, চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি ডা. শামীম আহসান, চুয়াডাঙ্গা যেলার সহ-সভাপতি ক্বামারুয্যামান ও ঠাকুরগাঁও যেলার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য যিয়াউর রহমান প্রমুখ।

পরদিন বাদ ফজর আমীরে জামা'আতের 'দরসে কুরআন' পেশের পর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলামের পরিচালনায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইয়ের উপর 'গ্রুপ ডিসকাশন' অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর উক্ত বইয়ের উপরে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্মীদেরকে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। এরপর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের পরিচালনায় 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' বইয়ের উপর 'গ্রুপ ডিসকাশন' অনুষ্ঠিত হয়।

নাশতার বিরতির পর 'আদর্শ মানুষ গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা'-এর উপর 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আবদুল হালীম, সমাজ সংস্কারে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভূমিকা'-এর উপর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, 'পারিবারিক জীবনে ইসলামের অনুশীলন: কর্মীদের দায়িত্ব'-এর উপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ইহতিসাব পর্যালোচনা-এর উপর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম বক্তব্য পেশ করেন। এরপর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই কর্মী সম্মেলনে যোগদানকারী কর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। 'বার্ষিক সাংগঠনিক রিপোর্ট' পেশ এবং ২০১৭-২০১৯ সেশনের মনোনীত যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ২০১৭-২০১৯ সেশনের মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন এবং সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিকট হ'তে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন :

সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর ২০১৫-২০১৭ সেশনের কেন্দ্রীয় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। এরপর কেন্দ্রীয় সংগঠনের সার্বিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (বগুড়া), মাস্টার খায়রুল আযাদ (রংপুর), শহীদুয্যামান ফারূক (সাতক্ষীরা), মাষ্টার ফারূক ছিদ্দীক্বী (নওগাঁ) প্রমুখ। অতঃপর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

সারুলিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট ১৫ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব বাগেরহাট যেলার মোল্লাহাট উপযেলাধীন সারুলিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোল্লাহাট এলাকার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী হাফেয আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন হাফেয আবুদাঊদ ও মাওলানা ক্বারী এরশাদ প্রমুখ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শক্রমে হাফেয আবুদাঊদকে সভাপতি ও মাওলানা ক্বারী এরশাদকে সাধারণ সম্পাদক করে মোল্লাহাট এলাকা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

গোবরা চৌধুরীপাড়া, গোপালগঞ্জ ১৬ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর গোপালগঞ্জ যেলার সদর থানাধীন শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গোবরা চৌধুরীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মসজিদের সভাপতি শাহ আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

উদয়পুর উত্তরকান্দি, মোল্লাহাট, বাগেরহাট ১৬ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব মোল্লাহাট উপযেলাধীন উদয়পুর উত্তরকান্দি দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদরাসা মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান ও অত্র মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা আব্দুল আযীয প্রমুখ।

বড় চরপাড়া, চিতলমারী, বাগেরহাট ১৭ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী মাষ্টার আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী ও হুমায়ূন কবীর প্রমুখ।

পশ্চিম টেংরাখালী, কচুয়া, বাগেরহাট ১৮ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব কচুয়া উপযেলাধীন পশ্চিম টেংরাখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল-এর অবসরপ্রাপ্ত ডি.ডি. মীর দারা শিকোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী, মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও মঞ্জুরুল হক প্রমুখ।

সোহাগদল, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব পিরোজপুর যেলার স্বরূপকাঠী উপযেলাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাষ্টার শাহআলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায়

কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

আদর্শ বয়া, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ২১শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব আদর্শবয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ক্বারী শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা রেযাউল করীম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ ও মাহবূব আলম প্রমুখ।

গোলনা মধ্যপাড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা ২২শে জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব খুলনা যেলার ডুমুরিয়া উপযেলাধীন গোলনা মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ডুমুরিয়া এলাকার সভাপতি সোহরাব আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ.বি.এম. নূরুল আমীন সালাফী ও হাফেয মাওলানা আতাহার হোসাইন প্রমুখ।

ব্রহ্মপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী ৩০শে জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার দুর্গাপুর উপযেলাধীন ব্রহ্মপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ব্রহ্মপুর শাখার সাবেক সভাপতি হাজী ইউনুস আলী শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাজী আইয়ূব আলী সরকার, যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম প্রমুখ।

রামনগর, চাটমোহর, পাবনা ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পাবনা যেলার চাটমোহর উপযেলাধীন রামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী রওশন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী প্রমুখ।

বর্নী, বড়াইগ্রাম, নাটোর ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব নাটোর যেলার বড়াইগ্রাম উপযেলাধীন বর্নী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন ও নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল আযীয প্রমুখ।

নৌবাড়িয়া নতুন পাড়া, ভাঙ্গুড়া, পাবনা ৫ই আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর পাবনা যেলার ভাঙ্গুড়া উপযেলা সদরের আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উক্ত মসজিদের ইমাম ও খত্বীব হাফেয মাওলানা রেযাউল করীম (বগুড়া) ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হ'তে জনাব মাহবূবুর রহমান, হাজী শহীদুর রহমান, আযাদুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ সবুজ প্রমুখ।

হাসিপুর (হান্ডিয়াল), চাটমোহর, পাবনা ৫ই আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব পাবনা যেলার চাটমোহর উপযেলাধীন হাসিপুর (হান্ডিয়াল) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দূস আকন্দ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

মহারাজপুর ভিটাপাড়া, গুরুদাসপুর, নাটোর ৬ই আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব নাটোর যেলার গুরুদাসপুর উপযেলাধীন মহারাজপুর ভিটাপাড়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুধী মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

একই দিন বাদ এশা মহারাজপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম প্রমুখ।

ছোট বেলাইল, বগুড়া সদর, ৩রা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ও 'আন্দোলন'-এর দাঈ মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সিঙ্গাপুর প্রবাসী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর যেলার সহ-সভাপতি ও অত্র যেলার অধিবাসী মু'আযযম হোসাইন প্রমুখ।

যুবসংঘ

যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ (১ম পর্ব)

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ ও ১৪ই জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মিলনায়তনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের যেলা দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে দু'দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপাল নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

Contents

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের এম.এস (হাদীছ) ডিগ্রি অর্জন

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব সম্প্রতি পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ-এর ইসলামিক স্টাডিজ (উছূলুদ্দীন) অনুষদভুক্ত হাদীছ বিভাগ থেকে এম.এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। গত ২৯শে জুলাই'১৭ শনিবার দেশে ফিরেন। 'ইলালুল হাদীছ'-এর উপর কৃত তাঁর এম.এস. থিসিসের শিরোনাম ছিল : مَرْوِيَّاتُ الْإِمَامَيْنِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ الْمُعَلَّةُ بِالْاِخْتِلَافِ عَلَيْهِمَا فِى كِتَابِ الْعِلَلِ لِلْإِمَامِ الدَّارَقُطْنِىِّ : دِرَاسَةٌ نَقْدِيَّةٌ। থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হাদীছ ও উলূমুল হাদীছ' বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. ফাৎহুর রহমান কুরাশী (সূদান)।

পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি দাওয়াহ, ইসলামী অর্থনীতি, আইন ও বিচার, শিক্ষা ও গবেষণা, লীডারশীপ প্রভৃতি বিষয়ে স্কীল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপসহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা ইরশাদুল হক আছারী এবং প্রফেসর ড. সোহায়েল হাসান-এর নিকট থেকে 'কুতুবে সিত্তাহ' পাঠ দানের লিখিত 'ইজাযত' লাভ করেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ড. ফযলে এলাহী (পাকিস্তান), ড. সোহায়েল হাসান (পাকিস্তান), ড. আব্দুল্লাহ রিযক (ফিলিস্তীন), ড. রিফ'আত সাঈদ (মিসর), ড. নাবীল ফাওলী (মিসর), ড. ইউস্রী আব্দুল আলীম আজূর (মিসর), ড. যায়েদ আল-আবলান (সঊদী আরব), ড. সুলায়মান হাওয়ামেদাহ (জর্ডান) প্রমুখ বিদ্বানগণের ইলমী হালক্বায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎসহ সেদেশের প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ মারকায, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী সমূহে বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করেছেন। যার কিছু কিছু ইতিপূর্বে মাসিক 'আত-তাহরীকে' ও 'তাওহীদের ডাকে' প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে 'ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা : একটি পর্যালোচনা' বিষয়ে পিএইচ.ডি গবেষণায় রত আছেন। তিনি সকলের দো'আপ্রার্থী।

মৃত্যু সংবাদ

সাতক্ষীরা সরকারী মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষা প্রফেসর বদরুন নেসা (৬৫) গত ৪ঠা আগস্ট শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২-টায় ঢাকার উত্তরাস্থ ক্রিসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি তিন ভাই, এক বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন দুপুর ২-টায় সাতক্ষীরার কাটিয়াস্থ নিজ বাসভবনে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় সাতক্ষীরা যেলা ও সদর উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালের ৭ই জুন 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' প্রতিষ্ঠার পর তিনি সাতক্ষীরা যেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্যা ছিলেন এবং তাঁর বাড়ীতেই 'মহিলা সংস্থা'র নিয়মিত প্রোগ্রাম হ'ত। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রথম দিকে সে প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছেন। গত বছরের মে মাসে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে আমীরে জামা'আত পুনরায় তাঁর বাসাতে গিয়ে সাক্ষাত করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

জমিসহ বাড়ী বিক্রয়

১। ঢাকার বাসাবোতে (কালিবাড়ী সংলগ্ন) ৫ তলা ফাউণ্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলা সম্পূর্ণ ও চতুর্থ তলার কলাম পর্যন্ত নির্মিত অবস্থায় চার কাঠা জমির উপর চার ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বাড়ী বিক্রয় হবে।

২। ঢাকা সাভারে আশুলিয়া থানার কুমকুমারী বাজার সংলগ্ন ১১ শতাংশ জায়গায় টিনশেড ১৩টি ঘর ও ২টি দোকান সহ জায়গাটি বিক্রয় হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন-
০১৮৪২-০১২৩০৭

সভাপতি : **আব্দুর রশীদ আখতার**
সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রধান অতিথি :
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বক্তব্য রাখবেন : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর নেতৃবৃন্দ

২০ অক্টোবর, শুক্রবার সকাল ৯-টা
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা

কর্মী সম্মেলন ২০১৭

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, মোবা : ০১৭৪০-৭৯১৩১৭

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : ছিফফীনের যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল মুসলমান। উভয় দলেই ছিল অনেক ছাহাবায়ে কেরাম। এক্ষণে উক্ত যুদ্ধের পিছনে কারণ কি ছিল?

-রবীউল ইসলাম, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : ৩৬ হিজরীতে সংঘটিত উষ্ট্রের যুদ্ধের ন্যায় ৩৭ হিজরীর ছিফফীন যুদ্ধেরও মূল কারণ ছিল ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারী বিদ্রোহীদের গভীর ষড়যন্ত্র। ৩৫ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে ওছমান (রাঃ) শাহাদত বরণ করলে লোকেরা আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরাও আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেয়। আলী (রাঃ) প্রথমে রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য এবং বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিরূপ বাস্তবতার নিরিখে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কিছুটা বিলম্ব করেন। এতে ওছমান (রাঃ)-এর চাচাতো ভাই সিরিয়ার আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) ও তার সাথীরা তাঁর প্রতি রুষ্ট হন। যদিও মু'আবিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত বায়'আত করতে অস্বীকার করেন। ফলে আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

আলী (রাঃ)-এর খেলাফত ছিল সর্বসম্মত। আর কারো অবাধ্যতার জন্য খেলাফত ত্যাগ করা হাদীছ সম্মত নয়। কেননা তাতে খেলাফতের ঐক্য বিনষ্ট হয়। যেমন ওছমান (রাঃ)-এর প্রতি অছিয়ত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, 'হয়ত আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। পরে যদি লোকেরা তোমার সেই জামাটি খুলে নিতে চায়, তখন তুমি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী জামাটি খুলে ফেলো না' *(তিরমিযী হা/৩৭০৫; ইবনু মাজাহ হা/১১২; মিশকাত হা/৬০৬৮)*। এখানে জামাটি অর্থ খেলাফত *(মিরক্বাত)*।

অতঃপর ৩৭ হিজরীর ছফর মাসে ছিফফীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.)-এর ধারণা মতে, তিন দিন তিন রাতের এই যুদ্ধে ৭০ হাযার মুসলমান নিহত হন। প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুর রহমান বিন আবযী বলেন, লোকেরা ধারণা করে যে, ৭০ হাযারের মধ্যে ৪৫ হাযার সিরীয় পক্ষে এবং ২৫ হাযার ইরাকীদের পক্ষে নিহত হন *(আকরাম যিয়া, 'আছরুল খিলাফাহ ৪৭১-৭২ পৃ.)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি মহা বিপর্যয়কর ঘটনা।

ছিফফীন যুদ্ধের কারণ : (১) ওছমান হত্যাকারীদের বিচারে বিলম্ব করা। (২) দ্রুত বিচারের জন্য যিদ করা। (৩) ওছমান হত্যাকারীদের গোপন ষড়যন্ত্র। যাতে তারা বেঁচে যেতে পারে। (৪) হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না পারা। যেমন (ক) জুবায়ের বিন নুফায়ের বলেন, ওছমান হত্যার পর আমরা মু'আবিয়ার সেনাবাহিনীতে ছিলাম। অতঃপর একদিন কা'ব বিন মুররা আল-বাহযী দাঁড়িয়ে বলেন, আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ না শুনতাম তাহ'লে এ স্থানে যুদ্ধ করতে আসতাম না। রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শুনে লোকেরা তার চার পাশে বসে পড়ল। তখন তিনি বললেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় ওছমান (রাঃ) পায়ে হেঁটে অতিক্রম করছিলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল বললেন, অবশ্যই এই পদদ্বয়ের নিচ থেকে ফিৎনার আবির্ভাব ঘটবে। সেদিন এই ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা হেদায়াতের উপর থাকবে। তিনি বলেন, আমি উঠে গিয়ে ওছমানের কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, ইনি কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সেদিন এই ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা হেদায়াতের উপর থাকবে। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনু হাওয়ালা আনছারী মিম্বরের কাছ থেকে উঠে গিয়ে বললেন, আপনি নিজে এটা শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম! আমি ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। আমি যদি জানতাম যে, সৈন্যদের মাঝে আমার কোন সত্যায়নকারী হবে, তাহ'লে আমি প্রথমেই এ বিষয়ে কথা বলতাম' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৫৩; আহমাদ হা/১৮০৯২; ছহীহাহ হা/৩১১৯)*। অর্থাৎ ওছমান (রাঃ) হক-এর উপর ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষ অবলম্বনকারী মু'আবিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছি।

(খ) গৃহবন্দী অবস্থায় অনুমতি নিয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) খলীফার নিকট গেলে সেখানে দাঁড়িয়ে হাম্দ ও ছানার পর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার পরে সত্বর তোমরা বহু মতভেদ ও ফিৎনায় জড়িয়ে পড়বে। তখন লোকদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে অবস্থায় আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি ওছমানের দিকে ইশারা করে বললেন, তোমরা আমীর ও তাঁর সাথীদের সাথে থাকবে' *(হাকেম হা/৮৩৩৫ ৪/৪৮০; মিশকাত হা/৬০৭৩, সনদ ছহীহ)*। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, 'আমীন' (বিশ্বস্ত) *(আহমাদ হা/৮৫২২)*।

(গ) গৃহবন্দীত্বকালে ওছমান (রাঃ)-এর গোলাম আবু সাহলাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কি আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবো না? জবাবে তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে একটি বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। অতএব আমি নিজেকে তার উপরে অবিচল রাখব' *(হাকেম হা/৪৫৪৩; মিশকাত হা/৬০৭২, সনদ ছহীহ)*। অর্থাৎ আমি যেন খেলাফত পরিত্যাগ না করি এবং তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ না করি *(মিরক্বাত)*।

পর্যালোচনা : উপরোক্ত হাদীছগুলির কারণে অনেক ছাহাবী ওছমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেন। কারণ তারা ভেবেছিলেন যে, ওছমানের পক্ষ হওয়ায় তারা হেদায়াতের উপর আছেন। কিন্তু এজন্য আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাঁদের সঠিক হয় নি। কেননা এ সময় খলীফা ছিলেন আলী (রাঃ)। সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া ওছমান (রাঃ) নিজে স্বীয় খেলাফত বা জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেননি এবং অন্যদের অনুমতি দেননি। আর হত্যায় উদ্যত ব্যক্তির বিরুদ্ধে করণীয় কি হবে, সা'দ বিন আবু

ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর এমন এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, তুমি আদমের উত্তম সন্তানটির মত হও' *(আবুদাঊদ হা/৪২৫৭)*। ফিৎনার সময় করণীয় কি হবে, এমন প্রশ্নের উত্তরেও রাসূল (ছাঃ) একই কথা বলেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪২৫৯; মিশকাত হা/৫৩৯৯)*। এজন্য বহু ছাহাবী যুদ্ধ হ'তে বিরত ছিলেন।

ভুল যখন ভাঙল :

ওছমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধকামী ছাহাবীগণের ভুল ভাঙ্গে তখন, যখন (ক) 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) ছিফফীন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) 'আম্মারের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আম্মারের জন্য দুঃখ! তাকে বিদ্রোহী দলের লোকেরা হত্যা করবে। সে লোকদের জান্নাতের পথে আহ্বান করবে। আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। 'আম্মার (রাঃ) বলতেন, আমি আল্লাহ্র নিকট ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি *(বুখারী হা/৪৪৭; আহমাদ হা/১১৮৭৯)*।

(খ) অতঃপর ছিফফীন যুদ্ধ থেকে ফিরে কূফার অনতিদূরে 'নাহরোওয়ান' নামক স্থানে ৩৮ হিজরীর মুহাররম মাসে আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব রাসেবী-র নেতৃত্বে ৪ হাযার খারেজী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ হয়। সেখানে তাদের অন্যতম নেতা ত্রুটিপূর্ণ হাতের অধিকারী 'মুখদাজ' নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে আলী (রাঃ) তাকে খুঁজে বের করতে বলেন। তখন নিহতদের মধ্যে তার লাশ পাওয়া যায়। এটা দেখে আলী (রাঃ) তাকবীর ধ্বনি করেন এবং বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল সত্য কথা বলেছেন। অতঃপর তিনি শুকরিয়ার সিজদা করেন এবং বলেন, তোমরা সবাই সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ সময় লোকেরা তাকবীর ধ্বনি করে ওঠে। কেননা এরা যে ইসলাম থেকে বহির্গত দল, তার নিদর্শন হিসাবে উক্ত ব্যক্তির কথা রাসূল (ছাঃ) বলে গিয়েছিলেন। আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭৯২৭; আহমাদ হা/৬৭২, সনদ হাসান লেগায়রিহী)*। অত্র যুদ্ধে মাসঊদীর হিসাব মতে, খারেজীদের সবাই নিহত হয়। মাত্র কয়েকজন পালিয়ে বাঁচে। যাদের সংখ্যা দশ-এর কম। আর আলী (রাঃ)-এর পক্ষে দু'জন বা তার কিছু বেশী নিহত হন। এতে বুঝা গেল যে, মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে ছিফফীন ও খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ান উভয় যুদ্ধে আলী (রাঃ) হক-এর উপর ছিলেন।

উভয় দলের অবস্থা :

এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উভয় দল ইসলামের উপরেই কায়েম ছিল। তারা কেউ কাউকে কাফের বলেননি। (ক) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি, ঐ সময় হাসান (রাঃ) তাঁর পার্শ্বে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের দিকে আবার হাসান (রাঃ)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার এই সন্তান হচ্ছে নেতা। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে বিবদমান বিরাট দু'দল মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিবেন *(বুখারী হা/৩৭৪৬; আবুদাঊদ হা/৪৬৬২)*। আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পর হাসান (রাঃ)-এর মাধ্যমে বিবদমান দু'দলের মাঝে সমাধান হয়েছিল এবং সমঝোতার ভিত্তিতে মু'আবিয়া পরবর্তী খলীফা হন। (খ) ছিফফীন যুদ্ধের দিন জনৈক ব্যক্তি সিরীয়দের লা'নত করলে আলী (রাঃ) বলেন, 'সিরীয়দের গালি দিয়ো না। কেননা তাদের মধ্যে রয়েছেন বহু 'আবদাল' (৩ বার)' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৪৫৫, সনদ ছহীহ)*। (গ) এ সময় জনৈক ব্যক্তি সিরীয়দের কাফের বললে 'আম্মার বিন ইয়াসির বলেন, কখনো এরূপ বলো না। আমাদের নবী ও তাদের নবী এক। আমাদের ক্বিবলা ও তাদের ক্বিবলা এক। কিন্তু তারা ফিৎনায় পড়ে গেছে এবং সত্যভ্রষ্ট হয়েছে। ফলে আমাদের উপর কর্তব্য হয়ে গেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যাতে তারা সত্যের দিকে ফিরে আসে' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৯৯৬, সনদ হাসান লেগায়রিহী)*।

এই অনাকাংখিত যুদ্ধের জন্য প্রথমতঃ খারেজীদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং দ্বিতীয়তঃ ওছমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ নিয়ে ছাহাবীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিই ছিল মূলতঃ দায়ী।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : আমার এক নিকটাত্মীয় সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে। মাঝে মাঝে আমার বাসায় বেড়াতে আসলে দামী উপহার ও খাবার-দাবার নিয়ে আসে। এক্ষণে সেগুলি গ্রহণ ও ভক্ষণ করা জায়েয হবে কি?

-আনোয়ারুল হক, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : যাবে। কারণ আল্লাহ বলেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। ইহূদী-নাছারারা সূদী লেন-দেনে জড়িত ছিল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন এবং তাদের তৈরী খাবার খেয়েছেন *(মুমতাহিনা ৬০/৮; বুখারী হা/১৪৮১, ৩১৬৯; মিশকাত হা/৫৯৩৫)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, 'তোমার জন্য এটি বিনা কষ্টের অর্জন এবং এর গোনাহ তার উপরে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৫, ইমাম আহমাদ আছারটিকে 'ছহীহ' বলেছেন; ইবনু রজব হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২০১ পৃঃ)*। সাঈদ ইবনু জুবায়ের, মাকহূল ও যুহরী (রহঃ) বলেন, যে সম্পদে হালাল ও হারামের মিশ্রণ রয়েছে তা খাওয়াতে কোন বাধা নেই। এ মর্মে হাসান বছরীকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, হ্যাঁ গ্রহণ করবে। এটি বিনা কষ্টের উপার্জন। আর গুনাহ হবে তার' *(শারহুস সুন্নাহ ৮/১৫)*। তবে যদি উক্ত খাদ্য বা হাদিয়া মদ, শুকরের গোশত ইত্যাদির ন্যায় সত্তাগতভাবে হারাম হয়, তাহ'লে তা গ্রহণ করা হালাল নয়' *(শারহুস সুন্নাহ ৮/১৫)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : সঞ্চিত অর্থের যাকাত দেওয়ার সময় সনাতন, ২১, ২২ বা ২৪ ক্যারেটের মধ্যে কোন সোনার মূল্যমান ধরতে হবে কি?

-আলতাফ হোসেন, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : সর্বোচ্চ খাঁটি স্বর্ণের মূল্যমান ধরে যাকাত দেওয়া উত্তম। ২৪ ক্যারেটের স্বর্ণ সাধারণত ৯৯.৯৯% খাঁটি হয়ে থাকে। অতএব ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : আমার পিতা-মাতার মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। পিতা আমাদের কোন খরচ বহন করেন না। আমি মায়ের সাথে থাকি। তার নির্দেশনা অনুযায়ী গত পাঁচবছর যাবৎ পিতার সাথে কোন সম্পর্ক রাখি না। এজন্য আমি গুনাহগার হব কি?

-যাকিরুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : পিতার সাথে যথাসম্ভব সম্পর্ক রাখতে হবে এবং সদাচরণ করতে হবে। নইলে গুনাহগার হ'তে হবে। কেননা পিতা-মাতার হক সন্তানের উপর অপরিসীম, যা কখনো পূরণীয় নয়। তাঁরা সদাচরণ করুন বা না করুন, তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এমনকি তারা শিরক করতে চাপ দিলেও তা থেকে বিরত থেকে তাদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(লোকমান ৩১/১৫)*। তারা অমুসলিম হ'লেও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না তাদের সম্পর্কে, যারা তোমাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি' *(বুখারী হা/৫৯৭৮, মুমতাহিনা ৬০/৮; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩)*। তবে পিতার দায়িত্ব সন্তানের খরচ বহন করা *(বাক্বারাহ ২/২৩৩; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৪)*। এতে অবহেলা করায় তিনি গুনাহগার হবেন এবং এজন্য তাঁকে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে *(বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : মসজিদের বামে বা ডানে কবর থাকলে এবং মসজিদ ও কবরস্থানের মাঝে কোন দেয়াল না থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?

-রবীউল আলম, অলীপুর, চাঁদপুর।

উত্তর : কবর সামনে না থাকায় ছালাত হবে। তবে মসজিদের প্রাচীরের পাশাপাশি কবরস্থানের আলাদা প্রাচীর থাকা উত্তম *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/১২; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৫৭)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২; নাসাঈ হা/৭৬০; ছহীহাহ হা/১০১৬)*।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : আমার বড় বোনের স্বামী পূর্বের স্ত্রীর এক কন্যা রেখে তাকে (পূর্বের স্ত্রীকে) তালাক দেয়। এক্ষণে আমি ঐ মেয়েকে বিবাহ করতে পারব কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পাথরঘাটা, বরগুনা।

উত্তর : পারবে। কারণ কুরআনে যে সকল নারীকে হারাম করা হয়েছে দুলাভাইয়ের অন্য স্ত্রীর মেয়ে তার মধ্যে গণ্য নয় *(নিসা ৪/২৩)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : রাসূল (ছাঃ) জনৈক মহিলাকে বলেন যে, মেহমান তোমার গৃহ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় সবধরনের ক্ষতিকর প্রাণী নিয়ে যায়। আর মেহমানদারীর জন্য এটাই তোমার প্রাপ্তি। বর্ণনাটির কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : একই মর্মে নয়, তবে কাছাকাছি মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, 'মেহমান তার রিযিক নিয়ে প্রবেশ করে এবং মানুষের গোনাহসমূহ নিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে তাদের গোনাহসমূহ মিটে যায়'। তবে বর্ণনাটি মওযূ বা জাল *(যঈফুল জামে' হা/৩৬০৪)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : ইমাম মালেক (রহঃ) দুই হাত ছেড়ে দিয়ে ছালাত আদায় করতেন কি?

-রুহুল আমীন, খুলনা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইমাম মালেক (রহঃ) বাম হাতের উপর ডান হাত রেখেই ছালাত আদায় করতেন। তাঁর স্বীয় মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করা হয়েছে, 'ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা', অতঃপর তাতে সাহল বিন সা'দের প্রসিদ্ধ হাদীছটি উল্লেখিত হয়েছে *(মুওয়াত্ত্বা হা/২৯১)*। কারু মতে, কোন একদিন হাতে চরম আঘাত প্রাপ্ত হ'লে তিনি আর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করতে পারেননি। অতঃপর ইমাম মালেকের ছাত্ররা ইমামের এরূপ অবস্থা দেখে হাত ছেড়ে ছালাত আদায় শুরু করে। পরবর্তীতে নিজেদের মাযহাব শক্তিশালী করার জন্য যে সকল আম হাদীছে হাত বাঁধার কথা উল্লেখ নেই সেই হাদীছগুলো উপস্থাপন করে মাযহাবী ফৎওয়া দিতে থাকেন। অথচ একটি উছূল সবার জানা যে, আম হাদীছের উপর খাছ হাদীছ আসলে আম হাদীছের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। মুতাওয়াতির সূত্রে খাছ হাদীছে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে বুকের উপর হাত বেঁধেছেন *(ফাতাওয়া লাজানা দায়েমা ৬/৩৫৩-৩৬০)*। উল্লেখ্য যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছুই বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(নায়লুল আওত্বার ৩/২২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : আমাদের দেশের ঔষধ কোম্পানীগুলো তাদের রিপ্রেজেন্টিটিভদের মাধ্যমে ডাক্তার ও ফার্মেসী দোকানদারদের নিজ নিজ কোম্পানীর ঔষধ প্রেসক্রিপশনে উল্লেখ করার জন্য দামী দামী গিফট দেয়, ডাক্তারদের সাথে মোটা অংকের আর্থিক চুক্তি করে। ফলে ঐ ডাক্তার নির্দিষ্ট কোম্পানীর বাইরে কোন ঔষধ লেখেন না। এর ফলে অনেক রোগী নিম্নমানের ঔষধ খেয়ে ক্ষতির মধ্যে পড়ে যায়। এরূপ চাকুরী করা জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে না। এরূপ উপহার প্রদান-গ্রহণ উভয়টিই নিষিদ্ধ। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে উপহার প্রদানকারী কোম্পানীর ঔষধ রোগীদেরকে লিখে দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতেই উক্ত গিফট প্রদান করা হয়ে থাকে। যা ঘুষ হিসাবে গণ্য *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ২৩/৫৭০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঘুষখোর ও ঘুষ প্রদানকারীকে লা'নত করেছেন *(তিরমিযী হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/৩৭৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২১১)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : আম পরিপক্ব হওয়ার পর তা না নামিয়ে ঠিকায় সম্পূর্ণ বাগান বিক্রি করা যাবে কি?

-আব্দুল লতীফ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ফল পরিপক্ব হওয়ার কারণে এভাবে বিক্রয় করা যাবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং খেজুরের রং ধরার আগে (বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন)। জিজ্ঞেস করা হ'ল, রং ধরার অর্থ কি? তিনি বলেন, লাল বর্ণ বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা *(বুখারী হা/২১৯৭; মুসলিম হা/১৫৩৮)*। আর ঠিকায় বেচাকেনা জায়েয। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

Contents

রাসূল (ছাঃ) অনুমান করে ফলের যাকাত আদায়ের বিধান রেখেছেন' *(আহমাদ হা/১৫৭৫১; দারেমী হা/২৬১৯, যঈফাহ হা/২৫৫৬)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : এক বা একাধিক বছরের জন্য আমবাগানের জমি লীজ দেওয়া যাবে কি? উল্লেখ্য, এখানে আম গাছ ছাড়া অন্য কোন ফসল হওয়ার ব্যবস্থা নেই।

-মুবীনুল ইসলাম, রহনপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : যাবে না। কারণ জমির সাথে ফলদার বৃক্ষ রয়েছে, যা মূল লক্ষ্য। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কয়েক বছরের জন্য জমি বিক্রি ও কয়েক বছরের জন্যে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫৩৬; মিশকাত হা/২৮৪১; ছহীহুল জামে' হা/৬৯৩২)*। এছাড়া এটা ফল পাকার পূর্বে জমি বিক্রয়ের নামান্তর, যে ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বলত, আল্লাহ তা'আলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে'? *(বুখারী হা/২২০৮; মুসলিম হা/১৫৫৫)*। অতএব এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। বরং গাছ সমূহের আম 'মুযারাবা' অংশীদারী চুক্তিতে বর্গা দিতে হবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/২৫৩৪-৩৫; ইরওয়া ৫/২৯২, হা/১৪৬৯-এর আলোচনা 'মুযারাবা' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ জমির মালিক ও ফলের ক্রেতার মধ্যে লাভ-লোকসান অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবসায়িক চুক্তি হবে।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : আমার ভাইয়েরা প্রতিনিয়ত আমার ক্ষতি করে যাচ্ছে। আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী-সন্তানদেরও ভরণপোষণ তারা করবে না। আমি ও আমার স্ত্রী খেয়ে না খেয়ে কিছু কিছু সঞ্চয় করছি। এর অধিকাংশ অবদান আমার স্ত্রীর। এক্ষণে আমি মারা গেলে আমার ভাইয়েরা কি সম্পদের অংশ পাবে?

-ফযলে রব্বী, আল-ফাহাদ ট্রেড লাইন্স, ঢাকা।

উত্তর : ছেলে সন্তান থাকলে ভাইয়েরা অংশীদার হবে না। কেবল স্ত্রী ও কন্যা সন্তান থাকলে ব্যক্তি মারা গেলে এবং তার পিতা-মাতা বেঁচে না থাকলে ভাইয়েরা অংশীদার হবে। এটি আল্লাহর দেওয়া বিধান, যা প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়া আবশ্যক। তবে স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদে স্বামীর কোন উর্ধ্বতন আত্মীয় অংশীদার হবে না *(নিসা ৪/১১-১২)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : আমাদের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী গ্রামের ফিৎরা আদায়কারীকে মোট আদায়ের ৮ ভাগের ১ ভাগ পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে হয়। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-আলী আব্বাস, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : 'আমেলীন'-এর পারিভাষিক অর্থ ইসলামী সরকার কর্তৃক যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ। যারা যাকাত-ফিৎরা আদায়-বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে তদারকি করেন। এক্ষণে সমাজের ছোট্ট পরিসরে কাজটি করে উক্ত ভাগ কামনা করা কারো জন্য জায়েয হবে না। কারণ তিনি সরকারীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত নন। বরং এক্ষেত্রে ছওয়াবের আশায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : আমার পিতার দ্বিতীয়া স্ত্রী দুই সন্তানসহ ১৮ বছর যাবৎ নিজ পিতার বাড়িতে অবস্থান করেন। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করেও তাদেরকে নিজ বাড়িতে আনতে পারেননি। অথচ ঐ স্ত্রী ও তার দুই সন্তানের ভরণপোষণ আমার পিতাই করে থাকেন। তারাও ভরণপোষণের খরচ বেশী বেশী দেওয়ার জন্য বার বার চাপ দেয়। এক্ষণে এরূপ স্ত্রীর খরচ বহন করা আমার পিতার জন্য যরূরী কি?

-সোহরাব হোসাইন, পুরান বগুড়া, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামীর অসন্তুষ্টিতে ও অসম্মতিতে স্ত্রীর এরূপ অবস্থান জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন *(বুখারী হা/৫১৯৪; মুসলিম হা/১৪৩৬)*। এরূপ স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর জন্য যরূরী নয় *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৮/২৩৬)*। তবে মায়ের অপরাধে সন্তানদের ভরণপোষণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : সূরা মায়েদাহ ১০৩ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই। এখানে আল্লাহ যে চারটি পশু নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলির পরিচয় কি?

*-*তপু, কুষ্টিয়া।*

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : উক্ত আয়াতের অর্থ : আল্লাহ বাহীরাহ, সায়েবাহ, অছীলাহ ও হামী-র প্রচলন করেননি। বরং কাফেররাই এ ব্যাপারে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে মাত্র। আর তাদের অধিকাংশই কোন জ্ঞান রাখে না *(মায়েদাহ ৫/১০৩)*। আয়াতে বর্ণিত চারটি পরিভাষা চার প্রকারের পশুর নামে প্রচলিত। যেগুলিকে জাহেলী আরবের লোকেরা তাদের দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিত। সেগুলিকে সবাই সম্মান করত এবং কোন কাজে ব্যবহার করা হ'ত না। উক্ত চার প্রকার উট বা দুম্বার পরিচয় সম্পর্কে অগ্রগণ্য ব্যাখ্যাটি হ'ল : (১) বাহীরাহ : যার দুধ কেবল মূর্তির জন্য উৎসর্গীত। অন্য কেউ তা পান করতে পারত না (২) সায়েবাহ : যা মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হ'ত। যা স্বাধীনভাবে বিচরণ করত। তার পিঠে কেউ সওয়ার হ'তে পারত না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি আমর বিন লুহাইকে জাহান্নামে তার নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে হাঁটতে দেখেছি। কেননা সেই-ই প্রথম ইবরাহীমের দ্বীনকে পরিবর্তন করে (অর্থাৎ মূর্তিপূজার প্রচলন করে) এবং সেই-ই প্রথম (মূর্তির নামে উৎসর্গীত) পশু ছেড়ে দেওয়ার রীতি চালু করে *(বুখারী হা/১২১২; হাকেম হা/৮৭৮৯; ছহীহাহ হা/১৬৭৭)* (৩) অছীলাহ : ঐ উষ্ট্রী যা উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে এবং যাকে মূর্তির নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হ'ত (৪) হামী : ঐ নর উট যার দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজনন কাজ নেওয়ার পর তাকে মূর্তির নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হ'ত *(বুখারী হা/৪৬২৩; মুসলিম হা/২৮৫৬)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : মাইয়েতকে গোসল দিয়ে কাফন পরানোর পর পুনরায় মানুষকে দেখানো যাবে কি?

-দবীরুদ্দীন, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) মারা গেলে এবং তাঁকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হ'লে রাসূল (ছাঃ) তার নিকট প্রবেশ করলেন এবং মৃত ওছমানকে চুমু দিলেন যখন তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল *(বুখারী হা/১২৪৩; আবুদাঊদ হা/৩১৬৩; ইরওয়া ৩/১৫৭)*। জাবের (রাঃ) বলেন, ওহোদ যুদ্ধে আমার পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) শহীদ

Contents

হয়ে গেলে আমি তাঁর মুখমণ্ডল হ'তে কাপড় সরিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলাম। লোকজন আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) আমাকে নিষেধ করেননি' *(বুখারী হা/১২৪৪; আহমাদ হা/১৪২২৩; আহকামুল জানায়েয ১/২০)*। বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজন দেখতে চাইলে বাধা দেওয়া যাবে না *(মুগনী ২/৩৫০)*। তবে অনাত্মীয় বা গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষেরা মাইয়েতকে অবাধ দেখার যে প্রচলন রয়েছে তা সিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : আমি আমার ব্যবসার টাকা অন্য কারো ব্যবসার প্রয়োজনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। অতঃপর সে নেওয়ার সময় উক্ত টাকা দিয়ে ব্যবসায় যে লাভ হবে তার অনির্ধারিত কিছু লভ্যাংশ দিতে চায়। উক্ত লাভ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মনোয়ার হোসাইন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত টাকা কর্য হিসাবে প্রদান করলে তার লভ্যাংশ নেওয়া যাবে না। কারণ তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে। আর যেকোন পরিমাণ লভ্যাংশের চুক্তি করলে তা গ্রহণ করা জায়েয। এরূপ চুক্তি বায়'এ মুযারাবাহ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা হ'ল একজনের পুঁজি অপরজনের শ্রম। এক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতিক্রমে লাভ-ক্ষতি বণ্টনের যেকোন হার নির্ধারণ করা যায়। ওছমান (রাঃ)-এর মাল নিয়ে আব্দুর রহমানের দাদা ব্যবসা করতেন। লাভ তাদের মধ্যে চুক্তি মতে ভাগ হ'ত। ওমর (রাঃ) থেকেও একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/২৫৩৪-৩৫; ইরওয়া ৫/২৯২, হা/১৪৬৯-এর আলোচনা; বুলূগুল মারাম হা/৯০৫)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : আমার নিকটে কেউ কোন গোপন কথা আমানত রাখার পর পরবর্তীতে তা অন্য কোনভাবে প্রকাশ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমার নিকটে তা আমানত রাখার প্রয়োজন আছে কি?

-খন্দকার নাছীফ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ব্যক্তি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তা রক্ষা করতে হবে। যদিও তা অন্য কেউ প্রকাশ করে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ কোন কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (কেউ শুনছে কি-না তা লক্ষ্য করে) তা আমানতস্বরূপ' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৬৮; মিশকাত হা/৫০৬১; ছহীহাহ হা/১০৯০)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একবার আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। তার মৃত্যুর পরও আমি তা কাউকে জানাইনি। এ ব্যাপারে আমার মা উম্মু সুলায়েম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকেও তা জানাইনি *(বুখারী হা/৬২৮৯; আহমাদ হা/১৩৩১৭)*।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : স্বামী-সন্তানহীন বিধবা নারী সক্ষম হলে তার জন্য কুরবানী করা কর্তব্য হবে কি?

-জাহিদ হাসান রাজিব , রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ। কারণ কুরবানী করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান নারী-পুরুষের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইবনু হাযম বলেন, কুরবানীর বিধান মুক্বীম-মুসাফির সবার জন্য প্রযোজ্য এতে কোন পার্থক্য নেই, অনুরূপভাবে নারীদের জন্যও প্রযোজ্য *(মুহাল্লা ৬/৩৭)*। উল্লেখ্য যে, পরিবারের সাথে থাকলে পরিবার প্রধান কিংবা পরিবারের কোন একজনের কুরবানীই সবার জন্য যথেষ্ট হবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(আবুদাঊদ হা/২৭৮৮; তিরমিযী হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : আমি সতের বছর যাবত জেলে ছিলাম। আমার স্ত্রী আমার নিকট তালাক না নিয়েই অন্যত্র বিবাহ করেছে। কিছুদিন পর উক্ত স্বামীও মারা যায়। এক্ষণে আমি জেল থেকে বের হ'লে আমি ও সে কিভাবে সংসার করতে পারব। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রঊফ, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : স্বামী জেলে থাকলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। এক্ষণে মহিলা যা করেছে তা ভুল করেছে। যা যেনার শামিল। অতএব স্ত্রী তওবা করবে। অতঃপর বিবাহ ছাড়াই সংসার শুরু করবে। স্মর্তব্য যে, দীর্ঘদিনের জন্য স্বামী কারান্তরীণ থাকলে প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীর নিকটে তালাক চাইতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াউল কুবরা ৫/৪৮১-৪৮২)*। অথবা নিজে 'খোলা'-র মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : ঈদের ছালাত আদায়ের পর একাধিক ব্যক্তি খুৎবা দিতে পারবেন কি?

-ফেরদৌস মিয়াঁ, কৃষ্ণপুর, কুচবিহার, ভারত।

উত্তর : না। বরং একজন ব্যক্তিই খুৎবা দিবেন। এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত *(মুসলিম হা/৮৮৫, মিশকাত হা/১৪৪৬)*। ওযরবশতঃ কাউকে মাঝপথে খুৎবা পরিত্যাগ করতে হ'লে অপরজন প্রথম থেকে খুৎবা শুরু করবেন *(ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৫/৫৮)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : বেনামাযী ও নেশাকারী ব্যক্তিদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, চলাফেরাসহ সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে কি?

-আবুল বাশার, সুজায়েতপুর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : এধরনের লোকদের একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এড়িয়ে চলতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি মুমিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না এবং তোমার খাদ্য যেন কেবল মুত্তাকীরা খায়' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮)*। তিনি আরো বলেন, 'মানুষ তার বন্ধুর রীতির উপর হয়ে থাকে। অতএব দেখ সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৯)*। তবে সুযোগ পেলেই তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য উপদেশ দিতে হবে। আর এধরনের লোকদের পরিত্যাগ করাতে তাদের বা নিজের অধিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বাহ্যিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : ফজরের আযানের পর মসজিদে এসে নির্দিষ্ট দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত তাহিইয়াতুল ওযূ ও তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহায়মিনুল হক, ঢাকা।

উত্তর : যাবে। তবে ফজরের নির্দিষ্ট সুন্নাত মসজিদে এসে আদায় করলে তা তাহিইয়াতুল মসজিদ ও তাহিইয়াতুল ওযূর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য বাড়িতে সুন্নাত আদায় করে মসজিদে আসলে তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাত। কেননা রাসূল (ছাঃ) মসজিদে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/১১৬৩; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৮/১৮৯)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, মানুষকে প্রতিদিন নছীহত করা বা মসজিদে প্রতিদিন হাদীছ পাঠ করা

Contents

শরী'আতসম্মত নয়। এর স্বপক্ষে তিনি বুখারীর একটি হাদীছ পেশ করেন। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতের পরে নছীহত করা বা হাদীছ পাঠে শারঈ কোন বাধা নেই। তবে পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনমত উপদেশ প্রদান করাই সমীচীন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৮১)*। আল্লাহ বলেন, এবং উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে *(যারিআত ৫১/৫৫)*। হাদীছ পাঠে অল্প সময়ের ব্যাপার। এটুকুতে যারা বিরক্ত বোধ করেন, তাদের ঈমানে ঘাটতি আছে। এরূপ তুচ্ছ অজুহাত তুলে মসজিদে বা অন্যত্র হাদীছ পাঠে বাধা দেওয়া অন্যায়। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : পরিবারসহ বিদেশে অবস্থানকারী কোন প্রবাসী অধিক মূল্যের কারণে সেখানে কুরবানী না করে দেশে ভাই-বোনের পরিবারে কুরবানী করতে পারবে কি?

-ফয়ছাল মাহমূদ, নিউজার্সি, আমেরিকা।

উত্তর : সামর্থ্য থাকলে নিজ অবস্থানস্থলেই কুরবানী করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তখন তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও যারা চায় না তাদেরকে ও যারা চায় তাদেরকে' *(হজ্জ ২২/৩৬)*। অত্র আয়াতে নিজে ভক্ষণ ও অপরকে দান করার নির্দেশনা এসেছে।

অতএব অবস্থানস্থলের মূল্য অনুযায়ী সামর্থ্য থাকলে কুরবানী করবে। অন্যথায় বিরত থাকবে। অন্যদেশে কুরবানী করলে তা সুন্নাত মোতাবেক হবে না *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২২৪)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : কুরবানীর গোশত দ্বারা ওয়ালীমার মেহমানদারী করা যাবে কি? জনৈক আলেম বলেন, এটা চলবে না। কেবল ওয়ালীমার জন্য অন্ততপক্ষে একটি খাসি যবেহ করতে হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-নুছরাত ফাতেমা, রংপুর।

উত্তর : কথাটির সত্যতা নেই। কারণ কুরবানীর গোশত বিবাহতে খাওয়ানো যাবে না এমন কোন শর্ত নেই। তাছাড়া কুরবানীর গোশত ঈদের পরে জমা রেখে খাওয়া জায়েয *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৫৯, মিশকাত হা/১৭৬২)*। তুরতুসী বলেন, কেউ যদি বিবাহের ওয়ালীমায় কুরবানীর গোশত খাওয়ায় সেটিই তার জন্য যথেষ্ট হবে' *(আত-তাজ ওয়াল ইকলীল লি মুখতাছারে খলীল ৪/৩৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে বলেন, একটি ছাগল যবেহ করে হ'লেও ওয়ালীমা কর *(বুখারী হা/২০৪৮; মুসলিম হা/১৪২৭; মিশকাত হা/৩২১০)*। এর অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্টভাবে ওয়ালীমার জন্যই ছাগল যবেহ করতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : হাদীছে উত্তমরূপে ওযূ করে কেবল ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে আগমনকারীর জন্য বিশেষ পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য কি?

-যহীর শেখ, আসাম, ভারত।

উত্তর : অধিক আগ্রহ, মসজিদের সাথে হৃদয় লটকিয়ে থাকা এবং পবিত্র অবস্থায় কষ্ট করে পায়ে হেঁটে মসজিদে গমন করার কারণে আল্লাহ এই মর্যাদা দান করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমান যখন ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে ওযূ করে এবং পূর্ণ মনোনিবেশ ও ভীতি সহকারে সুষ্ঠুভাবে রুকূ-সিজদা করে, তখন ঐ ওযূ ও ছালাত তার বিগত সকল গুনাহের কাফফারা হয়। তবে কবীরা গোনাহ ব্যতীত' *(মুসলিম হা/২২৮; মিশকাত হা/২৮৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, পরিচ্ছেদ-১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে পাক-পবিত্র হয়ে (ওযু করে) ফরয ছালাত আদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে আল্লাহর কোন ঘরে (মসজিদে) যায় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পাপ ঝরে পড়ে এবং একটি মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পায় *(মুসলিম হা/৬৬৬; ছহীহুল জামে' হা/৬১৫৫)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : মৃত পিতা-মাতার নামে সন্তান দান-ছাদাক্বা করলে তাদের পাশাপাশি সন্তানও কি ছওয়াবের অধিকারী হবে?

-আব্দুল লতীফ, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : সন্তানও ছওয়াব পাবে। আল্লাহ বলেন, 'নারী হৌক পুরুষ হৌক আমি তোমাদের কোন আমলকারীর কর্মফল বিনষ্ট করব না' *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বা করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করি তবে কি আমি এর ছাওয়াব পাব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(বুখারী হা/২৭০৭; মুসলিম হা/১০০৪)*। নববী বলেন, মৃতের পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ জায়েয এবং মুস্তাহাব। এর ছওয়াব তার কাছে পৌঁছবে এবং সে উপকৃত হবে। এতে ছাদাক্বাকারীও উপকৃত হবে *(শরহ মুসলিম হা/১৬৩০-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ১১/৮৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : জুম'আর খুৎবা প্রদানের সুন্নাতী পদ্ধতিসমূহ কি কি?

-শামীম ইসলাম. ঝিনাইদহ।

উত্তর : জুম'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেওয়া সুন্নাত, যার মাঝখানে বসতে হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। ইমাম মিম্বরে বসার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১০৯; ছহীহাহ হা/২০৭৬)*। আবুবকর ও ওমর (রাঃ) এটি নিয়মিত করতেন। আবু হানীফা ও মালেক (রহঃ) প্রমুখ মসজিদে প্রবেশকালে সালাম দেওয়াকেই যথেষ্ট বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০; নায়ল ৪/২০১)*। খত্বীব হাতে লাঠি নিবেন *(আবুদাঊদ হা/১০৯৬; ইরওয়া হা/৬১৬)*। নিতান্ত কষ্টদায়ক না হ'লে সর্বদা দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। ১ম খুৎবায় হাম্দ, দরূদ ও ক্বিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন, অতঃপর বসবেন। দ্বিতীয় খুৎবায় হাম্দ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন *(জুম'আ ৬২/১১; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। প্রয়োজনে এই সময়ও কিছু নছীহত করা যায় *(নাসাঈ হা/১৪১৭-১৮; তিরমিযী হা/৫০৬)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) হাম্দ, দরূদ ও নছীহত তিনটি বিষয়কে খুৎবার জন্য 'ওয়াজিব' বলেছেন। যাতে কুরআন থেকে একটি আয়াত হ'লেও পাঠ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত সূরায়ে ক্বাফ-এর প্রথমাংশ বা অন্য কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব *(মির'আত ২/৩০৮, ৩১০; ঐ, ৪/৪৯৪, ৪৯৮-৯৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৯)*। খুৎবা আখেরাত মুখী, সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫-০৬)*। তবে দীর্ঘ হওয়াও জায়েয আছে *(মুসলিম হা/৭২৬৭)*।

Contents

খুৎবার সময় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' ছালাত পড়ে বসবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৯৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : কোন নারীর মন্দ চরিত্রের ব্যাপারে কাউকে তার কবল থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে জানালে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিষয়টি বক্তার দৃষ্টিতে সত্য হ'লে গীবত হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তাকে সংশোধন বা তার বা অন্য কারো কল্যাণে এরূপ নারীর কথা গোপনে বলা যাবে *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২৫৬ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৫৭৫)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : তারাবীহ ছালাতে প্রতি দুই রাক'আত পরপর ছানা পড়তে হবে কি?

-মঈনুদ্দীন আহমাদ, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : ফরয ছালাত হোক অথবা নফল ছালাত হোক প্রত্যেক ছালাতের শুরুতে দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বা ছানা পাঠ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই ছালাত আরম্ভ করতেন, তখনই তাকবীরে তাহরীমার পর দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পড়তেন *(বুখারী হা/৭৪৪, মিশকাত হা/৮১২-১৩)*।

যেহেতু তারাবীহ্র প্রত্যেক দুই রাক'আত পৃথক পৃথক ছালাত, সেহেতু প্রত্যেক দুই রাক'আতের শুরুতে দো'আ ইস্তেফতাহ বা ছানা পড়া সুন্নাত।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : ছালাত রত অবস্থায় শরীরে মশা-মাছি বা অন্য কোন পোকা পড়লে তা তাড়ানো এবং প্রয়োজনে শরীরের কোন জায়গায় চুলকানো যাবে কি?

-রাশেদ আলম, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যাবে। তবে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যেন ছালাতের খুশূ'-খুযূ' নষ্ট না হয়। মু'আইক্বেব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে ছালাতের মধ্যে সিজদার স্থানের মাটি সমানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'যদি তা তোমাকে করতেই হয়, তবে শুধু একবার করবে *(বুখারী হা/১২০৭, মুসলিম হা/৫৪৬, মিশকাত হা/৯৮০)*। অন্য এক বর্ণনায় ছালাতের মধ্যে হাই আসলে মুখে হাত রাখতে বলা হয়েছে *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৯৯৩)*। অন্য বর্ণনায় ছালাত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছুকে মারতে বলা হয়েছে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৪)*। এ সকল হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছালাত রত অবস্থায় প্রশ্নে উল্লেখিত প্রয়োজন মিটালে ছালাতের ক্ষতি হবে না। তবে অবশ্যই ছালাতের বিনয়-নম্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং নচেৎ ছালাত কবুল হবে না।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : 'রাসূল (ছাঃ) রোদের মধ্যে পথ চললে তাঁর শরীরে রোদ লাগত না, এক খণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া করে থাকত' এ কথা কি সঠিক?

-আরীফ, খালিশপুর, খুলনা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন দলীল নেই। যদিও কোন কোন জীবনীকার এগুলি লিখেছেন। যার কোন ভিত্তি নেই। তবে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে মু'জিযা হিসাবে কখনো কখনো মেঘ, গাছ ইত্যাদি তাঁকে ছায়া করত *(তিরমিযী হা/৩৬২০; মুসলিম হা/৩০১২; মিশকাত হা/৫৯১৮, ৫৮৮৫)*। উল্লেখ্য যে, বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত *(মিশকাত হা/১১৯৫)* দো'আয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকট নিজের হৃদয়ে, চোখে-কানে, ডাইনে-বামে, উপরে-নীচে যে নূর প্রার্থনা করেছেন, তার অর্থ ইলম ও হেদায়াতের নূর *(মিরক্বাত)*। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের দেওয়া জ্যোতির মধ্যে রয়েছে, (সে কি অন্যের মত হ'তে পারে?) *(যুমার ৩৯/২২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : জুম'আর খুৎবায় ইমাম ছাহেব বিদ'আতপূর্ণ কথা বলেন। একারণে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করা যাবে কি?

-আব্দুর রকীব, ঝিনাইদহ।

উত্তর : যথাসময়ে মসজিদে উপস্থিত হতে হবে। নতুবা মুছল্লী বহু নেকী থেকে বঞ্চিত হবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮১-৮৪, ১৩৮৮)*। প্রয়োজনে যে মসজিদে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক খুৎবা হয় সেখানে যেতে হবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মুছল্লী যদি জানতে পারে যে তার ইমাম এমন বিদ'আতী, যে বিদ'আতের পথে আহ্বান করে। অথবা সে ফাসেকী কাজে লিপ্ত। কিন্তু সে নিয়মিত ইমাম, যার পিছনে ছালাত আদায় করতেই হয়। যেমন জুম'আ, ঈদায়েন, আরাফার হজ্জের ইমাম ইত্যাদি। এমতাবস্থায় মুছল্লী তার পিছনেই ছালাত আদায় করবে *(আল-ফাতাওয়াউল কুবরা ২/৩০৭)*। স্বর্তব্য যে, নিরুপায় অবস্থায় বিদ'আতী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করায়। তারা যদি ঠিক করে তাহলে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা যদি ভুল করে, তাতে তোমাদের নেকী হবে আর তাদের গোনাহ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। হাসান বাছরী বলেন, বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় কর। বিদ'আতের গোনাহ তার উপর বর্তাবে *(বুখারী, 'বিদ'আতীর ইমামতি' অনুচ্ছেদ হা/৬৯৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : সূরা রহমানের ১৭ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মেসের আলী, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ : তিনি (আল্লাহ) দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের রব *(রহমান ৫৫/১৭)*। মুজাহিদ বলেন, দুই পূর্ব বলতে গ্রীষ্ম ও শীতকালের দুই উদয়াচল এবং দুই পশ্চিম বলতে গ্রীষ্ম ও শীতকালের দুই অস্তাচলকে বুঝানো হয়েছে *(তাফসীরে ত্বাবারী ২৩/২৭-২৮; তাফসীরে ইবনু কাছীর)*। এখানে দ্বিবচন দ্বারা বহুবচন উদ্দেশ্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমি শপথ করছি উদয়াচল সমূহের ও অস্তাচল সমূহের প্রতিপালকের *(মা'আরিজ ৭০/৪০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচল সমূহের *(ছাফফাত ৩৭/৫)*। অত্র আয়াতসমূহে সৌর বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবী সর্বদা ঘূর্ণায়মান। সূর্যের কিরণ যখনই পৃথিবীর যে অংশে পড়ছে, তখনই সেখানে তা উদয় হচ্ছে এবং যখনই তা চলে যাচ্ছে, তখনই সেখানে তা অস্ত যাচ্ছে। এভাবে প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে

উদয়াচল ও অস্তাচলের পার্থক্য ঘটছে। আর এটাই হ'ল পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির বড় প্রমাণ। সূর্য ৩৬০ দিন ৩৬০টি রেখায় চলে। প্রতিটি রেখাই স্বতন্ত্র। ফলে প্রতিদিনই সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পরিবর্তন হয়।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : আমি একজন হোটেল বয়। এখানকার নিয়ম অনুসারে বয়রা খাবার খাওয়ানোর পর অতিথিদের নিকট থেকে কিছু সম্মানী আশা করে এবং তারাও দিয়ে থাকে। এরূপ লেনদেন জায়েয হবে কি?

-কাওছার আহমাদ, সিলেট।

উত্তর : মালিকের অনুমতি থাকলে এবং এজন্য প্রত্যাশা না রেখে এরূপ সম্মানী গ্রহণ করলে সেটি নাজায়েয হবে না। তবে এথেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা সে মালিকের বেতনভুক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমরা যাকে অর্থের বিনিময়ে কোন কাজে নিযুক্ত করি, তার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে আত্মসাৎ *(আবূদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। বর্তমান যুগে বখশিশের এই প্রচলন নিন্দনীয় প্রথা এবং এথেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : শাওয়াল মাসের ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে কি? এছাড়া কারণবশতঃ এ মাসের মধ্যে সবকয়টি রাখা সম্ভব না হলে পরের মাসে ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুর রাযযাক, নশীপুর, বগুড়া।

উত্তর : রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা উত্তম। তবে কেউ যদি মাঝে মধ্যে ছিয়াম বাদ দেয় তাতে কোন দোষ নেই। মোটকথা শাওয়াল মাসের এই ছিয়াম পালনের নেকী অর্জনের জন্য এ মাসের মধ্যেই ছয়টি ছিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করার ব্যাপারে শরী'আতে কোন অনুমোদন আছে কি?

-জাহিদ হাসান, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বা কোন মৃতের জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন বিধান নেই। আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- এর অছিয়ত হিসাবে তাঁর জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে *(আহমাদ হা/১২৭৮; তিরিমিযী হা/১৪৯৫; মিশকাত হা/১৪৬২)*, তা নিতান্তই যঈফ। কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য বা রাসূল (ছাঃ) তার প্রিয় স্ত্রী ও সন্তানাদি বা প্রিয় চাচা হামযা বা অন্য কোন মৃতব্যক্তির জন্য এভাবে কুরবানী করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : কিছু কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন সালাফী আলেম সেটাকে বিদ'আত বলছেন, অপরজন সেটাকে সুন্নাত বলছেন। যেমন রুকুর পরে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি। এজন্য কোন আলেমকে বিদ'আতী বলে আখ্যায়িত করা যাবে কি?

-মনীরুযযামান, টাঙ্গাইল।

উত্তর : বলা যাবে না। কারণ বিদ'আত বলা এবং বিদ'আতী বলা এক জিনিস নয়। ইজতিহাদী বা ব্যাখ্যাগত ভুলের কারণে কাউকে বিদ'আতী বলা যায় না। শায়েখ আলবানী (রহঃ) বলেন, একজন আলেম কোন বিদ'আত করার অর্থ এই নয় যে তিনি বিদ'আতী। কোন আলেম যদি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন হারাম কাজকে হালাল সাব্যস্ত করেন, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছেন। হ্যাঁ আমরা বলতে পারি যে, এই আমলটি বিদ'আত, কেননা তা সুন্নাতবিরোধী; কিন্তু এর কারণে আমরা বলি না যে, স্বয়ং ঐ ব্যক্তি বিদ'আতী। ...সঊদী আরবের অনেক ভাইয়ের মধ্যে এটি অনুপস্থিত, যখন তারা একটি বক্তব্যের জন্য আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। যেখানে আমি বলেছি, রুকূ থেকে উঠার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা বিদ'আত। (তারা বলেন) 'কিভাবে আপনি একে বিদ'আত বলতে পারেন অথচ অমুক অমুক শায়েখ এটাকে সুন্নাত বলেন!... তবে কি তারা সবাই বিদ'আতী!! এখন আপনারা নিশ্চয়ই উত্তরটি পেয়েছেন! না, তাঁরা বিদ'আতী নন। তবে আমার দলীল ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উক্ত আমলটি বিদ'আত *(সিলসিলাতুল হূদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৭৮৫)*। সুতরাং কোন কুফরী কাজের জন্য যেমন কাউকে কাফির বলা যায় না। তেমনি কোন বিদ'আতী আমলের জন্য সহসা কাউকে বিদ'আতী আখ্যা দেয়া যায় না।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : হজ্জকারী ব্যক্তির নামের শুরুতে 'আলহাজ্জ' বা 'হাজী' লেখা হয় কেন? এগুলো লেখা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বিগত দিনে আমাদের দেশের যেসব প্রবীণ ব্যক্তি দীর্ঘ সফরের মাধ্যমে হজ্জ করে ফিরে আসতেন এবং সকল অন্যায় কাজ-কর্ম হ'তে দূরে থেকে নিজেকে দ্বীনী কাজে লিপ্ত রাখতেন, তাদেরকে নাম ধরে না ডেকে বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে 'আলহাজ্জ' বা 'হাজী ছাহেব' বলে সম্বোধন করা হ'ত। বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষকে এভাবে সম্মান করে ডাকা আদৌ অন্যায় নয়।

বরং উত্তম লকবে ডাকা ইসলামী শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আবুবকর-কে ছিদ্দীক্ব, আয়েশা-কে হোমায়রা, আলী-কে আবু তুরাব, আব্দুর রহমান-কে আবু হুরায়রা, হুযায়ফা-কে নওমান, আব্দুল্লাহ-কে যুল-বিজাদায়েন, খিরবাক্ব-কে যুল-ইয়াদায়েন *(দ্রঃ দরসে কুরআন 'দ্বন্দ্ব নিরসন' ২০/৯ জুন'১৭)*, খালেদ বিন অলীদকে 'সায়ফুল্লাহ' (আল্লাহ্র তরবারী) এবং জাফর বিন আবু তালিবকে 'আত-ত্বইয়ার' লকবে ডেকেছেন *(দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 'মুতার যুদ্ধ' অধ্যায়)*। এমনকি ইবনু হাজার বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে প্রথম 'ফারূক্ব' লকব দিয়েছিলেন *(ফাৎহুল বারী 'ওমরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ হা/৩৬৭৯-এর পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

তবে অহংকার প্রকাশার্থে নিজের নামের সাথে উক্তরূপ লকব যুক্ত করা নিষিদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমান অহংকার রয়েছে' *(মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)*। তাছাড়া সেটি রিয়া ও শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হবে, যা হারাম *(বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬)*।

Contents

YEAR TABLE (20th Vol.) বর্ষসূচী-২০ (Oct. 2016 to Sept. 2017)

(২০তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৬ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. আল্লাহ্র সামনে ঝগড়া! *(অক্টোবর'১৬)* ২. সালাফী দাওয়াত *(নভেম্বর'১৬)* ৩. ট্রাম্পের বিজয় ও বিশ্বের কম্পন *(ডিসেম্বর'১৬)* ৪. স্বাধীন 'আরাকান রাষ্ট্র' ঘোষণা করুন! *(জানুয়ারী'১৭)* ৫. সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড *(ফেব্রুয়ারী'১৭)* ৬. (ক). মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী! মূর্তিটা নামিয়ে দিন (খ). পৃথিবী নামক গ্রহটিকে প্রাকৃতিকভাবে চলতে দিন! *(মার্চ'১৭)* ৭. যুলুমের পরিণাম ভয়াবহ *(এপ্রিল'১৭)* ৮. মঙ্গল শোভাযাত্রার অমঙ্গল ঠিকানা *(মে'১৭)* ৯. মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আসন্ন রামাযান *(জুন'১৭)* ১০. মূর্তি অপসারণ ও পুনঃস্থাপন *(জুলাই'১৭)* ১১. পিওর ও পপুলার *(আগস্ট'১৭)* ১২. সংবিধান পর্যালোচনা *(সেপ্টেম্বর'১৭)*।

*** দরসে কুরআন :** *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. কুরআন অনুধাবন (২০/১-৩) ২. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য (২০/৭) ৩. এক্সিডেন্ট (২০/৮) ৪. দ্বন্দ্ব নিরসন (২০/৯) ৫. মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয় (২০/১১-১২)।

*** দরসে হাদীছ :** *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. তিনটি শপথ ও একটি বাণী (২০/৫) ২. বায়'এ মুআজ্জাল (২০/৬)।

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর'১৬ :

১. জান্নাতের পথ *(২০/১-২)-অনুবাদ: নূরুল ইসলাম* ২. আল্লাহ্র উপর ভরসা *(২০/১-৩)-আব্দুল মালেক* ৩. আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. বিজ্ঞান ও ধর্মের কি একে অপরকে প্রয়োজন? *(২০/১)-প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম*।

নভেম্বর'১৬ : ১. ইসলামে তাক্বলীদের বিধান (২০/২-৫, ৮)-*অনুবাদ: আহমাদুল্লাহ* ২. ঈদে মীলাদুন্নবী *(২০/২)-আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

ডিসেম্বর'১৬ : ১. জীবনের খেলা ঘরে *(২০/৩)-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান* ২. তিন শ্রেণীর মুছল্লী জাহান্নামে যাবে-*যহূর বিন ওছমান*।

জানুয়ারী'১৭ :

১. তালাকের শারঈ পদ্ধতি ও হিল্লা বিয়ের বিধান *(২০/৪)-আব্দুল মালেক* ২. কুরআন-হাদীছের আলোকে ক্ষমা *(১৯/৪-৫, ৭)-রফীক আহমাদ* ৩. রোহিঙ্গারা বাঁচতে চায় *(২০/৪)-লিলবর আল-বারাদী* ।

ফেব্রুয়ারী'১৭ :

১. ইখলাছ *(২০/৫, ৭-৯) -অনুবাদ : আব্দুল মালেক* ২. তাক্বদীরে বিশ্বাস *-ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের* ৩. মসজিদের আদব *-হাফীযুর রহমান* ৪. পাঠদানে দুর্বল শিশুদের নিয়ে সমস্যা *-আফতাব চৌধুরী* ৫. বিশ্ব ভালবাসা দিবস *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

মার্চ'১৭ :

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচ দফা মূলনীতি : একটি বিশ্লেষণ *(২০/৬-৮, ১০-১১)-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয় *(২০/৬-১২)-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. খতমে নবুঅত আন্দোলন ও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম *-অনুবাদ : নূরুল ইসলাম* ৪. দাফনোত্তর দলবদ্ধ মুনাজাতের বিধান *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ৫. খারেজীদের আক্বীদা ও ইতিহাস *-মীযানুর রহমান* ৬. দাজ্জাল : ভ্রান্তি নিরসন *-আহমাদুল্লাহ* ৭. বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য *-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ৮. এপ্রিল ফুল্স *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

এপ্রিল'১৭ : মুসলিম উম্মাহ্র পদস্খলনের কারণ *(২০/৭-৮)-মীযানুর রহমান*।

মে'১৭ : ১. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জুন'১৭ :

১. এক হাতে মুছাফাহা : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা *-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ২. শারঈ ঝাড়-ফুঁক : একটি পর্যালোচনা *-ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের* ৩. যাকাত-ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. ঈদায়নের মাসায়েল *-ঐ*।

জুলাই'১৭ :

১. শোকর *(২০/১০-১১)-অনুবাদ : আব্দুল মালেক* ২. প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ *-মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন* ৩. নফল ছিয়াম সমূহ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. মানব জীবনে সূদের ক্ষতিকর প্রভাব *-আবু আব্দুল্লাহ*।

আগস্ট'১৭ : ১. সেলফোন এবং অপব্যবহার *-প্রফেসর ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত* ২. কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. এক নযরে হজ্জ *-ঐ*।

সেপ্টেম্বর'১৬ : আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

অর্থনীতির পাতা : হালাল জীবিকা *(এপ্রিল'১৭)-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান*।

সাক্ষাৎকার : ১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব *(মার্চ'১৭)*। ২. শায়খ ইরশাদুল হক আছারী *(এপ্রিল '১৭)*।

জুম'আর খুৎবা : সন্তানকে ইসলামী আদর্শের উপর গড়ে তুলুন *(নভেম্বর'১৬)*।

Contents

দিশারী : ইছলামী জামাআত-বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন *(২০/১১)-মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী*।

হক-এর পথে যত বাধা : ১. *(জানুয়ারী'১৭)*।

সাময়িক প্রসঙ্গ :

১. ফারাক্কা-রামপাল : বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কের বাধা *(২০/১)-আনু মুহাম্মদ* ২. ভেজাল ঔষধে দেশ সয়লাব *(ডিসেম্বর'১৬)* ৩. রোহিঙ্গা নির্যাতনের করুণ চিত্র *(জানুয়ারী'১৭)*।

ভ্রমণস্মৃতি : ঝিলাম-নীলামের দেশে *(মার্চ'১৭)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।*

নবীনদের পাতা : অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করা যরূরী *(ফেব্রুয়ারী'১৭)-আব্দুল্লাহ*।

সরেযমীন প্রতিবেদন : রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে কয়েকদিন *(ফেব্রুয়ারী'১৭)-শামসুল আলম*।

ইতিহাসের পাতা থেকে : ১. তাতারদের আদ্যোপান্ত *(২০/১, ৪, ৬)-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২. খলীফা হারূনুর রশীদের নিকটে প্রেরিত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক চিঠি *(২০/১০)-অনুবাদ : ইহসান ইলাহী যহীর।*

মহিলাদের পাতা : দাওয়াতের গুরুত্ব ও দাঈর গুণাবলী *(নভেম্বর'১৬)-আফরোযা খাতুন।* ২. নিষিদ্ধ সাজসজ্জা *(জুন'১৭)-কানীয ফাতেমা*।

অমর বাণী : ১. *(নভেম্বর'১৬)-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ২. (মার্চ'১৭)-*ঐ*।

হাদীছের গল্প :

১. মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না যাওয়া *(ডিসেম্বর'১৬)-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার* ২. ছাদাক্বার অধিক হকদার কে? *(জানুয়ারী'১৭)-ঐ* ৩. মৃত্যুর ভয় *(মার্চ'১৭)-উম্মে হাবীবা।* ৪. দাজ্জাল ও ইয়াজূজ মাজূজের অনাচার এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সতর্কবাণী *(সেপ্টেম্বর'১৭)-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :

১. কৃতজ্ঞতা *(ডিসেম্বর'১৬)-মুহাম্মাদ আতাউর রহমানা* ২. মৃত্যু যাত্রায় কেউ আমাদের সাথী হবে কি? *(জানুয়ারী'১৭)-আনাস বিন আমানুল্লাহ* ৩. সালাফী বা আহলেহাদীছ নামকরণ *(জুন'১৭)-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৪. একটি হারানো পৃষ্ঠার কাহিনী! *(জুলাই'১৭)-ঐ।*

চিকিৎসা জগত : ১. স্ট্রোক : কারণ ও প্রতিকার *(মার্চ'১৭)* ২. গরমে হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচতে করণীয় *(জুলাই'১৭)*।

ক্ষেত-খামার :

১. (ক) পেঁপে চাষে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের সাফল্য (খ) সাতক্ষীরায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে খাঁচায় কাকড়া চাষ *(অক্টোবর'১৬)* ২. ধানে ব্লাষ্ট : প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম *(জুলাই'১৭)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি **২.** দরসে কুরআন ৫টি **৩.** দরসে হাদীছ ২টি **৪.** প্রবন্ধ ৩৯টি **৫.** অর্থনীতির পাতা ১টি **৬.** সাক্ষাৎকার ২টি **৭.** জুম'আর খুৎবা ১টি **৮.** দিশারী ১টি **৯.** হক-এর পথে যত বাধা ১টি **১০.** সাময়িক প্রসঙ্গ ৩টি **১১.** ভ্রমণস্মৃতি ১টি **১২.** নবীনদের পাতা ১টি **১৩.** সরেযমীন প্রতিবেদন ১টি **১৪.** ইতিহাসের পাতা থেকে ২টি **১৫.** মহিলাদের পাতা ২টি **১৬.** হাদীছের গল্প ৪টি **১৭.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৪টি **১৮.** চিকিৎসা জগৎ ২টি **১৯.** ক্ষেত-খামার ৩টি **২০.** কবিতা ৪৭টি **২১.** প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

বিঃ দ্রঃ *গত বছরে আত-তাহরীকে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরগুলি বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সেকারণ প্রশ্নের সূচী সংযোজিত হ'ল না।*

বর্ষশেষের নিবেদন : ২০তম বর্ষ শেষে ২১তম বর্ষের প্রাক্কালে এবং আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ শুদ্ধ চেতনার অধিকারী দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে এ মহান আন্দোলন-এর প্রতি রুজূ করে দিন- আমীন! *[সম্পাদক]*

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

নিয়মিত প্রকাশনার ২০ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০১৮

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০১৮

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!